ত্রিংশ ভাগ] [দ্বিতীয় সংখ্যা

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

—:০:—

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

—:০:—

সূচী

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য পত্রিকাধ্যক্ষ দায়ী নহেন)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সদস্যগণের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে, তাঁহারা [illegible] কার্য্যালয়ে সংবাদ দিবেন।

ব্যোমকেশ-জীবনচরিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একনিষ্ঠ সেবক কর্ম্মবীর ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের একখানি বিস্তৃত জীবন-চরিত লিখিবার জন্য ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি ও পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আমার উপর ভার দিয়াছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ও প্রচারের জন্য নানাভাবে ব্যাপৃত থাকিলেও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের গঠন, পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে জীবনদান করিয়া গিয়াছেন। পরিষদের সেবায় তিনি যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে নাই বলিলেই হয়। সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় সাহিত্য-সম্মিলনের গঠনে ও ইহার পুষ্টিসাধন-কল্পেও তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি জানিতেন, বাঙ্গালীর এই দুই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করিতেছে—বাঙ্গালী একটি প্রধান জাতি বলিয়া জগতের সম্মুখে আত্মপ্রতিষ্ঠা-লাভে স্পর্দ্ধা করিতে পারিবে। সেই মহাপ্রাণ ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের জীবন-চরিত বাঙ্গালার-সাহিত্যের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই আলোচনার যোগ্য। বিশেষতঃ তাঁহার জীবনের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিষৎকে ছাড়িয়া দিলে ব্যোমকেশের জীবন-কথা বলা যেমন চলে না, তেমনি ব্যোমকেশকে বাদ দিয়া পরিষদে ইতিহাসের কোন অধ্যায়ই সম্পূর্ণ হইবে না। সেই নিরভিমানী, সদাপ্রফুল্ল, অক্লান্তকর্ম্মী ব্যোমকেশের জীবন-কথা অনেকেই কিছু না কিছু অবগত আছেন।

স্বর্গীয় মুস্তফী মহাশয় স্বনামে ও বেনামে বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহার অনেক অপ্রকাশিত রচনাও হয় ত অনেক বন্ধু-বান্ধবের কাছে আছে। সেগুলির সন্ধান প্রদান করিলে বিশেষ উপকৃত হইব।

বঙ্গের নানা স্থানে তিনি শাখা-পরিষৎ প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে, সাহিত্য-সম্মিলন আহ্বান এবং সাহিত্যিক তথ্যাদি সংগ্রহ-সম্পর্কে অনেকের সহিত পত্র ব্যবহার করিয়াছেন। সেই সকল পত্র কিংবা তাঁহার বিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা জীবনচরিত-লেখকের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্ হইবে। এই জন্য আমি পরিষদের সদস্যগণের নিকট ও সাধারণের নিকট অনুরোধ করিতেছি যে, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত তথ্যাদি এবং তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত পত্রাদি নিম্ন-স্বাক্ষরকারীর নিকট পাঠাইয়া দিবেন। আশা করি, তাঁহারা এই অবশ্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনে আমাকে সাহায্য করিয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির,
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত
সহকারী সম্পাদক,
ব্যোমকেশ-স্মৃতি-সমিতি।

অর্থশাস্ত্রে সমাজচিত্র

(মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস)

(৩)

পারিবারিক জীবন—পল্লীবিন্যাস ; বাস্তু (বাসগৃহ)

গ্রাম ও নগরের কথা বলা হইয়াছে। এখন এক একটী পল্লী বা পাড়ার অবস্থা কেমন ছিল, তাহা বলিব। সাধারণতঃ এক জাতির বা বর্ণের কতকগুলি পরিবার লইয়া এক একটী পল্লী গঠিত হইত। এক একটী পল্লীতে দুই তিনটী করিয়া প্রশস্ত রাজপথ থাকিত। এই রাজপথের উভয়-পার্শ্বেই লোকের বাস্তভিটা নির্ম্মিত হইত। মৌর্য্যযুগের বাস্তনির্ম্মাণ-ব্যবস্থা-সম্বন্ধে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। আরও দুঃখের বিষয়, ৪র্থ শতাব্দীর কোন গৃহাদির ধ্বংশাবশেষ আজিও আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে অর্থশাস্ত্রে বাস্তুর সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহা হইতে এবং গ্রীকদিগের বর্ণনা হইতে আমাদের এ বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ মাত্র সাহায্য হইবে। ঐ সকল বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, দরিদ্র লোকে সাধারণতঃ বাঁশের বা কাষ্ঠের বাটীতে বাস করিত। গৃহনির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠের বহুল ব্যবহার ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। তবে রাজা, রাজকর্ম্মচারী, ধনী, শ্রেষ্ঠী বা বণিকেরা নিজ নিজ পরিবারবর্গের জন্য ইষ্টক ও প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাসাদাদি নির্ম্মাণ করাইতেন। অর্থ-শাস্ত্রের "সন্নিধাতৃচেয়কর্ম্ম" ও "গৃহবাস্তুক"—অধ্যায় দুইটীতে পাকা ইটের ও প্রস্তরের গৃহ ও স্তম্ভাদির উল্লেখ আছে। জাতকেও ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বিতল, ত্রিতল—এমন কি, সপ্ততল প্রাসাদেরও উল্লেখ দেখা যায়।[১] ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভের উল্লেখ প্রাচীন বৌদ্ধ-সাহিত্যের বহুস্থানেই আছে। প্রস্তরের প্রাচীরেরও উল্লেখ আছে এবং মিঃ রিজ্‌ডেভিডস্‌ অনুমান করেন যে, গিরিব্রজের একটী পার্ব্বত্য-দুর্গের প্রাচীরের যে ধ্বংশাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পাষাণ-স্থাপত্য ও পাষাণ-স্বর্ণশিল্প উল্লেখও অন্যান্য প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গৃহ-নির্ম্মাণ-ব্যবস্থা

অশোকের সময় পাষাণ-স্থাপত্য বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছিল। অশোক-স্তূপগুলির অধিকাংশই ইষ্টক বা প্রস্তরনির্ম্মিত। আজিও যে সকল অশোক-স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে, তাহার কারুকার্য্য ও পালিস দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তবে অশোকের সময়ের পাটলিপুত্রের প্রাসাদের ধ্বংশাবশেষ যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও বাস্তু বা গৃহনির্ম্মাণের সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। সাধারণতঃ একতলা বাটীই বেশী ছিল। তবে দ্বিতলবাটীরও ব্যবস্থা দেখা যায়। ছাদগুলি

১। জাতক ১—২২৭ ও ৩৩৬, ৪র্থ-৩৭৮, ৫—৫২, ৬এর ৫৭৭ ইত্যাদি।

মজবুত করিয়া তৈয়ার করা হইত। ছাদ পাকা না হইলে বর্ষার সময় জল যাহাতে না আসে, তাহার জন্ত ছাদে জল কাটিয়া যায়, এরূপ মাদুর বা মোটা কোনরূপ চাপা দেওয়া হইত।

বাটীর ভিত্তি-দেওয়াল বা ছাদ আইন-অনুযায়ী না হইলে গৃহস্বামী দণ্ডনীয় হইতেন।

প্রত্যেক বাটীতেই একটী করিয়া সকলের বসিবার ঘর, উঠান, জলপ্রণালী ও কূপ থাকিত। নর্দ্দামা যদি জলনিকাশের উপযোগী না হইত এবং তাহার ফলে সাধারণের স্বাস্থ্যহানি বা অন্ত প্রকার অসুবিধা ঘটিলে গৃহস্বামীকে দণ্ডনীয় হইতে হইত। অর্থশাস্ত্রে ঐরূপ নালা-নর্দ্দমারও ভিত্তির সরকারী মাপ দেওয়া আছে। বাটীতে গোশালা রাখিলেও তাহার ঐরূপ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবস্থা করিতে হইত। অগ্নিশালাও সাবধানে নির্ম্মাণ করা হইত।

ধনী লোকে বাড়ী তৈয়ার করিয়া ভাড়ায় খাটাইতেন। ইহারও উল্লেখ অর্থশাস্ত্রে আছে। সাধারণতঃ এক বৎসরের হিসাবে বাটী ভাড়ায় দেওয়া হইত। ভাড়া বাকী পড়িলে উচ্ছেদেরও বিধি দেখা যায়: নিজের ইচ্ছায় কেহ বাড়ী ত্যাগ করিয়া গেলে, তিনি ভাড়ার টাকা ফেরৎ পাইতেন না। সমস্ত বৎসরের ভাড়া তাঁহার নিকট লওয়া হইত।

কোন গৃহস্বামী বাটী বিক্রয় করিতে উদ্যোগী হইলে, তাঁহার জ্ঞাতিবর্গ ও তদভাবে প্রতিবাসীকে জানাইতে হইত। তাঁহারা ক্রয় করিতে অস্বীকৃত হইলে পর, বাহিরের লোক ক্রেতা হইতে পারিতেন। বোধ হয়, একেবারে অজানা বাহিরের লোক যাহাতে পাড়ায় না আসিয়া পড়ে, সেই জন্য এই ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ Law of pre-emption অন্যান্য জাতির মধ্যেও দেখা যায়।

পরিবার (Family)

এখনকার দিনের ন্যায় তখনও (অবশ্য আমরা অর্থশাস্ত্র প্রভৃতিতে যাহা পাই) সাধারণতঃ গৃহস্বামী ও তাঁহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ও তৎসন্ততি লইয়াই পরিবার গঠিত হইত।

গৃহস্বামীর জীবদ্দশায় তিনিই সংসারের কর্তৃত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্রেরা তাঁহার জীবৎকালে তাঁহার সম্পত্তিতে অনীশ্বর ও অংশবর্জ্জিত বলিয়াই বিবেচিত হইতেন (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ— পৃ° ১৬০)। তিনি জীবদ্দশায় পুত্রাদির বিবাহ দিতেন। সাংসারিক বিষয়ে স্ত্রী-ই কর্তৃত্ব করিতেন। সংসারের জন্ত তিনি ঋণ-কর্জ্জ করিলে, উহা দিতে স্বামী আইন অনুসারে বাধ্য হইতেন। বহু-স্ত্রীস্থলে সবর্ণা পুত্রবতী ও জ্যেষ্ঠাই কর্তৃত্ব করিতেন।

অর্থশাস্ত্র ও অন্যান্য প্রাচীনগ্রন্থ পাঠ করিলে যাহা বুঝা যায়, তাহাতে আমাদের বোধ হয় যে, যৌথপরিবারের সংখ্যা সমাজে বড় বেশী ছিল না। অবশ্য কৃষক, শিল্পী ও কারুকার্য্যজীবী প্রভৃতির কথা স্বতন্ত্র। ইহারা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পরস্পরের সাহায্যাপেক্ষী হইয়া বাস করিত; তজ্জন্য বোধ হয়, ইহাদের মধ্যে যৌথপরিবারের স্থায়িত্ব অধিক ছিল।

ভদ্রগৃহস্থের মধ্যে সাধারণতঃ পিতার মৃত্যুর পরই সম্পত্তি-বিভাগের ব্যবস্থা দেখা যায়। তবে ইহাতে যে যৌথপরিবার একেবারে ছিল না, তাহার প্রমাণ হয় না। বরং দেখা যায় যে,

ক্ষত্রিয়দিগের দুই তিন ভ্রাতা বা কয়েক ভ্রাতা ও অন্য ভ্রাতার পুত্রেরা একত্র-বাসও করিতেন। জাতকে দুই তিন ভ্রাতার একত্রাবস্থানের বহু উদাহরণ আছে। সংসারে পরিবারভুক্ত আত্মীয়-স্বজন ভিন্ন দাসদাসী, আশ্রিতবর্গ ও অন্য পরিজনেরও স্থান ছিল। যথাসময়ে উহাদের বিষয় বর্ণিত হইবে।

বিবাহ ও গার্হস্থ্য-জীবন

অর্থশাস্ত্রের বর্ণনায় বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ লোকে ষোড়শ বৎসরের পর শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া গো-দান-সংস্কারের পর বিবাহ করিত। বৌধায়ন-বশিষ্ঠাদি ধর্ম্মসূত্রে, এমন কি মনুসংহিতার মতে ব্রহ্মচর্য্যের কাল আরও অধিকদিনব্যাপী ছিল। বৌধায়ন ব্রাহ্মণের পক্ষে ৪৮ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্য স্থলে আবার ৩৭ বৎসর পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্যের কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনু বিবাহের বয়স সম্বন্ধে যে দুই তিনটি উদাহরণ উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যায় যে, তাঁহার মতে ৩০ বা ন্যূনকল্পে ২৫ বৎসর, পুরুষের পক্ষে বিবাহের প্রকৃষ্ট বয়স। বিবাহের উদাহরণ স্থলে মনু বলেন,—

বিবাহের বয়স

> ত্রিংশদ্বর্ষোহুদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
> ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥

আমাদের চক্ষে স্মৃতিকারের মতগুলি উচ্চ আদর্শানুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়। সমাজে ঐমত কার্য্য হইত বলিয়া বোধ হয় না। রামচন্দ্রের বিবাহ বোধ হয়, ষোড়শ বর্ষেই হইয়াছিল। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের বিবাহও ঐরূপ কম বয়সেই হইয়াছিল। ভগবান্ বুদ্ধও বিবাহ করিব কি, না করিব—এই চিন্তায় কালক্ষেপ করিয়া ২৩ বর্ষ বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন। সাধারণ গৃহস্থেরাও বিবাহ ঐরূপ অল্পবয়সে করিতেন বলিয়াই মনে হয়। কৌটিল্য এ সম্বন্ধে স্পষ্টই বলেন—"বৃত্তোপ-নয়নস্ত্রয়ীম্ আন্বীক্ষকীং চ শিষ্টেভ্যঃ, বার্ত্তামধ্যক্ষেভ্যঃ, দণ্ডনীতিং বক্তৃপ্রযোক্তৃভ্যঃ। ব্রহ্মচর্য্যং চাষোড়শাদ্বর্ষাৎ। অতো গোদানং দারকর্ম্ম চ।"—১০ পৃ°।

অর্থশাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ আছে। এই অষ্টপ্রকার বিবাহের উল্লেখ মন্বাদি স্মৃতি ও পরবর্ত্তী নিবন্ধমাত্রেই পাওয়া যায়। কৌটিল্য এই আট প্রকার বিবাহের প্রথম চারিটী অর্থাৎ ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব—এই চারিটীকে অন্য চারিপ্রকার বিবাহ হইতে বিভিন্ন করিয়াছেন। তিনি এই চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; এই চারিটী বিবাহই ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে সম্পাদিত হইত এবং ইহাতে বর-কন্যার পিতার কর্তৃত্ব থাকিত।

অপর চারিটী বিবাহ, অর্থাৎ গান্ধর্ব্ব, আসুর, রাক্ষস, ও পৈশাচ—এই কয়টীকে কৌটিল্য কোন নামে অভিহিত করেন নাই। আমরা ইহাদিগকে মানুষ বা লৌকিক বিবাহ বলিতে পারি। গান্ধর্ব্ব বিবাহ সাধারণতঃ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। বর ও কন্যার পরস্পরের ইচ্ছায় যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইত, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলিত। গান্ধর্ব্বের উদাহরণ প্রাচীন ইতিহাস-

পুরাণাদিতে অনেকই দেখা যায়। স্মৃতিকারদিগের মতে ইহা ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই বিশেষ আদৃত হইত। আসুর বিবাহে কন্যাপক্ষ বরের নিকট হইতে পণগ্রহণ করিতেন; রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহকে আমাদের হিসাবে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। বলপ্রয়োগে কন্যা হরণ করিয়া বিবাহ করাকে রাক্ষস বিবাহ বলিত। রাক্ষস বিবাহও ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে নিন্দিত ছিল না, পরন্তু উহার বিলক্ষণ সমাদর ছিল। মহাভারতে ঐরূপ বীর্য্যশুল্কা কন্যার বিবাহের ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। স্বয়ং কুরুপিতামহ ভীষ্ম বৈমাত্রেয় ভ্রাতার জন্য অম্বা, অম্বালিকা ও অম্বিকাকে হরণ করেন।

পৈশাচ বিবাহ আরও ঘৃণিত ছিল। সুপ্তা প্রমত্তা কন্যাকে বলপূর্ব্বক ভোগ করিলে, উভয়ের যে সংযোগ হইত, তাহাকেই পৈশাচ বিবাহ বলিত।

বর্ত্তমানে আমাদের ধারণায় শেষোক্ত বিবাহ কয়টীর কোনটীই বিবাহ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। আমাদের আদর্শ এতই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—প্রাচীন আদর্শ হইতে এ যুগের আদর্শ একেবারেই বিভিন্ন হইয়াছে। এক হিসাবে বলিতে গেলে প্রাচীন আদর্শ উদারও ছিল। এই উদারতার ফলেই স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধমাত্রেই বিবাহ বলিয়া গণিত হইত এবং সে কালের নীতিকারেরা বা ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা বলে বা ছলে উপভোগকারীকে উপভুক্তা রমণীকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেন। ফলে তাঁহাদের ধারণায় সমাজের অবশ্য মঙ্গলই হইত।

বর্ত্তমানে অবশ্য ব্রাহ্ম ও আসুর ভিন্ন অন্যপ্রকারের বিবাহ হিন্দুসমাজে চলিত নাই। ব্রাহ্ম-বিবাহ উচ্চবর্ণের হিন্দুমাত্রের মধ্যে প্রচলিত। তবে বর্ত্তমানে ব্রাহ্ম বিবাহেও একপ্রকার আসুরিকতা আসিয়াছে। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় কন্যাকর্ত্তার ইচ্ছামত আভরণাদি দান করিয়া কন্যাসম্প্রদান করা হয় না। এখন বরপক্ষ অযথা পণের দাবি করিয়া নিজেদের আসুরিকতার পরিচয় দেন; আর সেকালের আসুর-বিবাহ, অর্থাৎ কন্যার পিতাকে শুল্ক বা কন্যার মূল্যস্বরূপ অর্থ দিয়া কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ নিম্নশ্রেণীর অনেক হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত। প্রাচীন সমাজমাত্রেই এবং বর্ত্তমানের অনেক অসভ্য-সমাজে এইরূপ পণদ্বারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ প্রচলিত আছে। অনেক ইউরোপীয়ের মতে ইহা ইংরাজীতে Marriage by purchase বলিয়া অভিহিত। রাক্ষস-বিবাহ এখনও পৃথিবীর অনেক অসভ্য জাতির মধ্যে প্রচলিত আছে। ইহাকে Marriage by capture বলা হয়।

ধর্ম্ম্য বিবাহ ও লৌকিক বিবাহে পার্থক্যের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ ধর্ম্ম্য বিবাহ যাবজ্জীবন স্থায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত এবং উহাতে মোক্ষ বা বিচ্ছেদের—ইংরাজীতে যাহাকে আমরা Divorce বলি, তাহার ব্যবস্থা ছিল না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্।

দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্ম্য বিবাহের সন্তান-সন্ততির অর্থাৎ পুত্রের, তদভাবে কন্যার উত্তরাধিকার-সূত্রে সম্পত্তিহরণে প্রাশস্ত্য ছিল—(পুত্রবতঃ পুত্রাঃ দুহিতরো বা ধর্ম্মিষ্ঠেষু বিবাহেষু জাতাঃ) তদভাবেই কেবল অন্য বিবাহে উৎপন্ন সন্তানেরা দায়াদ হইতে পারিত।

লৌকিক বিবাহগুলি বর্ত্তমানের Contract marriage-এর মত ছিল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিদ্বেষী হইলে—বিবাহবন্ধনচ্ছেদে কৃতসংকল্প হইলে, বিবাহের মোক্ষ অর্থাৎ

Dissolution of marriage হইত। কেবল একপক্ষ মাত্র বিবাহবন্ধন-রক্ষণে যত্নবান্ থাকিলেও বিচ্ছেদ হইত না। কৌটিল্য বলেন,—অমোক্ষ্যা ভর্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা, ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা। পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ। কৌ°—১৫৫ পৃষ্ঠা।

শুধু বিবাহবন্ধনচ্ছেদ ভিন্ন এ বিবাহগুলিতে দম্পতীর পক্ষে কতকগুলি আরও নিয়ম ছিল। এই সকল বিবাহে স্বামিদত্ত শুল্ক বা স্ত্রীধন ভর্ত্তা নিজে বিপৎকালে ভোগ করিতে পারিতেন না। ভোগ বা ব্যয় করিলে গান্ধর্ব্ব ও আসুরস্থলে তাঁহাকে সুদেমূলে উহা প্রত্যর্পণ করিতে হইত। আবার রাক্ষস ও পৈশাচস্থলে ভর্ত্তার পক্ষে ঐরূপ শুল্কের ব্যয় করা চৌর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরুষের পক্ষে বহুবিবাহ আইন অনুসারে একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না। তবে ইচ্ছামত অনেকগুলি বিবাহের পক্ষে আইনে প্রতিরোধক বাধা অনেক ছিল। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে বা কেবল কন্যা উপর্য্যুপরি কন্যাজননী হইলেই আইনমতে পুরুষ পুনর্বিবাহের অধিকার লাভ করিতেন।

বহুবিবাহ

কৌটিল্য বলেন,—বর্ষাণ্যষ্টৌ অপ্রজায়মানাম্ অপুত্রাং বন্ধ্যাং চাকাঙ্ক্ষেত। দশ নিন্দুং দ্বাদশ কন্যা-প্রসবিনীম্। ততঃ পুত্রার্থী দ্বিতীয়াং বিন্দেত।— অর্থাৎ পত্নী বন্ধ্যা ও অপ্রজায়মানা হইলে স্বামী অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। বিবাহের পর কেবল একটী মাত্র সন্তান হইয়া উহা মরিয়া গেলে, স্বামীকে দশ বৎসর অপেক্ষা করিতে হইবে। আর উপর্য্যুপরি কেবল কন্যাসন্তানমাত্র হইলে স্বামী দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। অতঃপর পুত্রলাভার্থ দ্বিতীয়া পত্নী গ্রহণ করিবেন।

এইরূপ নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে ভর্ত্তা আইন অনুসারে ২৪ পণ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

কামার্থ বহুবিবাহস্থলে কেবল অর্থদণ্ড দিয়াই ভর্ত্তার নিষ্কৃতি ছিল না। তাঁহাকে পূর্ব্ব-বিবাহিতা পত্নীর সন্তোষার্থ আধিবেদনিক শুল্ক অর্থাৎ Compensation দিতে হইত।

ফলতঃ আমাদের মনে হয় যে, সাধারণ লোকের পক্ষে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও, অর্থদণ্ডের ভয়ে ও স্ত্রীর আধিবেদনিক শুল্কদানের ফলে দরিদ্র মধ্যবিত্ত লোক প্রায়শঃই বহুবিবাহে বিরত থাকিতেন। তবে ধনী লোকের, রাজা বা উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদিগের কথা স্বতন্ত্র ছিল। তাঁহাদের পক্ষে সামান্য অর্থদণ্ড বা আধিবেদনিক শুল্কদান কিছুই ছিল না। তাঁহারা ইচ্ছামত বহু-বিবাহ করিতেন। আর রাজাদিগের ত কথাই ছিল না। মৌর্য্য ও মৌর্য্যপূর্ব্ব-যুগের সকল রাজারই বোধ হয়, বহু স্ত্রী ছিল। বুদ্ধের সময় কোশলরাজ প্রসেনজিতের একাধিক স্ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বিবাহিতা পত্নী ভিন্ন মল্লিকা-নাম্নী এক ফুলওয়ালীকে বিবাহ করিয়া-ছিলেন। পরে আবার শাক্যবংশীয়া দাসীগর্ভজাতা বাসবক্ষত্রিয়াকে বিবাহ করেন। মগধরাজ বিম্বিসার অজাতশত্রু, মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি সকলেই বহুপত্নীক ছিলেন। অর্থ-শাস্ত্রের নিশান্তপ্রণিধি অধ্যায়ে দেখা যায় যে, প্রায় সকল রাজারই বহু পত্নী ও বহু উপপত্নী থাকিত। উহাদের চক্রান্তের ফলে রাজাকে প্রাণের জন্য সর্ব্বদাই সাবধানে থাকিতে হইত। এমন কি, প্রধানা পত্নী দেবীপদবাচ্যা মহারাণীকেও সম্রাট বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। রাজান্তঃপুর রক্ষিপুরুষ, ষণ্ড ও স্ত্রীজাতীয় রক্ষীদিগের দ্বারা সততই রক্ষিত হইত।

দাম্পত্য-জীবন

বিবাহের সময় স্বামী স্ত্রীকে যথাশক্তি অলঙ্কারাদি দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে স্ত্রীর বৃত্তি-স্বরূপ কিছু অর্থও দিতে হইত। অলঙ্কারের সম্বন্ধে কোন নিয়ম ছিল না। যাঁহার যেমন অবস্থা, তিনি স্ত্রীকে সেইরূপই দিতেন। বৃত্তির সম্বন্ধে নিয়ম ছিল,—উহা দুই সহস্র পণের কম হইত না। কৌটিল্য বলেন,—"আবধ্যানিয়মঃ। পরদ্বিসহস্রা স্থাপ্যা বৃত্তিঃ।" এই বৃত্তি ও লৌকিক বিবাহে কন্যা যে শুল্ক পাইতেন, তাহা স্ত্রীর নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত। স্বামী কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়া প্রবাসে গেলে বা কোন কারণে উপায়াক্ষম হইলে, এই স্ত্রীধনই স্ত্রীর জীবিকা-নির্ব্বাহের সহায়তা করিত। ইহাতে স্বামীর কোন প্রকার স্বত্ব বা অধিকার থাকিত না। দম্পতী ধর্ম্ম্য বিবাহে আবদ্ধ হইলে, অর্থাভাব-বশতঃ বা বিপৎকালে স্বামী এই স্ত্রীধন ব্যয় করিতে পারিতেন। কিন্তু লৌকিক বিবাহে এইরূপ স্ত্রীধন ব্যয় দোষের ছিল। স্বামীকে উহা সুদেমূলে প্রত্যর্পণ করিতে হইত। রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহস্থলে উহা স্তেয় বা চৌর্য্য বলিয়া গণ্য হইত। গান্ধর্ব্বাসুরোপভুক্তং সবৃদ্ধিক-মুভয়ং দাপ্যেত। রাক্ষসপৈশাচোপভুক্তং স্তেয়ং দদ্যাৎ।—১৫২ পৃষ্ঠা।

স্ত্রীধন

দ্বাদশ বৎসর বয়স হইলেই স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহারা অর্থাৎ স্বামিসহবাসের উপযুক্তা বলিয়া পরিগণিত হইতেন। এই দ্বাদশ বৎসরের পর তাঁহাকে স্বামীর ঘর করিতে হইত। এই দ্বাদশ বৎসরকে আমরা তৎকালের age of consent বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। ইহার পর স্ত্রী স্বামীর ঘর করিতে বা স্বামীর সেবা করিতে অস্বীকৃতা হইলে, তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিতা হইতেন। স্বামীরও ঐরূপ ষোড়শ বৎসরের পর স্ত্রীর প্রতিপালনাদি না করিলে তাঁহার অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

সংসার—স্ত্রীর স্বামিসেবা, খোর-পোষ বা ভরণ-পোষণে স্বামীর দায়িত্ব

স্বামীকে নিজের অবস্থানুযায়ী সাধ্যমত ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিতে হইত। কাল বা সময়ের হিসাব করিয়া তদুপযোগী অর্থ দিতে হইত (প্রবাসাদি গমনস্থলে) অথবা স্বামীর আয়ানুযায়ী মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (যথা পুরুষপরিবাপম্)। শুল্ক, স্ত্রীধন ও আধিবেদনিক ধনদানে অসমর্থ হইলেও ঐরূপ মাসহারার ব্যবস্থা করিতে হইত। (অ° শা°—১৫৪ পৃ°)

কিন্তু স্ত্রী যদি শ্বশুরকুলের অন্য কাহারও আশ্রয় অবলম্বন করিতেন বা বিবাদাদিবশতঃ স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ করিয়া ভিন্নভাবে বাস করিতেন (বিভক্তায়াং), তাহা হইলে তাঁহার স্বামীর উপর খোরাকীর কোন দাবী থাকিত না (শ্বশুরকুলপ্রবিষ্টায়াং বিভক্তায়াং বা নাভিযোজ্যঃ পতিঃ)।

স্ত্রীর উপর স্বামীর যথেষ্ট কর্তৃত্ব ছিল। স্ত্রী অবাধ্যা বা অবশতাপন্না হইলে বা স্বামীর আদেশ অবমাননা করিলে স্বামী তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, এমন কি কটু-সম্ভাষণাদি করিতে পারিতেন। উদাহরণস্বরূপ কৌটিল্য বলেন যে, স্বামী অপরাধিনী স্ত্রীকে—নগ্নে, বিনগ্নে, ন্যঙ্গে, অপিতৃকে, অমাতৃকে বলিয়া গালি দিতে পারিতেন, (নগ্নে বিনগ্নে ন্যঙ্গে অপিতৃকে অমাতৃকে ইত্যনির্দ্দেশেন বিনয়গ্রাহণম্)। তাহাতেও স্ত্রীর মতিগতির

স্বামীর শাসন ও কর্তৃত্ব

পারবশত না হইলে, স্বামী চড়চাপড় বা বেণুদল বা রজ্জুর দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করিতে পারিতেন। অকারণ প্রহার করিলে বা ঐরূপ শাসনের মাত্রা অধিক হইলে, স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত অত্যাচারের জন্য স্বামীকে বাক্‌পারুষ্য বা দণ্ডপারুষ্যের অর্দ্ধেক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত। (বেণুদলরজ্জু-হস্তানামন্যতমেন বা পৃষ্ঠে ত্রিরাঘাতঃ। তস্যাতিক্রমে বাগ্‌দণ্ডপারুষ্যদণ্ডাভ্যাম্ অর্দ্ধদণ্ডাঃ—১৫৫পৃ°। কতকগুলি অপরাধে স্ত্রীলোকের অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। শাস্ত্রে অর্থদণ্ডের নিয়মগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, দণ্ডিতা স্ত্রীকে নিজের স্ত্রীধন হইতেই উহা দিতে হইত।) নিম্নে উহার কতিপয় লিখিত হইল।

১। স্ত্রী স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও দর্পক্রীড়া (কামকলাব্যাপারঘটিত কোন প্রকার ক্রীড়া) করিলে বা মদ্যপান করিলে উহার তিন পণ অর্থদণ্ড দিতে হইত।

২। ঐরূপ দিনমানে স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কোন স্ত্রী-প্রেক্ষাবিহার-গমন করিলে অর্থাৎ স্ত্রীলোকনটীদিগের দ্বারা পরিচালিত কোন প্রকার থিয়েটারাদি দেখিতে গেলে, ছয় পণ দণ্ড হইত। রাত্রিতে বাটীর বাহির হইলে বা কোন উৎসবাদিতে গমন করিলে বা পুরুষপরিচালিত কোন থিয়েটারাদিতে যাইলে, যথাক্রমে ১২ পণ, ৬ পণ অর্থদণ্ড হইত। ঐরূপ অন্য কোন পুরুষের সহিত পত্র ব্যবহার করিলে, দ্রব্যাদি আদান প্রদান করিলে (প্রতিষিদ্ধপুরুষব্যবহারেষু) স্ত্রীলোক-দিগকে দণ্ডিত হইতে হইত। ব্যভিচারাদি স্থলে আরও অধিক কঠিন দণ্ড হইত, তাহা পরবর্তী অধ্যায়ে বলা হইবে।

বিবাহিতা স্ত্রীলোকের সাধারণতঃ বাটীর বাহিরে যাওয়া সমাজে নিন্দিত ছিল। এখনকার দিনের মত কঠিন অবরোধ না থাকিলেও, যেখানে সেখানে বেড়াইতে যাওয়া, নিজের বাটী ছাড়িয়া প্রতিবেশীর গৃহে গমন করা প্রভৃতি বিশেষ দোষের ছিল। অর্থশাস্ত্রের নিষ্পতন ও পথ্যানুসরণাধ্যায়ে এই সমস্ত অপরাধ ও উহার দণ্ডের কথা বিবৃত আছে।

উচ্চবংশীয়া স্ত্রীলোকেরা কোন কার্য্যে গ্রামান্তরগমনের সময় স্বামিসঙ্গে বা কোন জ্ঞাতি বা গ্রামিকের বা কোন বিশেষ পরিচিত লোককে সঙ্গে করিয়া যাইতেন, নচেৎ উহা নিন্দার কারণ হইত। আত্মীয়-স্বজন বা পিতৃকুলে বা জ্ঞাতিকুলে কোন বিপদ্ হইলে বা কাহারও মৃত্যু হইলে, কেহ কঠিন রোগে পড়িলে বা অন্য কোন বিশেষ কারণবশতঃ একাকী গমন করিলে, তাহা দোষের বলিয়া গণ্য হইত না। (প্রেতব্যাধিব্যসনগর্ভনিমিত্তমপ্রতিষিদ্ধমেব জ্ঞাতিকুলগমনম্)॥ —১৫৭ পৃ°)

স্বামীর প্রবাসগমন

স্বামী অল্প দিনের জন্য প্রবাস গমন করিলে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করিয়া যাইতেন। ফিরিতে বিলম্ব হইলে স্ত্রী এক বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে স্বামীর অপেক্ষা করিতেন। আর যদি ভরণপোষণের ব্যবস্থা থাকিত, তাহা হইলে দুই বৎসর পর্য্যন্ত পতিগৃহে থাকিয়া পতির অপেক্ষা করার নিয়ম ছিল। ইহার মধ্যেও যদি স্বামী না ফিরিয়া আসিতেন, তাহা হইলে জ্ঞাতিবর্গ প্রবাসীর পত্নীকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। এইরূপ চারি বা আট বৎসর অতীত হইলে, স্ত্রী যদি স্বামীর পুনরাগমনে সন্দিহান হইয়া পুরুষান্তর গ্রহণেচ্ছু

[illegible] করিয়া [illegible] পারিতেন।

এখানে স্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ কিছু বলা নাই। কাব্যনাটকাদিতে আমরা একবেণীধরা কেশসংস্কার ও অঙ্গরাগবর্জ্জিতা প্রোষিতভর্ত্তৃকার কথা পাই। তাহা সকলেই কাব্য-নাটকাদিপাঠকমাত্রেই বিদিত আছেন।

স্বামীর প্রবাসগমনের সময় নিজের বা পুত্র-কন্যার ভরণপোষণের জন্য স্ত্রী ঋণ-কর্জ্জ গ্রহণ করিয়া সংসার চালাইতে পারিতেন। এই ঋণ-পরিশোধের জন্য স্বামী দায়ী হইতেন। কৌটিল্য বলেন,—পতিস্ত গ্রাহ্যঃ—স্ত্রীকৃতম্ ঋণম্ অপ্রতিবিধায় প্রোষিতঃ ইতি সম্প্রতিপত্তাবুত্তমঃ। অসম্প্রতিপত্তৌ তু সাক্ষিণঃ প্রমাণম্।

দীর্ঘপ্রবাস—প্রব্রজ্যা

স্বামী ভরণপোষণের দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করিলেই রাজাদেশে দণ্ডিত হইতেন। এসম্বন্ধে অর্থশাস্ত্রের বিধিগুলি বড়ই সুন্দর। স্বামীর ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ স্ত্রীর প্রতি যে সকল কর্ত্তব্য ছিল, তাহা প্রতিপালনে বিমুখ হইলে সমাজের অমঙ্গলাশঙ্কায় রাজপুরুষেরা কঠোরশাসনে উঁহাকে উহা হইতে বিরত করিতেন। অর্থশাস্ত্রের যুগ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারেরই পরবর্ত্তী। ঐ যুগের লোকে পৃথিবীর ক্ষণিকত্বে ব্যথিত হইয়াও নশ্বর জীবনের দুঃখ ও পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতির জন্য দলে দলে সন্ন্যাসী হইত। স্বামী স্ত্রীকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইত, স্ত্রীও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘে প্রবেশ করিত। এই সকলের মধ্যে প্রকৃত মুমুক্ষুর সংখ্যা কমই ছিল। কতক লোক অন্যের আদর্শ অনুকরণ করিতে গিয়া গার্হস্থ্যধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিত। আবার এখনকার মত অনেক দুষ্ট প্রবঞ্চকও ধর্ম্মের ভাণ করিয়া বা সংসারের দায়িত্ব এড়াইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সঙ্ঘের কোন একটীতে যোগ দিত। এই সকলের ফলে সমাজে বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিত। অনেক ভদ্রঘরের স্ত্রী স্বামি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া শিশু-পুত্রাদির ভরণপোষণের জন্য বিপদে পড়িতেন; অনেকে আবার কুপথ-গামিনী হইতেন। এই সকল নিবারণের জন্য অর্থশাস্ত্রে অনেকগুলি বিধি দেখা যায়।

অর্থশাস্ত্রকার প্রব্রজ্যার কালনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন ও প্রব্রজ্যাগ্রহণের পূর্ব্বের যে সকল কর্ত্তব্য, তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে লুপ্তব্যবায়েরই প্রব্রজ্যা গ্রহণ কর্ত্তব্য, অন্যের নহে। তিনি বলেন,—লুপ্তব্যবায়ঃ প্রব্রজেৎ আপৃচ্ছ্য ধর্ম্মস্থান্। অন্যথা নিয়ম্যেত। শুধু তাহাই নহে। পুত্র কলত্রের ভরণপোষণ না করিয়া সংসারত্যাগ করিলে লোকে রাজাদেশে দণ্ডিত হইত। কৌটিল্য বলেন,—পুত্রদারমপ্রতিবিধায় প্রব্রজতঃ পূর্ব্বঃসাহসদণ্ডঃ। এ বিষয়ে রাজাদেশ বড়ই কঠিন ছিল। এরূপ কইবৈরাগী প্রব্রজিতকে মাবধাক ও অন্যান্য শান্তিরক্ষকেরা গ্রেপ্তার করিতেন ও উঁহাদের সংসারাদির ব্যবস্থা ও প্রব্রজ্যার কারণ অবগত হইয়া যথাযথ মত দিতেন। (১২৭ পৃ°—সদ্যোগৃহীতলিঙ্গিনং অলিঙ্গিনং বা প্রব্রজিতমলক্ষ্যব্যাধিতং অবিকারিণং গূঢ়াগার-স্বাধ্যায়সমশ্রাদ্ধিযোগং বিষহস্তং দীর্ঘপথিকং সমুজ্রং চোপগ্রাহয়েৎ।)

শুধু তাহাই নহে, রাজাজ্ঞায় অকারণ-প্রব্রজিতদিগের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত এবং বাণপ্রস্থ ভিন্ন অন্য প্রকারের প্রব্রজিতদিগকে সন্ন্যাসি স্থাপন করিতে বা গ্রাম-নগরে বাস করিতে

দেওয়া হইত না। স্ত্রীলোককে ধর্ম্মের নামে ফুসলাইয়া ভিক্ষুণী করিলে বা প্রব্রজ্যার পথে লইয়া আসিলে, পূর্ব্বসাহসদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল (স্ত্রিয়ং চ প্রব্রাজয়তঃ)—(বানপ্রস্থাদন্যঃ প্রব্রজিতভাবঃ সজাতাদন্যঃ সঙ্ঘঃ সামুত্থায়িকাদন্যঃ সময়ানুবন্ধো বা নাস্য জনপদমুপনিবেশেত। ন চ তত্রারাম-বিহারার্থাঃ শালাঃ স্যুঃ—৪৮ পৃ°)।

এই ত গেল স্বামী স্ত্রীর কথা। স্বামীর জীবনান্তে বা বানপ্রস্থাবলম্বনের পর পুত্রবতী বয়ঃস্থা স্ত্রী স্বামীর সংসারে থাকিয়া পুত্রাদি পালন করিতেন; নিজের স্ত্রীধন যাবজ্জীবন ভোগ করিতেন। পরে তাহা পুত্রাদি কাহারও হস্তগত হইত। বালবিধবারা প্রায়ই পুরুষান্তর গ্রহণ করিতেন। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে সে সব কথা বলা হইবে।

যে সকল পরিবারে বহুবিবাহের ফলে অনেক সপত্নীর একত্রাবস্থান হইত, সেখানে নানাকারণে কলহ হইত। স্বামী সাধারণতঃ জীবৎপুত্রাকেই বেশী আদর-যত্ন করিতেন। ধর্ম্ম্য বিবাহের পত্নীদের মান্যও অধিক ছিল। ধর্ম্মশাস্ত্রাদির মতে ধর্ম্মকার্য্যাদিতে সবর্ণা ধর্ম্ম্যবিবাহমতে পরিণীতা স্ত্রীই স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন।

অসবর্ণা স্ত্রী

অনেকে আবার অসবর্ণা স্ত্রী বিবাহ করিতেন। অসবর্ণবিবাহ তৎকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। অনুলোম অসবর্ণবিবাহ গর্হিত বা নিন্দিত ছিল না। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ আর্য্যেরা চিরকাল ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়াছেন। অর্থশাস্ত্রে অসবর্ণবিবাহের কতকগুলি নিয়ম দেখা যায়। পুরুষের অনন্তরা পত্নীর সন্তানেরা পিতার সবর্ণ বলিয়াই গণ্য হইতেন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান ও ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাগর্ভজাত সন্তান পিতার সামাজিক মর্য্যাদার অধিকারী হইতেন এবং সবর্ণ বলিয়াই পরিগণিত হইতেন। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরনন্তরাপুত্রাঃ সবর্ণাঃ।" একান্তরা পত্নীর গর্ভজাত সন্তানদের স্থান সমাজে কিছু হীন হইয়া পড়িয়াছিল। অসবর্ণা নিম্নজাতীয়া স্ত্রীর সংসারেও বোধ হয়, কিছু হীনতা ছিল।

স্বামি-স্ত্রী জীবদ্দশায় পুত্রকন্যাদিগের বিবাহ দিতেন। পিতা সংসারে থাকিতে থাকিতে যাহাদের বিবাহ না হইত, তাহাদের বিবাহের খরচ ও অবিবাহিতা কন্যাদের বিবাহের প্রাদানিক বা dower সম্পত্তি হইতে দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

অনেকে জীবদ্দশাতেই নিজ নিজ সম্পত্তি পুত্রদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া যাইতেন। এরূপ বিভাগ স্থলে পুত্রদের সমান ভাগই হইত (জীবদ্বিভাগে পিতা নৈকং বিশেষয়েৎ;—১৬১ পৃষ্ঠা)। পুত্রদিগের মধ্যে নাবালক কেহ থাকিলে বা কেহ প্রবাসী থাকিলে পিতা তাহার অংশ মাতুলবংশীয়দের হস্তে বা গ্রামবৃদ্ধদিগের হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেন। ইঁহারা ঐ পুত্র সাবালক হইলে, উহার অংশ বুঝাইয়া দিতেন।

ঔরসজাত পুত্র অভাবে অন্যের দ্বারা নিজ স্ত্রীতে অনেকে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপন্ন করাইতেন। অর্থশাস্ত্রের সময়েও বোধ হয়, ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের প্রথা সমাজে অপ্রচলিত ছিল না। এখনকার দিনে অবশ্য ক্ষেত্রজের নামে আপামর জনসাধারণ ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন। কিন্তু

সে যুগে উহা ঐরূপ কোন ঘৃণার চক্ষে দেখা হইত না। কৌটিল্য অপুত্রক রাজগণকে ঔরসাভাবে ক্ষেত্রজ সন্তান উৎপাদনের উপদেশ দিয়াছেন।—বৃদ্ধস্তু ব্যাধিতো বা রাজা মাতৃবন্ধুতুল্যগুণবৎ-সামন্তানামন্যতমেন ক্ষেত্রে বীজমুৎপাদয়েৎ। ন চৈকপুত্রমবিনীতং রাজ্যে স্থাপয়েৎ।—৩৫ পৃষ্ঠা।

অনেকে দুহিতৃ-গর্ভজাত-সন্তানকে পুত্রিকাপুত্ররূপে গ্রহণ করিতেন। আবার অনেকে পোষ্য-পুত্র বা দত্তক গ্রহণ করিতেন (তৎসধর্ম্মা মাতা-পিতৃভ্যাম্ অদ্ভির্দ্দত্তো দত্তঃ)। অনেকে এইরূপ দত্তকের অভাবে সবর্ণ ও সদ্বংশজাত পুত্র ক্রয় করিতেন। এইরূপ পুত্রকে ক্রীতপুত্র বলিত। পোষ্যপুত্রের ন্যায় অনেকে পরের—(মাতা-পিতৃহীন) পুত্রকে লালন পালন করিতেন—ইহাদিগকে কৃতকপুত্র বলিত। অনেকে আবার পরিচিত বা আত্মীয় লোকের ত্যক্ত পুত্রকে নিজের করিয়া লইতেন—ইহাদিগকে অপবিদ্ধ পুত্র বলিত। এ সকলের অভাবে কানীন (কন্যাগর্ভঃ কানীনঃ—পত্নীর অবিবাহিতাবস্থায় উৎপন্ন), সহোঢ় (বিবাহকালে পত্নীর গর্ভস্থ সন্তান) ও পৌনর্ভব সন্তানও লোকের গৃহে স্থান পাইত। এখন অবশ্য পালিত বা পোষ্যপুত্র ভিন্ন (স্থানবিশেষে কৃত্রিম পুত্রও প্রচলিত) আর অন্য কোন প্রকারের পুত্রের দায়াধিকার বা সমাজে স্থান নাই।

পিতার জীবদ্দশায় পুত্রদিগের সম্পত্তিতে কোন অধিকার থাকিত না (অনীশ্বরাঃ পিতৃমন্তঃ), এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পিতার জীবদ্দশায় পিতা পুত্রের শিক্ষা প্রভৃতির তত্ত্বাবধান করিতেন। পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার কর্ত্তব্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। কেন না, আমরা অর্থশাস্ত্রে দেখিতে পাই যে, পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগকালে অবিবাহিত পুত্রের নৈবেশনিক এবং কুমারী কন্যার প্রদানিক পাইবার ব্যবস্থা আছে।

পুত্রদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্রের সম্বন্ধে দুই একটী বিশেষ ব্যবস্থা দেখা যায়। কৌটিল্য বলেন,—

একস্ত্রীপুত্রাণাং জ্যেষ্ঠাংশঃ। ব্রাহ্মণানামজাঃ, ক্ষত্রিয়ানাম্ অশ্বাঃ। বৈশ্যানাং গাবঃ। শূদ্রাণামবয়ঃ।

কাণলিঙ্গাস্তেষাং মধ্যমাংশঃ। ভিন্নবর্ণাঃ কনিষ্ঠাংশঃ।

চতুষ্পদাভাবে রত্নবর্জ্জানাং দশানাং ভাগং দ্রব্যাণামেকং জ্যেষ্ঠো হরেৎ। প্রতিমুক্তস্বধা-পাশো হি ভবতি। ইত্যৌশনসো বিভাগঃ।—পৃ° ১৬২।

অর্থাৎ জ্যেষ্ঠের কিছু অতিরিক্ত অংশলাভের ব্যবস্থা ছিল। ব্রাহ্মণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার অজ সম্পত্তি লাভ করিতেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐরূপ সমস্ত অশ্বগুলি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য ছিল। ঐরূপ বৈশ্য ও শূদ্রদিগের মধ্যে ঐ ব্যবস্থা ছিল।

এগুলি ভিন্ন ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে জ্যেষ্ঠ পিতৃদ্রব্যাদির দশমাংশ পাইতেন। কৌটিল্য বলেন, ঐ অতিরিক্ত সম্পত্তির সাহায্যে তিনি পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিতেন। পরবর্ত্তী যুগেও এই উদ্ধার ব্যবহার ভূরি ভূরি উল্লেখ দেখা যায়। মনু বলেন,—"জ্যেষ্ঠস্য বিংশ উদ্ধারঃ সর্ব্বদ্রব্যাচ্চ যদ্বরং।" কেন জ্যেষ্ঠ এই অতিরিক্ত অংশ লাভ করিতেন, তাহার বিশেষ কোন কারণ আমরা দেখিতে পাই না। মনে হয় যে, পিতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যের ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকে, সেইগুলি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে অতিরিক্ত সম্পত্তি দেওয়া হইত। পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা

এই সকল কারণ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাঁহারা কেবল জ্যেষ্ঠের উৎকর্ষেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন,—জ্যেষ্ঠস্তু জাতমাত্রেণ পুত্রীভবতি মানবঃ—এইজন্যই জ্যেষ্ঠের প্রাধান্য। ঐরূপ অন্যের মতে—জ্যেষ্ঠপুত্রপ্রসূতস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্" ইত্যাদি।

জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্গুণ, অন্যায়বৃত্তি, মানুষহীন হইলে তাঁহার এই অংশের হ্রাস বা লোপেরও ব্যবস্থা দেখা যায়।

বহুবিবাহস্থলে অংশের তারতম্য দেখা যায়। কোন লোক ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণের কন্যা বিবাহ করিলে, উক্ত বিবাহজাত পুত্রগণের মধ্যে ভাগের তারতম্য হইত। ব্রাহ্মণীপুত্র ৪ ভাগ পাইলে ক্ষত্রিয়াপুত্র ৩ ভাগ পাইতেন, বৈশ্যাপুত্র ২ ভাগ ও শূদ্রাপুত্র ১ ভাগ মাত্র পাইতেন।

নারীজীবন

অতঃপর নারীজীবনের সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ কথা বলিব। অবশ্য দাম্পত্যজীবনে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ ও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রে উপরোক্তগুলি ভিন্ন আরও আমাদের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। এই অধ্যায়ে সেইগুলি বলা হইবে।

সমাজ চিরদিনই পরিবর্ত্তনশীল! যুগে যুগে দেশকালপাত্রভেদে উহার পরিবর্ত্তন হয়। উহা কিছুতেই একভাবে থাকিতে পারে না। কঠোর রক্ষণশীলতাও উহাকে একভাবে রাখিতে পারে না। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই নিয়ম। ভারতেও ঐরূপ ঘটিয়াছিল। ঘটনাস্রোতে প্রাচীন আদর্শ, প্রাচীন আচার—সবই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকের অবস্থাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

বৈদিক যুগে স্ত্রীলোকের সমাজে স্থান উচ্চই ছিল; স্বাধীনতা ছিল। শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। উৎকর্ষের অবকাশ ছিল। তখন স্ত্রীলোক পুরুষের ক্রীড়নক বা ভোগের সামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয় নাই বা তাহাদের সামাজিক অধিকার বিলুপ্ত হয় নাই। এ অবস্থায় স্ত্রীলোক সর্ব্ববিষয়েই সমাজের উৎকর্ষ-সাধনের অধিকারে অধিকারিণী ছিলেন। সংসারে কর্ত্তৃত্বের ভার ছিল তাঁহার হাতে। যজ্ঞাদি কর্ম্মে স্ত্রী স্বামীর সাহচর্য্য করিতেন। যজমানপত্নী ভিন্ন যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হইত না। স্ত্রীলোকের বৈদিক সংস্কার ও শিক্ষারও অধিকার ছিল।[১] সমাজে ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রীলোকের অভাব ছিল না। আজিও ঋগ্বেদের মধ্যে ঘোষা, সূর্য্যা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি মন্ত্রদ্রষ্ট্রীদিগের দ্বারা প্রকাশিত বহু সূক্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং ঐগুলির অংশবিশেষ আজিও বিবাহাদি প্রধান সংস্কারের সময় সাদরে উচ্চারিত হইতেছে।

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগেও ঐ ভাব চলিয়াছিল। অবশ্য এ যুগ হইতেই সমাজে বহুবিবাহ, সপত্নীদ্বেষ প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের রাষ্ট্রীয় অধিকার ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছিল। স্ত্রীলোকের অবস্থা কিছু হীনও হইয়াছিল, কিন্তু একেবারে অবনত হয় নাই। তখনও দেশে গার্গী, মৈত্রেয়ীর অভাব হয় নাই। বাল্য বিবাহের একেবারে প্রচলন হয় নাই। স্ত্রীলোক জ্ঞান-

১। যম ও হারীত পুরাকল্পে কুমারীদিগের উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও অগ্নি সংস্কারের উল্লেখ করিয়াছেন।

চর্চ্চায় বঞ্চিত হয় নাই এবং তখনও দেশে নিরিন্দ্রিয়া হ্যমন্ত্রাশ্চ "স্ত্রিয়োঽনৃতং—" (মনু, ৯।১৮।) এই কদর্য্য আদর্শের প্রভাব বদ্ধমূল হয় নাই।

বৌদ্ধধর্ম্মের যুগেও এই ভাব চলিতে লাগিল। দেশে ধর্ম্মের আন্দোলন চলিতে লাগিল। সকলেই সংসারের দুঃখবাদে পীড়িত হইল। জগৎ দুঃখের স্থানমাত্র; জীবন ক্ষণিক—সুখদুঃখ-জ্ঞান মোহমাত্র—নির্ব্বাণ বা মুক্তিই মানবের প্রধান উদ্দেশ্য—এই ভাব সকলেরই মনে বদ্ধমূল হইল। ব্রাহ্মণেতর পরিব্রাজকগণ জনসাধারণ সকলকেই (mass) এই মহামন্ত্র শিখাইলেন। এই মন্ত্রের শক্তিতে সকলেই জগৎকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল; সংসারের কর্ত্তব্য ভুলিয়া গেল। অনেকেই গৃহ ছাড়িল। নির্ব্বাণের উদ্দেশ্যে কেহ বনে, কেহ প্রান্তরে, কেহ বা সঙ্ঘে যোগদান করিল।

আন্দোলনে পড়িয়া স্ত্রীলোকেও আত্মহারা হইল। স্বাধীনতার যুগে তাহারাও পুরুষের ন্যায় নির্ব্বাণের পথে – প্রব্রজ্যার দিকে ধাবিত হইল। কতিপয় শিষ্যের, বিশেষতঃ আনন্দের অনুরোধে ভগবান্ বুদ্ধ স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারে অনুমতি দিলেন। মাতা গোতমীর নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ও প্রিয়-শিষ্য আনন্দের অনুরোধে প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি ভিক্ষুণীদিগের সঙ্ঘ গঠনের অধিকার দিলেন। ইহার বিষময় পরিণাম তাঁহার দূরদৃষ্টির অগোচর ছিল না। দলে দলে স্ত্রীলোক ভিক্ষুণীব্রত লইয়া সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে লাগিল। কি কুমারী, কি সধবা, কি বিধবা, কি সতী, কি কুলটা—সকলেই স্থান পাইল। থেরীগাথায় মুক্তা, সীহা, সুজাতা, গুপ্তা, অনুপমা, রোহিণী, সুমেধা প্রভৃতি কুলটার নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক রমণী যৌবনে কুলটাবৃত্তি করিয়া পরে পবিত্র ভিক্ষুণীজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে অর্দ্ধকাশী, অভয়মাতা, বিমলা ও অম্বপালীর নাম উল্লেখযোগ্য।

স্ত্রীলোকের সঙ্ঘাধিকারের ফল বিষময় হইল। ইঁহাদিগের মধ্যে সংসারতাপিত মুমুক্ষুর একেবারে যে অভাব ছিল, তাহা নহে। তবে অনেক স্ত্রীপুরুষই আন্দোলন বা হুজুগে পড়িয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। এইরূপ কষ্টবৈরাগ্যে যাঁহারা সাময়িক বিতৃষ্ণার প্রভাবে সংসার ত্যাগ করিতেন, কালে আবার প্রলোভনে তাঁহারা ভোগসুখাদির দিকে আকৃষ্ট হইতেন, ফলে ব্যভিচারও ঘটিত। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। চুল্লবগ্গের দশম অধ্যায়ে (৯—২৭) এইরূপ কতকগুলি ভিক্ষুণীর কলঙ্কের কথাও বিবৃত আছে।

সঙ্ঘের মধ্যেই যে নৈতিক অবনতি ঘটিল, তাহা নহে। সংসারের দুঃখবাদপ্রচারে ও অবাধভাবে সঙ্ঘে যোগ দেওয়াতে এক উপায়ে আবার সমাজে কর্ত্তব্যহীনতা ও ব্যভিচার আসিয়া পড়িল। অনেক পুরুষ নির্ব্বাণলাভের মোহে পড়িয়া যুবতী স্ত্রী, পুত্রকন্যা রাখিয়া সংসার ত্যাগ করিতেন। তাঁহাদের স্ত্রী ও পুত্রাদির ভরণপোষণ করার কথা মনে ভাবিতেন না। সম্বলহীন হইয়া ইহাদিগকে অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত এবং ইহার ফলে অনেকেই কুপথে ধাবিত হইত।

এই সকল কারণে সমাজে অনেক দুর্নীতি আসিয়া পড়িয়াছিল। থেরীগাথায় লিখিত ভিক্ষুণীদিগের আত্মজীবনী পাঠ করিলে আমরা এগুলির প্রভাব বুঝিতে পারি। এগুলির অনেক স্থলেই স্ত্রীলোকের সংসারে অনাসক্তি, বিবাহে বিতৃষ্ণা ও গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে বিদ্বেষ দেখা যায়।

বৌদ্ধ সাহিত্যে থেরীগাথায় কুমারী থেরীদিগের বিবরণ হইতেও ক্ষেমা, কাশীসুন্দরী ও প্রভবার বৃত্তান্ত হইতে কুমারীদিগের বিবাহে বিতৃষ্ণা প্রতীয়মান হয়। অনেক থেরীর কাহিনীতেই স্ত্রী-জীবনের ক্লেশ, অত্যাচার, সন্তানজননে দুঃখাদির কথা উল্লেখ আছে। কৃশা গোতমীর ন্যায় অনেকেই নারীজীবনের ক্লেশ ভাবিয়া সংসার ছাড়িতেন। থেরীগাথা গ্রন্থ প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্যতম মূল্যবান্ গ্রন্থ। উহা প্রাচীন বৌদ্ধ থেরীদিগের দ্বারা রচিত। বর্ত্তমান গ্রন্থ সম্রাট্ অশোকের সমসাময়িক বা কিছু পূর্ব্বতম।

এই থেরীগাথা গ্রন্থে বহু ভিক্ষুণীর আত্মজীবনী আছে। সেগুলি এমনভাবে লিখিত যে, উহা হইতে তাঁহাদের মনের ভাবের অকপট বর্ণনা আমরা পাইতে পারি। এই সকল কারণেই উহা ভারতীয় সামাজিক ইতিহাস আলোচনায় আমাদের বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে।

ধর্ম্মসূত্রের বিবাহবিধি

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, থেরীগাথা-পাঠে আমরা নিম্নলিখিত কয়টি জিনিস জানিতে পারি,—

১। স্ত্রীলোকের বিবাহে বিতৃষ্ণা ও সংসারে অনাসক্তি।

২। স্ত্রীপুরুষের সঙ্ঘে অবাধপ্রবেশের ফলে সামাজিক ব্যভিচার।

প্রথমটির উদাহরণস্বরূপ বহু কুমারী থেরীর কথা বলিয়াছি। কাশীসুন্দরী, ক্ষেমা ও প্রভবার বৃত্তান্তে বিবাহের আপত্তির বিষয় দেখান হইয়াছে, থেরীর কথাও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। তাঁহারা সকলেই বিবাহ করিয়া পাছে সংসারে লিপ্ত হইতে হয়, এই আশঙ্কায় কুমারী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশ করেন। দ্বিতীয়তঃ সামাজিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তস্বরূপ ঋষিদাসী নাম্নী থেরীর আত্মজীবনী উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। পিতা তাঁহার তিন তিন বার বিবাহ দিয়াছিলেন। তিন বারই যথাশক্তি স্বামিসেবা সত্ত্বেও তিনি পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হন। দুইটি পতি সংসার ছাড়িয়া সঙ্ঘে যোগ দেন এবং মনের ধিকারে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

ব্যভিচারের আর একটী জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত উপ্পলবন্নানাম্নী থেরীর আত্মজীবনী হইতে পাওয়া যায়। যৌবনে বিবাহের অব্যবহিত পরেই একটী মাত্র কন্যা সন্তান জন্মিবার পরে স্বামী তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করেন; তিনি কন্যাটী লইয়া গৃহে থাকেন। কন্যাটীও বয়ঃস্থা হইয়া কিশোরী অবস্থায় সঙ্ঘে প্রবেশার্থ গৃহত্যাগ করে। কিছুদিন পরে, সংযম-সাধ মিটিলে, নিজ জন্মদাতা পিতাকে পতিত্বে বরণ করিয়া, উভয়ে পিতা ও কন্যা স্বামি স্ত্রী-রূপে গৃহে ফিরিয়া আসেন। তখন নিজ পতিকে কন্যার স্বামী হইতে দেখিয়া উপ্পলবন্না সংসারের প্রতি ঘৃণায় ও মনের ক্ষোভে সংসার ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করেন।

স্ত্রীলোকের প্রব্রজ্যায় বাধা

উভো মাতা চ ধীতা চ ময়ং আসুং সপত্তিয়ো।

তস্সা মে অহু সম্বেগো অব্ভুতো লোমহংসনো॥—থেরীগাথা।১১।৬৪॥

এইরূপ ব্যভিচার যে কত ঘটিয়াছিল, তাহা বলা যায় না। বোধ হয়, এই সকল ব্যভিচারের ফলেই সমাজে কঠোর নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং ফলে কন্যার অল্পবয়সে বিবাহ দিবার প্রথা

প্রচলিত হয় এবং পিতার ও কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত হয়। ধর্ম্ম-সূত্র-গুলিতেই এইগুলির প্রথম প্রভাব দেখা যায়।

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকার বলেন,—

পিতুঃ প্রমাদাত্তু যদীহ কন্যা
বয়ঃপ্রমাণং সমতীত্য দীয়তে।
সা হন্তি দাতারমুদীক্ষমাণা
কালাতিরিক্তা গুরুদক্ষিণেব ॥
প্রযচ্ছেন্নগ্নিকাং কন্যাং ঋতুকালভয়াৎ পিতা।
ঋতুমত্যাং হি তিষ্ঠন্ত্যাং দোষঃ পিতরমৃচ্ছতি ॥
যাবন্তঃ কন্যামৃতবঃ স্পৃশন্তি
তুল্যৈঃ সকামামভিযাচ্যমানাং।
ভ্রূণানি তাবন্তি হতানি তাভ্যাং
মাতাপিতৃভ্যাম্ ইতি ধর্ম্মবাদঃ ॥

এই শ্লোকগুলিতেই সামাজিক মনোভাব কতকটা পরিস্ফুট হইতেছে। তবে তখনও ঘোর কঠোরতা সমাজে প্রবেশ করে নাই—তখনও অষ্টবর্ষবয়স্কা গৌরী-দানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় নাই; বিবাহবিষয়ে কন্যা তখনও ক্রীড়নক হয় নাই। তখনও সমাজ কন্যার সুখকে উপেক্ষা করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতে শিখে নাই।

অর্থশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের স্থান ও অধিকার

ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা সকলেই অষ্ট প্রকার বিবাহ উল্লেখ করিয়াছেন এবং ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য—এই চারিটীকে আদরের চক্ষে দেখিয়াছেন; পৈশাচ, আসুর, রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব,—এই কয়টীকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। তথাপি গান্ধর্ব্ব বিবাহ ধর্ম্মসূত্রকারদিগের চক্ষে বিশেষ অনাদরের ছিল না। কন্যা নিজের মনের মত বর বাছিয়া বিবাহ করিবে, উহাতে তখনও তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি দাঁড়ায় নাই।

বৌধায়ন স্পষ্টই বলেন,—গান্ধর্ব্বমপ্যেকে প্রশংসন্তি সর্ব্বেষাং স্নেহানুগতত্বাৎ। ১।১১।২০ তাঁহার বিবেচনায় পরস্পরের স্নেহসম্বন্ধের নিবন্ধ থাকায় (তত্র স্নেহো মনশ্চক্ষুষো নিবদ্ধঃ) গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রশংসার্হ। টীকাকার আপস্তম্ববচন উদ্ধার করিয়া তাঁহারও এ বিষয়ে সহানুভূতি দেখাইতেছেন। যথা,—

"যস্যাং মনশ্চক্ষুষোর্নিবন্ধস্তস্যামৃদ্ধিঃ নেতরৎ আদ্রিয়েত।"

বশিষ্ঠ ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও মত এইরূপ; তিনি বলেন,—

কুমার্য্যৃতুমতী ত্রীণি বর্ষাণি উপাসীত।
ত্রিভ্যো বর্ষেভ্যঃ পতিং বিন্দেত্তুল্যম্ ॥

অর্থশাস্ত্রে কন্যার বিবাহের বয়স সম্বন্ধে বিশেষ কোন কথা নাই। তবে "দ্বাদশবর্ষা স্ত্রী প্রাপ্ত-

ব্যবহার্য্যা ভবতি"।—এই বাক্য হইতে বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ দ্বাদশ বৎসরের সময়েই কন্যাসম্প্রদান ব্যবস্থা ছিল। এই বয়সের মধ্যে বিবাহ না দিলে, পিতার দণ্ডাদির ব্যবস্থা ছিল না। তবে ঋতুমতী হইলে পর কন্যা স্ব-ইচ্ছায় কাহাকেও বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলে, ঐ ব্যক্তি কন্যাদূষণের অপরাধে অপরাধী হইতেন না।

কৌটিল্য বলেন,—

সপ্তার্ত্তবপ্রজাতাং পরাণাম্ ঊর্দ্ধম্ অলভমানাং প্রকৃত্য প্রাকামী স্যাৎ। ন চ পিতুরপহীনং দদ্যাৎ। ঋতুপ্রতিরোধিভিঃ স্বাম্যাদপক্রামতি।

ত্রিবর্ষপ্রজাতার্ত্তবায়াস্তুল্যো গন্তমদোষঃ। ততঃ পরমতুল্যোঽপ্যনলঙ্কৃতায়াঃ। ২৩১ পৃ°।

ইহা হইতেই তাৎকালিক সমাজবিধি বোধগম্য হয়। পরবর্ত্তী যুগের মনুও বিবাহের বয়সের দৃষ্টান্তস্বরূপ ত্রিশ বৎসরের পুরুষের সহিত দ্বাদশবর্ষা স্ত্রীর বিবাহের ব্যবস্থা দিয়াছেন। ("ত্রিংশ-দ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীম্")। পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা কন্যার বিবাহের বয়স আরও কমাইয়া অষ্টমবর্ষ কালকে মুখ্যকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

কন্যার অল্প বয়সে বিবাহের ব্যবস্থা একদিনে প্রণীত বা উহা সমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই।

বিবাহের পর দাম্পত্যজীবনের অনেক কথাই পূর্ব্বে বলিয়াছি। স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্ত্তৃত্ব বহু প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তবে উহাতে বুঝা যায় যে, মৌর্য্য ও তৎপূর্ব্ব যুগে স্ত্রী একেবারে স্বামীর দাসীরূপে পরিণত হন নাই। তাঁহার স্ত্রীধন তাঁহার নিজের সম্পত্তিই ছিল। তাহাতে স্বামীর হস্তক্ষেপ করিবার (অবশ্য সাংসারিক বিপদ্ বা অভাব ব্যতীত) কোন অধিকারই ছিল না। অর্থশাস্ত্রের যুগের বিধিগুলি দেখিলে বোধ হয় যে, স্বামীর কর্ত্তৃত্ব অন্যান্য বিষয়ে ক্রমে দৃঢ় হইতেছিল। অপরাধে স্বামী কায়িক দণ্ড প্রয়োগ করিতে পারিতেন। তবে অতিরিক্ত প্রয়োগে দণ্ডার্হ হইতেন। স্বামী ইচ্ছামত পুনরায় বিবাহ করিতে পারিতেন না। তাঁহাকে কারণ দর্শাইতে হইত এবং স্ত্রীর অনুমতি গ্রহণ করিতে ও উহাঁকে অর্থ দিয়া তুষ্ট করিতে হইত।

স্বামী ও স্ত্রীর দাম্পত্যজীবন কলহের বা কষ্টের কারণ হইলে উহারও প্রতিকারের ব্যবস্থা ছিল। অর্থশাস্ত্রে বিবাহবিচ্ছেদের ব্যবস্থা (separation বা divorce) দেখা যায়। অর্থশাস্ত্রকারের মতে চারিটী ধর্ম্ম্য বিবাহের (অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য) বন্ধনমোক্ষের ব্যবস্থা ছিল না। (অমোক্ষো ধর্ম্মবিবাহানাম্)। অন্য বিবাহস্থলে যেগুলি প্রধানতঃ বৈশ্য ক্ষত্রিয়াদির মধ্যে প্রচলিত ছিল, সেগুলিতে উভয়ে উভয়ের বিদ্বেষী হইলে বিবাহ-বন্ধন বিচ্ছিন্ন হইত—অমোক্ষ্যা ভর্ত্তুরকামস্য দ্বিষতী ভার্য্যা—ভার্য্যায়াশ্চ ভর্ত্তা, পরস্পরং দ্বেষান্মোক্ষঃ।

এইরূপ মোক্ষের স্থলে যদি স্বামিপক্ষ উদ্যোগী হইয়া বিচ্ছেদের চেষ্টা করিতেন, তিনি গৃহীত-শুল্ক প্রত্যাখ্যান করিতেন। স্ত্রী মোক্ষের প্রার্থী হইলে শুল্ক ফিরিয়া পাইতেন না।

"পুরুষবিপ্রকারাদ্বা স্ত্রী চেৎ মোক্ষমিচ্ছেৎ নাস্যৈ যথাগৃহীতং দদ্যাৎ।"—কৌ° ১৫৫ পৃ°।

থেরীগাথায় ঈষীদাসীর জীবনীতেও স্বামীর প্রব্রজ্যাগ্রহণের জন্য উহাঁর দুইবার বিবাহের কথা

পাওয়া যায়। পুনর্ব্বিবাহিতার শুল্কসম্বন্ধীয় ব্যবস্থারও কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত ইতিহাসে আর অধিক দৃষ্টান্ত পাওয়া দুষ্কর।

পরবর্ত্তী যুগের ধর্ম্মশাস্ত্রে স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের কথার উল্লেখ আছে। তবে বিবাহবিচ্ছেদাদির কথা নাই। মনুস্মৃতিতে বা বশিষ্ঠ স্মৃতিতে বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহের কথা আছে। যথা,—

বশিষ্ঠ বলেন,—

পাণিগ্রাহে মৃতে বালা কেবলং মন্ত্রসংস্কৃতা।
সা চেদক্ষতযোনিঃ স্যাৎ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥ ১৭। ৭৪।

মনুও ঐরূপ বালবিধবার পুনঃসংস্কারের কথা বলিয়াছেন; পরাশরাদি অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরও ঐরূপ মত,—

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে॥

এইরূপ পুনঃসংস্কারের নিষেধবিধি কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। তবে পরবর্ত্তী যুগের পুরাণাদির মধ্যে নিষেধবিধি পাওয়া যায়। সমাজেও উক্ত মত গৃহীত হয়। বর্ত্তমানে সামাজিক আচার স্ত্রীলোকের পুনর্ব্বিবাহের বিরোধী। স্ত্রীলোকের পুনর্বিবাহাদির ফলে সমাজে ব্যভিচারাদি ঘটিবার ভয়েই সমাজে ঐরূপ মত একরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত রাজবিধিতেও উহার কোন পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে নাই।[১]

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

———·০·———

১। স্ত্রীলোককে প্রব্রজ্যায় লইয়া ও স্ত্রীর ভরণপোষণের অপ্রতিবিধান না করিয়া সংসার ত্যাগ—এই উভয়ের সম্বন্ধে রাজকীয় নিষেধের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

বাঙ্গলা ভাষায় কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের ক্রিয়া*

[১] বাঙ্গলা ভাষায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্য্যভাষায় খুব সম্ভব কর্ম্ম- ও ভাব-বাচ্যের অস্তিত্ব ছিল না। হিন্দু-ইরানীয় যুগে, অর্থাৎ বৈদিক যুগের পূর্ব্ব অবস্থায়, ক্রিয়ার আত্মনেপদ-রূপ হইতে কর্ম্ম-বাচ্যের উৎপত্তি হয়। এই কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট রূপ বৈদিকে (বর্ত্তমানকালে) লট্, লোট্, লঙ্, লিঙ্, ও লেট্-এ, ও সংস্কৃতে কেবলমাত্র 'লট্'-এ, এবং 'লুঙ্' প্রথম পুরুষ এক বচনে ও '-মান'-প্রত্যয়-সিদ্ধ অসমাপিকা নাম-ক্রিয়ায় মিলে। বৈদিকে ও সংস্কৃতে অন্য সমস্ত তিঙন্ত-রূপে আত্মনে-পদ-দ্বারাই কর্ম্ম-বাচ্যের কাজ চলিত। কর্ম্ম-বাচ্যের বিশেষ চিহ্ন হইতেছে '-য-' প্রত্যয়। এই '-য-' প্রত্যয় উদাত্ত উচ্চারিত হইত; ধাতুতে এই প্রত্যয় জুড়িয়া, তৎপরে ইহাতে পুরুষ- ও বচন দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত করা হইত। যেমন—

√ 'কৃ' পরস্মৈপদী লট্—'করোতি, করোষি, করোমি'।

আত্মনেপদী—'কুরুতে, কুরুষে, কুর্বে'।

কর্ম্ম-বাচ্য লট্—'ক্রিয়তে, ক্রিয়সে, ক্রিয়ে'।
কর্ম্ম-বাচ্য লুঙ্ প্রথম পুরুষ এক-বচনে—'অকারি'।
নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া (কৃদন্ত)—'ক্রিয়মাণ'।

[এতদ্ভিন্ন বৈদিক রূপ—লেট্—'ক্রিয়ৈ' (উত্তম পুরুষ), 'ক্রিয়াতে, ক্রিয়াতৈ' (প্রথম পুরুষ)।
লিঙ্—'ক্রিয়েয়, ক্রিয়েথ, ক্রিয়েতাম্'।
লঙ্—'অক্রিয়ে' ইত্যাদি।
লোট্—'ক্রিয়স্ব' ইত্যাদি।]

§ ২। ভারতে আর্য্যভাষার ইতিহাসের প্রথম যুগে, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃত যুগে, উপর্য্যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যীয় প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া-পদের ব্যবহার সাধারণ ছিল। দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ প্রাকৃত-যুগে, লুঙের লোপ-সাধন হয়; লট্-এর প্রয়োগ অব্যাহত থাকে, এবং কর্ম্ম-বাচ্যে লট্, ও বিশেষণ-ক্রিয়া, এই দুই প্রকারের ক্রিয়া-পদে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য নিজ স্থান অটুট রাখিতে সক্ষম হয়। প্রাকৃত-যুগে আত্মনেপদী রূপের (তিঙ্-এর) লোপ ঘটে। সংস্কৃতের 'ক্রিয়তে' পদ, প্রাকৃতে 'করিয়তি, করীয়তি করিয়্যতি; করিয়দি, করীয়দি, করিজ্জদি; করীঅই, করিঅই, করিজ্জই'—এই প্রকার রূপ ধারণ করে; এই রূপগুলির মধ্যে '-তি'-প্রত্যয়ান্ত রূপগুলি প্রাচীন প্রাকৃতের (অশোক অনুশাসনের ও পালির যুগের প্রাকৃতের), '-দি-' ও '-ই-' প্রত্যয়ান্ত পদগুলি মধ্য ও অন্ত্য যুগের প্রাকৃতের (সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃতের, ও অপভ্রংশের)। সংস্কৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের বিশিষ্ট প্রত্যয় '-য-', প্রাকৃতে '-ইঅ-' বা '-ঈঅ-' অথবা '-ইজ্জ-' রূপ প্রাপ্ত হয়, দেখা যাইতেছে। তদ্ভিন্ন, সংস্কৃতে যেখানে '-য-' পূর্ব্ব-গামী ব্যঞ্জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া যায়, প্রাকৃতে সেখানে সংস্কৃতের বিকৃত রূপই

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্দ্দশ (নৈহাটী) অধিবেশনে পঠিত।

দৃষ্ট হয় ; যেমন 'দৃশ্-য-তে, দৃশ্যতে' = প্রাকৃতে 'দিশ্শতি, দিস্সতি ; দিশ্শদি, দিস্সদি ; দিস্সই, দিশ্শই'। সংস্কৃতের অনুসরণে, প্রাকৃতে আবার অকর্ম্মক-ধাতুতে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রসার ঘটে ; যেমন 'ভবীঅতি, হুবীঅদি' = '*ভব্যতে', সংস্কৃত 'ভূয়তে'।

§ ৩। ভারতে আর্য্যভাষায় প্রগতির তৃতীয় স্তর হইতেছে হিন্দী আওধী বাঙ্গলা মারহাট্টী সিন্ধী রাজস্থানী পাঞ্জাবী প্রভৃতি আধুনিক ভাষাগুলি। এই-সকল আধুনিক ভাষাতে কর্ম্ম বাচ্য কি উপায়ে দ্যোতিত হইয়া থাকে ? এ ক্ষেত্রে দুই প্রকার পদ্ধতির প্রয়োগ পাওয়া যায়।

এক প্রকার পদ্ধতি হইতেছে বাক্য-বিন্যাসাত্মক ; ইহাতে অন্য কোনও ধাতুর সাহায্য লইয়া, বাক্যটীকে ফেনাইয়া, কর্ম্ম-বাচ্যের দ্যোতনা হয় ; যেমন, সংস্কৃতের প্রত্যয়-সিদ্ধ এক-পদাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যীয় রূপ 'ক্রিয়তে'-র স্থলে, বাঙ্গলার বা হিন্দীর বহু-পদ-সিদ্ধ বাক্য-বিন্যাস-ময় কর্ম্ম-বাচ্যীয় বাক্য, 'ইহা করা যায়, ইহা করা হয়', বা 'যহ্ কিয়া জায়্, যহ কিয়া জাতা হৈ'। এই বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে (§ ১৮ দ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পদ্ধতি হইতেছে আর্য্যভাষার প্রাচীন পদ্ধতি—প্রাকৃতের মধ্য দিয়া বৈদিক বা সংস্কৃতের যুগের কথিত ভাষা হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে লব্ধ, প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ্ধতি। প্রাকৃতের '-ইঅ-, -ঈঅ-' বা '-ইজ্জ-, -ঈজ-', আধুনিক যুগের আর্য্যভাষা-গুলিতে আসিয়াছিল, কিন্তু সকল আর্য্যভাষায় ইহা রক্ষিত হইতে পারে নাই। বাক্য-বিন্যাসাত্মক পদ্ধতির উদ্ভব হওয়ায়, কতকগুলি আর্য্যভাষায় ইহাদের প্রয়োগ দ্রুত সংকুচিত হইয়া পড়ে।

ভৌগোলিক সংস্থান হিসাবে আধুনিক আর্য্যভাষাগুলিকে পাঁচটী ভাগে ফেলা যাইতে পারে ; পশ্চিমা ভাষা—পূর্ব্বী- ও পশ্চিমা-পাঞ্জাবী, সিন্ধী, রাজস্থানী-গুজরাটী ; দখিনা—মারহাট্টী ; মধ্য-দেশীয়—পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দী, উর্দূ বা হিন্দুস্থানী ; ব্রজভাখা, প্রভৃতি) ; পূর্ব্বী—পূর্ব্বী-হিন্দী (আওধী, বাঘেলী, ছত্রিশ-গড়ী), তথা ভোজপুরিয়া, মৈথিলী, মগহী, ও বাঙ্গলা-আসামী এবং উড়িয়া ; এবং উত্তরিয়া বা পাহাড়ী ভাষা—পাঞ্জাবের পাহাড়ী অঞ্চলের ভাষা-সমূহ, কুমায়ুনী ও গাড়োয়ালী (গঢ়বালী), এবং নেপালী বা খস্কুরা। এই-সকল আধুনিক আর্য্যভাষার মধ্যে, পশ্চিমা ও উত্তরিয়া ভাষাগুলিতে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য এখনও পুরা জোরে বর্ত্তমান ; কিন্তু মধ্য-দেশীয়, পূর্ব্বী, ও দখিনা ভাষাগুলিতে, হয় ইহার একেবারে লোপ ঘটিয়াছে, নয় ইহা লোপোন্মুখ হইয়া, অপ্রচলিত ও সাধারণো অজ্ঞাত-প্রকৃতিক হইয়া পড়িয়াছে। যেমন, পশ্চিমী-পাঞ্জাবী, সিন্ধী ও রাজস্থানীতে, '-ই-, -ঈ-' বা '-ইজ-, -ঈজ-' প্রত্যয়ের যোগে কর্ম্ম-বাচ্য সংগঠিত হয় ; যথা : পাঞ্জাবী 'মারদা' = মারন্ত, মারয়ন্, প্রহার করিতে করিতে : 'মারিন্দা' = ম্রিয়মাণ, প্রহৃত হইতে হইতে ; 'চাহ্দা' = চাহন্ত, প্রার্থয়ন্ : 'চাহিন্দা' = প্রার্থ্যমান (বাঙ্গলায় এই পাঞ্জাবী শব্দ, ইংরেজী demand অর্থে বহুশঃ প্রযুক্ত হয়); 'পঢ়ে' = পঠতি, পড়ে : 'পঢ়ীএ' = পঠ্যতে, পঠিত হয় ; সিন্ধী 'করীজে, পঢ়ীজে' = কৃত হয়, পঠিত হয় ; মাড়োয়ারী (মারবাড়ী) 'করণো' = করণ, 'করীজণো' = কৃত হওন ; নেপালী 'গরুঁ-লা (গর্-উঁ-লা)' = আমি করিব, 'গরীউঁলা (গর্-ঈ-উঁ-লা)' = আমাকে করা হইবে। পশ্চিমা ভাষাগুলির মধ্যে, এক মাত্র আধুনিক গুজরাটীতে যা এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের

প্রয়োগ সংকুচিত হইয়াছে ; কেবল উত্তম পুরুষে বর্ত্তমানের বহু-বচনে এই ভাষায় '-ঈ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক্রিয়া দৃষ্ট হয় ; যেমন—'হুঁ করুঁ'=অহং করোমি, আমি করি : 'অমে করীএ'=আমরা করি,—এখানে 'বয়ং কুর্ম্মঃ' ইহার বিকার না হইয়া হইয়াছে, 'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে'-বাক্যের, 'ক্রিয়তে=করিঅই=করীএ'[১] ; আধুনিক গুজরাটীতে অন্যত্র আ-কারান্ত ণিজন্ত ক্রিয়াকেই কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার করা হয় (§ ২৯ দ্রষ্টব্য)।

§ ৪। দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিমা ভাষাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মূল আর্য্য-ভাষা হইতে লব্ধ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের সংরক্ষণ বিষয়ে রক্ষণ-শীল। মধ্য-দেশীয় ভাষায় (হিন্দীতে) সাধারণতঃ প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যীয় পদের আর বহুল প্রয়োগ নাই ; কিন্তু ইহার পুরা লোপ এখনও ঘটে নাই, ইহা কচিৎ দৃষ্টও হয়। যেমন, ব্রজভাখা 'মারৈ'=মারে, মারয়তি, 'মারিয়ৈ'=মৃত বা প্রহৃত হয়, স্রিয়তে। পূর্ব্বী ভাষাগুলির মধ্যে অন্যতম আওধীতেও কচিৎ এই কর্ম্ম-বাচ্য মিলে ; কিন্তু আজকালকার ভাষায় নয়, তুলসীদাসের প্রাচীন ভাষায় ; শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও তেস্‌সিতোরি মহাশয়-দ্বয় এইরূপ প্রয়োগ দেখাইয়াছেন[২]।

আধুনিক হিন্দী বা হিন্দুস্থানীতে যে সম্ভ্রমে অনুজ্ঞার প্রয়োগ আছে—যেমন 'কীজিএ' বা 'করিয়ে', তাহা, খুব সম্ভব, প্রাচীন প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত ; অন্ততঃ পক্ষে, ইহা প্রাচীন বিধিলিঙের উপর কর্ম্ম-বাচ্যের প্রভাবের ফলে সৃষ্ট পদ[৩]।

হিন্দীর 'কপড়া চাহিয়ে'=বাঙ্গলা 'কাপড় চাই,' এই বাক্য-দ্বয়ে 'চাহিয়ে' বা 'চাই' শব্দ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া ; 'চাহ'='চাহিয়ে'=প্রাকৃতে '* চাহিঅই, চাহিয়দি' ; 'চাহ্' ধাতুর সংস্কৃত রূপ মিলে না ; মিলিলে, সংস্কৃত-রূপ '* চহ্যতে' বা '* চষ্যতে' এই প্রকার হইত। বাঙ্গলায় 'কি চাই'-এর সঙ্গে, 'কি চাও' এই বাক্যের তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, 'কি চাই' =কিং প্রার্থ্যতে, ও 'কি চাও'=কিং প্রার্থয়ধ্বে ; 'তোমার আসা চাই'=তব আগমনং প্রার্থ্যতে। আধুনিক হিন্দীতে '-ঈ-, -ঈ-, -ইজ-, -ঈজ-' যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুপ্ত-প্রায় হইলেও, প্রাচীন হিন্দীতে ইহার প্রয়োগ বিশেষ প্রবল ছিল। 'প্রাকৃত-পৈঙ্গল' পুস্তকে যে-সকল কবিতার সংগ্রহ আছে, সেগুলির অধিকাংশের ভাষাকে এক রকম প্রাচীনতম যুগের হিন্দী (পশ্চিমা হিন্দী) বলা যাইতে পারে; এই ভাষায় প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-ভাবে বর্ত্তমান। রাজস্থানীর সঙ্গে তুলনা করিলে, আধুনিক হিন্দীতে এই কর্ম্ম-বাচ্যের লোপ একটু

১। L. P. Tessitori - Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, §136, (Indian Antiquary, 1915) দ্রষ্টব্য। R. L. Turner কিন্তু Journal of the Royal Asiatic Society, 1916, p. 227তে গুজরাটীর 'করীএ' প্রভৃতি বহু-বচন ক্রিয়া-পদের অন্য-রূপ ব্যাখ্যায় প্রয়াসী হইয়াছেন : কুর্ম্মঃ=করিমো=করিমু=করী=করী + প্রথম পুরুষ বহু-বচনের 'এ'-প্রত্যয়=করীএ।

২। Wilson Philological Lectures (1877), Bombay, 1914, p. 227 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1914, p. 901 ff.

৩। এ-সম্বন্ধে দ্রষ্টব্য—A.R. Hoernle—Comparative Grammar of the Gaudian Languages, §§ 480, 481, 499.

বিশেষ করিয়াই দৃষ্টিতে লাগে। পুরাতন মারহাট্টীতে '-ইজ-' কর্ম্ম-বাচ্য প্রচলিত ছিল[১]। আধুনিক মারহাট্টীতে ইহা অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

§ ৫। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের[২] বাঙ্গলায়, ও মাগধী-প্রাকৃত-সম্ভূত, বাঙ্গলার ভগিনী-স্থানীয় অন্যান্য আর্য্য ভাষায়, প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্য কত-দূর রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়। বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল পর্য্যন্ত, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের পূর্ব্বেকার যুগের বাঙ্গলা ভাষা বা সাহিত্য আলোচনা করিবার কোন উপকরণই আমাদের হাতে ছিল না। কিন্তু ঐ সালে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-কর্ত্তৃক দুই-খানি বই প্রকাশিত হয়; ঐ দুই বইয়ে প্রাচীন ও মধ্য যুগের বাঙ্গলার আলোচনার জন্য কতকগুলি অতি মূল্যবান্ বস্তু বা উপকরণ বাঙ্গলা ভাষানুশীলন-কারীর সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। বই দুইখানি হইতেছে, [১] মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা'; এবং [২] শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক অতি যোগ্যতার সহিত সম্পাদিত চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' কাব্য।

§ ৬। শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে নেপাল হইতে প্রাপ্ত এই কয়-খানি প্রাচীন পুথী প্রকাশিত হইয়াছে: [ক] 'চর্য্যাচর্য্য-বিনিশ্চয়'; বৌদ্ধ সহজিয়া মতের কতকগুলি 'চর্য্যাপদ' বা গান; পুথীতে ৫০টী গান ছিল, কিন্তু কতকগুলি পাতা খণ্ডিত বলিয়া আমরা ৪৭টি মাত্র গান পাইয়াছি। এই গানগুলি প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত; এবং এই ভাষাই হইতেছে প্রাচীনতম যুগের বাঙ্গলা, বা বাঙ্গলার প্রাচীনতম নিদর্শন। গানগুলির উপর একটী সংস্কৃত টীকা আছে। [খ] ও [গ] সরহ বা সরোজ-বজ্রের এবং কাহ্নু বা কৃষ্ণ-পাদের 'দোহাকোষ'; এই দুইখানি দোহা-কোষে কোনও প্রাকৃত-জ ভাষায় কতকগুলি গান ও দোহা আছে; ইহাদের সংস্কৃত টীকাও আছে। গান ও দোহাগুলির বিষয়, চর্য্যাপদগুলিরই মত, সহজিয়া বৌদ্ধ মতের সাধনার বিষয়। এই দুই দোহা-কোষের ভাষা শৌরসেনী প্রাকৃতের আধারের উপর প্রতিষ্ঠিত এক প্রকার পশ্চিমা অপভ্রংশ; এবং এই ভাষা বাঙ্গলা নহে। [ঘ] 'ডাকার্ণব' বা 'মহাযোগিনী-তন্ত্ররাজ্য'; এই বইখানি খণ্ডিত, ইহাতে সংস্কৃত শ্লোক ও একটী প্রাকৃত-জ ভাষায় লিখিত বহু বাক্য আছে; সংস্কৃত ছায়া বা টীকা না থাকায়, এই প্রাকৃত-জ ভাষা দুর্ব্বোধ্য হইয়া আছে; ইহাও মূলে কোনও পশ্চিমা অপভ্রংশ, বাঙ্গলা নহে।

১। ভাণ্ডারকর-কৃত Wilson Philological Lectures, pp. 226-227.

২। আলোচনার সুবিধার জন্য বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাসকে তিন যুগে বিভক্ত করা যাইতে পারে: [১] প্রাচীন যুগ: বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তি (অর্থাৎ বাঙ্গলার বিশেষ রূপের বিকাশ ও ইহার স্বস্থানীয় অন্য ভাষা হইতে পার্থক্য-ভাব) হইতে তাহার সাধারণ-রূপ-ধারণ পর্য্যন্ত; মোটামুটি ৯০০ বা ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; [২] মধ্য যুগ: যে যুগে বাঙ্গলা ভাষা দাঁড়াইয়া যায়, ও উচ্চারণ- ও ব্যাকরণ-গত কতকগুলি নূতন রীতি ইহাতে আসিয়া পড়ে: মোটামুটী ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত; এই ৬ শত বৎসরকে আবার সন্ধি-ক্ষণীয় (Transitional), আদিম, মধ্যম ও অন্ত্য, এই চারি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১২০০-১৩০০; ১৩০০-১৫০০; ১৫০০-১৭০০; ১৭০০-১৮০০) [৩] আধুনিক যুগ—১৮০০র পরে। (এই যুগ-বিভাগ কিঞ্চিৎ আলোচনা- ও বিচার-সাপেক্ষ; এক্ষণে তাহার অবতারণা সম্ভবপর নহে।)

চর্য্যাগুলির ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গলা; শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে ইহা ১০ম-১১শ শতকের ভাষা; আমার ধারণা, ইহাকে ১০ম হইতে ১৩শ শতকের শেষ পর্য্যন্ত সময়ের প্রাচীন বাঙ্গলা ভাষার নমুনা হিসাবে নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা যাইতে পারে[১]। দোহাকোষ-দ্বয়ের ভাষা পশ্চিমা অপভ্রংশ, চর্য্যাপদের ভাষা হইতে কিছু প্রাচীন; খ্রীষ্টীয় ৯-১০ শতকের যুগে এই প্রকারের ভাষা মধ্য-দেশে ও রাজস্থান এবং গুজরাট অঞ্চলে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল, এইরূপ মনে করিবার কারণ আছে। আধুনিক পশ্চিমা-হিন্দী, রাজস্থানী ও গুজরাটী, এই শৌরসেনী অপভ্রংশের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পৃক্ত, এবং পশ্চিমা-হিন্দী (হিন্দুস্থানী, ব্রজভাখা প্রভৃতি) এই শৌরসেনী অপভ্রংশ হইতে উদ্ভূত। এই পশ্চিমা অপভ্রংশ সেই যুগের হিন্দীর মত ছিল। পূর্ব্ব-ভারতে কথাবার্ত্তায় ব্যবহৃত না হইলেও, সংস্কৃত বা প্রাকৃতের মত ইহা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইত।

১। চর্য্যাপদের ভাষা বাঙ্গলা কি না, এ-সম্বন্ধে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথম আলোচনা-কারীদের মধ্যে এক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ছাড়া আর কেহ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'র চারিখানি বইয়ে যে একাধিক ভাষা বিদ্যমান আছে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। চর্য্যাপদের ৪৭টী গান আমরা পুথীতে যে আকারে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে মূলের উপর যথেষ্ট অত্যাচার করা হইয়াছে; পুথী লেখা হইয়াছিল নেপালে; নকলকার যে বাঙ্গলা বা গানের ভাষা জানিতেন না, তাহা বেশ বুঝা যায়; মূলের পাঠ যে বহু-স্থলে লিপিকর-প্রমাদ-প্রসূত, তাহা টীকায় প্রদত্ত পাঠ দেখিলেই ধরা যায়। কিন্তু গানগুলির ভাষাতে যে বিশিষ্টরূপে বাঙ্গলার ছাঁচ বিদ্যমান, তাহা দেখিতে বিলম্ব হয় না। গানের ভাষার ব্যাকরণে এই কয়টী প্রধান বাঙ্গলা ভাব: কর্ত্তৃকারকে ও করণে 'এ, এঁ' প্রত্যয়; সম্প্রদানে 'রে'; অধিকরণে—'এ, ত, তে, তেঁ'; সম্বন্ধ-কারকে 'র, এর'; ক্রিয়াপদে অতীতে 'ইল', ভবিষ্যতে 'ইব' (বিহারীর মত 'অল' 'অব' নয়—তবে 'অব' দুই এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে); অসমাপিকা ক্রিয়া—'ইআ' 'ই'; কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ অসমাপিকা ক্রিয়ায়—'ইলে'; এবং '-অন'-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়া-নামের বাহুল্য লক্ষণীয়। এইগুলি হইতেছে বাঙ্গলার বিশেষ রূপ। এতদ্ভিন্ন এই ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সহজেই মধ্য যুগের বাঙ্গলার ও আধুনিক প্রাদেশিক বাঙ্গলার সাহায্যে ব্যাখ্যাত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত শাস্ত্রী মহাশয় গানগুলিতে ব্যবহৃত শব্দ-সমষ্টির বাঙ্গলা প্রকৃতি দেখাইয়াছেন। ইহার কতকগুলি বাক্য-রীতি বিশেষ-ভাবে বাঙ্গলা; এবং গানের অনেক পদের বা কলির ছায়া মধ্য যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে বিদ্যমান; একটী দৃষ্টান্ত: ৬ সংখ্যক চর্য্যাপদে:— 'অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী': শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, ৭৮ পৃষ্ঠায়, 'চারি পাস চাহোঁ যেন বনের হরিণী ল নিজ মাঁসে জগতের বৈরী'; ৮৮ পৃষ্ঠায় 'আপনার মাঁসে হরিণী জগতের বৈরী।' কবিকঙ্কণে, 'হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে' (বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃঃ ৫৪)।

চর্য্যার গানে যে সকল ছবি আমাদের চোখের সামনে উপস্থিত করে, সেগুলি বাঙ্গলা-দেশের; নৌকা, গুণ-টানা, নদী লইয়া এত উপমা তো বাঙ্গলা-দেশের বাহিরে পাওয়া যায় না। ইহাতে বঙ্গ অর্থাৎ পূর্ব্ব-বাঙ্গলার কথা আছে। সহজিয়া ধর্ম্ম, ও সহজিয়া ঢঙের গান রচনা করা ধারাবাহিক-রূপে বাঙ্গলা-দেশেই প্রচলিত; বৈষ্ণব-পদাবলী, দেহ-তত্ত্বের গান, বাউলের গান, শ্যামা-সঙ্গীত, এ-সবের আদিতে এই চর্য্যাপদ ও তজ্জাতীয় গান। বাঙ্গলা-ভাষী জাতির জাতীয়তার উন্মেষ প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে; তাহার আগে বাঙ্গলা-ভাষা গড়িয়া উঠে নাই; তাই বাঙ্গলা-দেশের লোকে তখনকার যুগের একটা বড় সাহিত্যের ভাষা, পশ্চিমা অপভ্রংশ, ব্যবহার করিত; এবং লূই, কাহ্ন, ভুসুকু প্রভৃতি বাঙ্গলায় লিখিতে আরম্ভ করিলেও এই পশ্চিমা অপভ্রংশের রেওয়াজ অন্তর্হিত হয় নাই। কাহ্ন, সরহ প্রভৃতি ইঁহারা নিজ মাতৃ-ভাষা বাঙ্গলায় এবং পশ্চিমা অপভ্রংশে, এই দুইয়ে গান ও

§ ৭। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন', বাঙ্গলা ভাষার মধ্য যুগের প্রাচীনতম পুস্তক। চর্য্যাপদে বাঙ্গলা ভাষা তখনও তরল অবস্থায়, কিন্তু বাঙ্গালা মূর্ত্তি ধরিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা একেবারে বিশিষ্ট, সুপরিস্ফুট বাঙ্গলা ভাষার রূপ ধারণ করিয়াছে। যে পুথীতে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন' রক্ষিত হইয়া আছে, তাহা শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ন্যায় প্রাচীন-লিপিবিৎ পণ্ডিতের অভিমত অনুসারে, খ্রীষ্টীয় ১৩৫০-১৪০০র মধ্যে লিখিত; পুথীখানি গ্রন্থকারের সমসাময়িক। সৌভাগ্য-ক্রমে, পুথীখানি প্রাচীন বলিয়াই আমরা ১৪শ শতকের বাঙ্গলার বিশুদ্ধ নিদর্শন পাইতে পারিয়াছি। অন্যথা, বাঙ্গলার অন্যান্য প্রাচীন কবির ভাষার মত, পরবর্ত্তী পুথী-পরম্পরায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আসিতে আসিতে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীন ভাষা আধুনিক বাঙ্গলার রূপ ধরিয়া বসিত।

চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা—ইহাদের ছন্দঃ, বর্ণ-বিন্যাস ও পদ-সাধন, সমস্তই ইহাদের প্রাচীনত্বের পরিপোষক[১]। ইংরেজী ভাষার ইতিহাস আলোচনায়, লায়মন, ওর্‌ম্ ও চসারের ভাষার তথা আংগ্লো-সাক্‌সনের যে স্থান, বাঙ্গলা-ভাষানুশীলনে যথা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ও চর্য্যাপদের ভাষারও ঠিক সেই স্থান।

কবিতা রচিয়া গিয়াছেন; যেমন পরবর্ত্তি-যুগে মৈথিল কবি বিদ্যাপতি, নিজ মাতৃ-ভাষা মৈথিলে, ও পশ্চিমা অবহট্‌ঠ বা অপভ্রষ্ট ভাষায়ও লিখিয়াছেন। পশ্চিম ভাষার বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বাঙ্গলা-দেশে থাকার দরুন, চর্য্যাপদের বাঙ্গলায় কতকগুলি পশ্চিমা ক্রিয়া ও সর্ব্বনামের রূপ আসিয়া গিয়াছে; যেমন—'কিউ'= কৃত, করিল, প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ হইবে 'কৈল'; 'চলিউ'=বাঙ্গলা 'চলিল'; 'জো সো'=বাঙ্গলা 'জে সে'; 'তসু'= তস্য,=বাঙ্গলা 'তা', বা 'তাহ-র' ইত্যাদি; ইহা খুবই সম্ভব যে, নেপালে বাঙ্গলা-ভাষায় অনভিজ্ঞ নকল-নবীশের হাতে পড়িয়া গানগুলিতে বাঙ্গলা রূপের পরিবর্ত্তে পশ্চিমা অপভ্রংশের রূপ আসিয়া গিয়াছে। চর্য্যাপদের ভাষার পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করিয়া আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ইহা প্রাচীন বাঙ্গলা; চর্য্যার ভাষা 'প্রাকৃত' বা 'অপভ্রংশ' নহে, কারণ ইহাতে প্রাকৃতের যুক্ত ব্যঞ্জনকে সংক্ষেপ করা হইয়াছে: যেমন—বর্ত্ম > বট্ট > বাট; ধর্ম্ম > ধম্ম > ধাম; আয়াত+ইল+ক > আয়িল > আয়িল, আইল; শয্যিকা > সেজ্জিঅ > সেজি; ইত্যাদি। এই লক্ষণ আধুনিক আর্য্য-ভাষার লক্ষণ। ইহা একটি মিশ্র বা 'খিচুড়ী' ভাষা নহে, কারণ (অপভ্রংশ-প্রভাবের ফলে আগত রূপগুলি ভিন্ন) ইহার সমস্ত রূপ বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ধরিয়া দেখিলে সহজেই ব্যাখ্যাত হয়।

শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় কেবল চর্য্যাপদের ভাষাকেই বাঙ্গলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, সন ১৩২৫, পৃষ্ঠা ২১)। জারমানির বোন্-বিশ্ববিদ্যালয়ের লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হারমান য়াকোবি মহাশয় তৎ-সম্পাদিত 'সনৎকুমার-চরিত' নামক পশ্চিমা অপভ্রংশ কাব্যের ভূমিকায় চর্য্যাপদের ভাষা যে 'নিঃসন্দেহ-রূপে' বাঙ্গলা, এ-বিষয়ে আমার সহিত এক-মত হইয়াছেন।

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে সংশয়-প্রকাশ করিয়া রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা।) কিন্তু বঙ্গ-ভাষানুশীলন-কারীদের অগ্রণী, বহুশাস্ত্র-বিৎ শ্রীযুক্ত বিদ্যানিধি মহাশয়ের সহিত আমরা এক-মত হইতে পারি না; নিরপেক্ষ বিচার করিলে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রামাণিকত্ব-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ হইতে পারে না। ২৬ বর্ষের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায়ের ন্যায় প্রাচীন-সাহিত্যানুশীলক ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিত, উভয়েই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে প্রামাণিক গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে যুক্তি-প্রদর্শন করিয়া অনুকূল রায় দিয়াছেন।

§ ৮। সরহ ও কাহ্নের দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশ ভাষায়, '-ই-, -ইজ্জ-, -ঈঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার কতকগুলি উদাহরণ মিলে; যেমন—'পুরাণেঁ বক্খানিজ্জই' ('বৌদ্ধগান ও দোহা,' পৃঃ ৮৯)=পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়; 'সো মাই কহিজ্জে' (পৃঃ ১০৩; ='সো মই কহিজ্জই')=তাহা মৎ কর্তৃক ব্যাখ্যাত হয়; 'সো পরমেসুরু কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৩)=সে প মেশ্বর [এর বিষয়] কাহাকে কহা যায়; 'বিসয় রমন্ত ণ বিসঅ বিলিপ্যই (=বিলিপ্পই)' (পৃঃ ১০৫)=বিষয় ভোগ করিতে করিতে বিষয়ে লিপ্ত হয় না (বিলিপ্যতে); 'দেব পি (=বি) জই (=জই) লক্ষ (=লক্খ) বি দীসই, অপ্যণু (=অপ্পণু) মারীঈ, স [কি] করিঅই' (পৃঃ ১০৬) =যদি (জই) দেবতাও সাক্ষাৎ (লক্ষ) দৃষ্ট হন (দীসই=দিস্‌সই=দিস্‌সদি=দৃশ্যতে), নিজে (অপ্পণু) সে মরে (মারীঈ=মারীঅদি=ম্রিয়তে), কিং ব করা হয় (করিঅই=ক্রিয়তে); 'কাসু কহিজ্জই' (পৃঃ ১০৯)=কাহাকে কহা হয়; 'অইসো সো নিব্বাণ ভণিজ্জই জহি মন মানস কিং পি ন কিজ্জই' (পৃঃ ১১৯)=সেই নির্ব্বাণকে এমন বলা হয়, যেখানে মন কিংবা মন-জাত কিছুই করা হয় না; 'জই পবন-গমন-দুআরে দিত তালা বি ভিজ্জই, জই তসু ঘোরান্ধারে মন দিব হো কিজ্জই' (পৃঃ ১৩০)—যদি পবন-গমন-দুয়ারে দেওয়া তালাকে ভেদ করা হয় (ভিদ্যতে), যদি তার (সেই) ঘোর আঁধারে মনকে প্রদীপও করা হয়; ইত্যাদি।

§ ৯। দোহাকোষের পশ্চিমা অপভ্রংশে '-ই-'প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখা গেলেও, '-ইজ্জ-'প্রত্যয়েরই প্রয়োগ বেশী পরিমাণে বর্ত্তমান। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার উদাহরণ আছে; এখানে কিন্তু '-ই'র ব্যবহার মিলে, '-ইজ্জ-'র নহে; '-ই-' ভিন্ন, পূর্ব্ব-ব্যঞ্জনের সহিত মিলিত '-য়'-কারের দুইটী নিদর্শন আছে। যেমন—'সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই' (চর্য্যা ১)= সকল-সমাধ্যা কিং ক্রিয়তে; 'হরিণা হরিণির নিলয় না জানী' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য হরিণীকরঃ (=হরিণ্যাশ্চ) নিলয়ঃ ন জ্ঞায়তে; 'হরিণার খুর ন দীসঅ (দীসই)' (চর্য্যা ৬)=হরিণস্য-করং (=হরিণস্য) ক্ষুরং ন দৃশ্যতে; 'পারিঅই' 'ভারিঅই' (চর্য্যা ২৬)=প্রাপ্যতে, ভাব্যতে; 'দুহিএ' (চর্য্যা ৩৩)=দুহ্যতে; 'ছিজই' (চর্য্যা ৪৫)=ছিদ্যতে। চর্য্যাপদের প্রা-বাং তে বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হইলেও, প্রাচীন প্রত্যয়-মূলক রীতিরই বহুল প্রসার লক্ষিত হয়। বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য চর্য্যাপদে অন-প্রত্যয়ান্ত নাম-শব্দের সহিত 'জা' বা 'যা' ধাতু যোগে নিষ্পন্ন হয়; যেমন 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২)=ধরণ না যায়, ধরা যায় না।

'-ই-, -ইজ্জ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য পশ্চিমা শৌরসেনী অপভ্রংশে বিদ্যমান; খুব সম্ভব, মাগধী অপভ্রংশ, যাহা হইতে বাঙ্গলার উদ্ভব, তাহাতে '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের প্রচলন ছিল না, মাত্র '-ইঅ-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যেরই ব্যবহার ছিল। মাগধী অপভ্রংশ হইতে প্রাচীন বাঙ্গলা এই প্রত্যয় প্রাপ্ত হয়। কিন্তু অতি শীঘ্রই বাঙ্গলা-ভাষীদের কাছে ইহার প্রকৃত স্বরূপ লুপ্ত হইয়া যাইতে থাকে। 'যা' ধাতুর সাহায্যে বিন্যস্ত বাক্য-মূলক কর্ম্ম-বাচ্যের উদ্ভব ও প্রচারকে এই লোপের কারণ অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ১০। ৪০টী চর্য্যাপদে '-ই-' কর্ম্ম-বাচ্যের উদাহরণ নিতান্ত কম নয়, প্রায় ২০টী পাওয়া যায়। মধ্য যুগের বাঙ্গলায় এই প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য প্রাচীন রীতির ধারা বজায় রাখিয়া আসিবার

চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রত্যয় আর জীবিত নয়, ইহা প্রাচীনের মুমূর্ষু চিহ্নাবশেষ মাত্র। বাঙ্গলা-ভাষীদের ভাষাত্ম-বোধে আর এই প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের স্থান নাই; তাই ইহা বাঙ্গলা ভাষা অনুশীলন-কারীদের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে। যতই বাঙ্গলা ভাষা আমাদের বর্ত্তমান সময়ের দিকে আগুয়াইয়া আসিতেছে, ততই এই প্রত্যয়ের সত্তা দুর্ব্বল ও দুর্জ্ঞেয় হইয়া পড়িতেছে দেখা যায়। অবশেষে এই প্রত্যয়, বর্ত্তমান উত্তম পুরুষের প্রত্যয়ে জড়িত হইয়া, সম্পূর্ণ-রূপে কর্ত্তৃ-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়।

§ ১১। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে '-ই-' প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের বহু নিদর্শন আছে। কতকগুলি উদ্ধৃত হইল :—

পৃঃ ১৯—'যত নানা ফুল পান করপুর সব পেলাইল পাএ ॥ ৪ ॥
উঠিআঁ বড়ায়ি রাধাক বুইল—হেন কাম না করিএ।'

('করিএ' = করিঅই = ক্রিয়তে; এরূপ করা হয় না, করা ঠিক নয়।)

পৃঃ ৫৭—'আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জাণী।

(অভিমন্যুঃ বীর ইতি ত্রিভিলোঁকৈঃ ভদ্রং জ্ঞায়তে = জাণিঅদি, জাণিঅই, 'জাণী'।)

পৃঃ ৫৯—'দাণ সাধিএ রতি পতিআশে।'

('সাধিএ'—তৎসম 'সাধ্' ধাতু, কর্ম্মবাচ্যে = দান সাধা হয়।)

পৃঃ ১১৮—'ভুখিল হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ দুঈ হাথে না খাইএ।'

('খাইএ' = খাইঅই, খাদিঅদি, (খাদ্যতে); দুই হাতে খাওয়া হয় না, দুই হাতে খাওয়া ঠিক নয়)।

পৃঃ ১৩৭—'আপণা রাখিএ আপণে।'

('রাখিএ' = রক্‌খিঅই = রক্ষ্যতে; আত্মা রক্ষ্যতে আত্মনা।)

পৃঃ ১৪৫—'না এর আন্তরে গেলী চন্দ্রাবলী রাহী।
তার পাছে আর যত গোআলিনী সহী॥
কথো দুর গিআঁ দেখিএ একখানী নাএ।
সত্বর হয়িআঁ রাহী তার পাস যাএ॥'

('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = * দৃশ্যতে = দেখা হয়, দৃষ্ট হয়)

পৃঃ ১৮৪—'বোলেঁ চালেঁ না পাইএ পরার রমণী।' ('পাইএ' = পাবিঅই = প্রাপ্যতে।)

পৃঃ ১৮৫—'গোপত কাণ্ড কাহ্নাঞিঁ ছয় আখি বারী।' ('বারী' = বারিঅই = বার্য্যতে।)

পৃঃ ২৮৯—'পুনমীর চান্দ তোহ্মার বদন ঘুসিএ জগতজনে ল।'

('ঘুসিএ' = ঘোসিঅই = ঘুষ্যতে, ঘোষিত হয়।)

পৃঃ ৩৬৭—'সোনা ভাঙ্গিলেঁ আছে উপাএ, জুড়িএ আগুন তাপে।
পুরুষ নেহা ভাঙ্গিলে জুড়িএ কাহার বাপে॥'

('জুড়িএ' = জোড়া হয়; তাপে, বাপে = করণে তৃতীয়া।)

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এইরূপ আরও দৃষ্টান্ত আছে। পরবর্ত্তী যুগের বাঙ্গলা সাহিত্যে এই প্রকারের '-ইএ-, -ইয়ে-' প্রত্যয়-সিদ্ধ ক্রিয়া মিলিলে, সাধারণ বাঙ্গালী এই '-ইএ-' কে বর্ত্তমান উত্তম-পুরুষের '-ই-' প্রত্যয়-রূপেই ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করেন, ও '-এ-'কে ছন্দোরক্ষার জন্য আনীত অক্ষর বলিয়া মনে করেন। কিন্তু 'পাইএ' 'করিএ' প্রভৃতি পদ খাঁটী কর্ম্ম-বাচ্যের পদ; কর্ম্ম-বাচ্যে ইহাদিগকে ধরিলে, উদ্ধৃত বাক্যগুলির যে সহজ ও সরল সমাধান হয়, উত্তম-পুরুষের ক্রিয়া করিয়া ধরিলে তাহা হয় না। 'পাইএ, করিএ' প্রভৃতি আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলা ভাষার পদ, চর্য্যাপদের প্রাচীন বাঙ্গলা 'পারিঅই, করিঅই'-এর পরিবর্ত্তিত রূপ;=প্রাকৃতে 'পারিঅই, করিঅই' < * 'পারিঅদি, করিঅদি < * পাপিঅতি, করিঅতি < * প্রাপ্যতি, * কর্য্যতি < প্রাপ্যতে, ক্রিয়তে।

প্রা-বাং তে কর্ম্ম-বাচ্য মুমূর্ষু অবস্থায়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলার কর্ত্তৃ-বাচ্যের উত্তম-পুরুষের সহিত রূপ-সাদৃশ্যে দুইয়ে গোলমাল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এ-ক্ষেত্রে গুজরাটীতে যাহা ঘটিয়াছিল—'অস্মাভিঃ ক্রিয়তে > অমে করীএ', অর্থাৎ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার ক্রমে কর্ত্তৃ-বাচ্যে পরিণতি, তাহা স্মরণ করা যাইতে পারে (§ ৩)।

§ ১২। বাঙ্গলা ভাষার উৎপত্তির যুগে (অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গলার ও তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বের অবস্থায়), কর্ত্তৃ-কারকের ও করণের মধ্যে গোলমাল ঘটিয়াছিল। এই দুই সম্পর্কের সংমিশ্রণ আধুনিক বাঙ্গলায়ও বিরল নয়। সর্ব্বনাম হইতে উদাহরণ লওয়া যাউক্; সংস্কৃত 'অহম্' শব্দে স্বার্থে '-ক' যোগ করিয়া প্রাচীন প্রাকৃতে 'অহকং' রূপ সৃষ্ট হইল; 'অহকং' অশোকের শৌলি-লিপিতে 'হকং' রূপে পাওয়া যায়। 'হকং' হইতে প্রা-বাং-তে 'হউঁ' (হকং > *হগং > * হঅং > * হবং > হউ); 'হউঁ' চর্য্যাপদে 'হাউঁ' এই রূপে মিলে। যেমন, 'তু লো ডোম্বী হাউঁ কাপালী' (চর্য্যা ১০); 'এত কাল হাউঁ অচ্ছিলেঁ স্বমোহেঁ' (চর্য্যা ৩১)। প্রা-বাং তে 'হাঁউ'এর পাশাপাশি 'মইঁ, মই' রূপও প্রচলিত ছিল; 'মইঁ'<সংস্কৃত 'ময়া'+তৃতীয়ার '-এন'='*ময়েন'। আদিম-মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এই 'হউঁ' লুপ্ত হয়, 'মই, মুই, মুঞি' তাহার স্থান লয়: প্রথমার 'হউঁ' ও তৃতীয়ার 'মইঁ' দুইয়ে মিলিয়া যায়, 'মইঁ'-ই দাঁড়াইয়া যায়। ('আহ্মা' 'আহ্মী' মূলে বহু-বচনের সর্ব্বনাম; ইহা মধ্য-যুগে বাঙ্গলায় এক-বচনে ব্যবহৃত হইতে থাকে: আহ্মা<অস্ম-; আহ্মী<অম্‌হেহি, অম্‌হহি< অস্মাভিঃ)। 'হউঁ' লোপ পাইল বটে, কিন্তু ভাষায় তাহার চিহ্ন রাখিয়া গেল; নিষ্ঠা '-ত'+'-ইল-' প্রত্যয়-যুক্ত যে অতীত কালের ক্রিয়া মাগধী অপভ্রংশে উদ্ভূত হয়, যাহা হইতে বাঙ্গলায় অতীতের 'ইল' প্রত্যয় ('চল্' ধাতু+'ত'=চলিত; চলিত+ইল=চলিঅ+ইল্ল, চলিল্ল=চলিল, চলিলা), তাহাতে পশ্চিম বঙ্গের ভাষায় উত্তম-পুরুষে 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিল, চলিলা+হঁউ >চলিলহোঁ, চলিলাহোঁ>চলিলওঁ,চলিলাওঁ, চলিলোঁ>চলিলুঁ, চলিলুঙ, চলিলুম>চ'ললুম, চলিনু, চন্নু' ইত্যাদি। তদ্রূপ, 'তব্য'-প্রত্যয়-যুক্ত রূপ, যাহা বাঙ্গলা ও উড়িয়াতে 'ইব' প্রত্যয়ে দাঁড়াইয়া গেল, তাহাতেও 'হউঁ' যুক্ত হইতে লাগিল: 'চলিতব্য=চলিঅব্ব, চলিব; চলিব, চলিবা+হউঁ > চলিবহোঁ, চলিবাহোঁ>চলিবোঁ>চ'ল্‌বো, >চলিমু, চ'ল্‌মু'; ইত্যাদি। মধ্যম-পুরুষেও তদ্রূপ 'ত্বং'>'তু', ক্রমে তৃতীয়ার 'ত্বয়া'+'-এন'> * 'ত্বয়েন' > 'তই, তুই' কর্ত্তৃক দূরীভূত হইল।

তদ্ভিন্ন, আধুনিক অন্যান্য আর্য্য ভাষার মত, প্রা-বাংতেও সকর্ম্মক ক্রিয়া বাস্তবিক পক্ষে '-ত-' প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ, কর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া থাকিত; এবং কর্ত্তা তৃতীয়া বিভক্তিতে (করণ কারকে) হইত: যেমন—'ময়া পুস্তিকা পঠিতা' = '* মই পোথী পঢ়িলী,' পরে 'মই পুথী পঢ়িলা + হউঁ = পঢ়িলাহোঁ, পড়িলুম'। অকর্ম্মক ক্রিয়ায় কিন্তু ক্রিয়া কর্ত্তারই বিশেষণ-স্থানীয় ছিল, কর্ত্তাকে আশ্রয় করিয়াই থাকিত: যেমন 'অহং চলিতঃ' = '* হউঁ চলিল'; 'রাধিকা চলিতা' = 'চলিলী রাহী'। 'হউঁ চলিল'—এখানেও 'হউঁ' ক্রমে 'মই' কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইল; কর্ত্তৃ-কারক ও করণ-কারকে ভেদ না করিবার অভ্যাস এই রীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ার অন্যতম কারণ[১]। তদ্ভিন্ন, প্রাচীন বাঙ্গলায় ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রথমা ও তৃতীয়ার রূপের পার্থক্য বড় একটা ছিল না; উভয়েরই প্রত্যয় ছিল '-এ'; তৃতীয়ার মূল প্রত্যয় হইতেছে সানুনাসিক '-এঁ' (= সংস্কৃত '-এন'), কিন্তু '-এঁ-' প্রথমাতে (কর্ত্তৃ-কারকে) ও যুক্ত হইত। এই-সব কারণে প্রাচীন বাঙ্গলায় ক্রিয়া-পদের কর্ম্ম-বাচ্য হইতে কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন সহজ হইয়াছিল। কর্ত্তৃ-বাচ্য হইতেছে সরল, সহজ বাক্য-রীতি; কর্ম্ম-বাচ্যে বিতর্কের স্থান আছে; কর্ম্ম-বাচ্য ভাবের বিশ্লেষণের ও চিন্তার অপেক্ষা রাখে, সুতরাং সহজেই ইহা পরিত্যক্ত হইতে পারে; বিশেষ অকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম-বাচ্য সম্বন্ধে (অর্থাৎ ভাব-বাচ্য সম্বন্ধে) এই বিচারের কথা বেশী করিয়া খাটে। প্রা-বাং ও মধ্য-যুগের বাঙ্গলাতে ভাব-বাচ্যের সূক্ষ্ম ধারাটুকু বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া, সাধারণ বুদ্ধির লোকে সহজেই তাহাকে প্রথম পুরুষের কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন করিতে পারিলে খুশী হয়। যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে, 'পুণ্য কইলেঁ স্বগ্‌গ জাইএ, নানা উপভোগ পাইএ' (পৃঃ ৩৬৪)—এখানে 'জাইএ, পাইএ' = গম্যতে, প্রাপ্যতে; গম্যতে = 'কোনও অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক গমন-ক্রিয়া সাধিত হয়'—এইরূপ বিচার-মূলক ধারণার পরিবর্ত্তে, 'লোকে যায়', 'মানুষে যায়' এইরূপ সরল ধারণাই সহজ; কাজেই ভাব-বাচ্যের ক্রিয়ার কর্ত্তৃ-বাচ্যে আনয়ন শীঘ্র শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল।

§ ১৩। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় প্রত্যয়-সিদ্ধ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ সুপ্রচুর। আরও কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল; এগুলি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়' হইতে উদ্ধৃত হইল।

ব-সা-প, ২য় খণ্ড—চণ্ডীদাসের কবিতা হইতে—

'নীল মুকুতার হার মনোহর শোভিত দেখিএ গলে'। ('দেখিএ' = দেক্‌খিঅই = দৃশ্যতে)।

'অবলা পরাণে এত কি সহিএ'। ('সহিএ' = সহা হয়, সহা যায়)।

'ক্ষুরের উপর রাধার বসতি, নড়িতে কাটিয়ে দে'।

('কাটিয়ে দে' < কাটিঅই দেহ = কট্টিঅই, কট্টিঅদি, কৃত্যতে দেহঃ = দেহ কর্ত্তিত হয়)।

১। এখানে অনেকে মাগধী অপভ্রংশের উপর ভোট-ব্রহ্ম ভাষার প্রভাব দেখেন। তিব্বতী প্রভৃতি ভোট-ব্রহ্ম শ্রেণীর ভাষায় কর্ত্তা বরাবরই তৃতীয়ায়, অর্থাৎ করণ হইতে কর্ত্তা অভিন্ন; এ সম্বন্ধে Jaeschke কৃত Tibetan Grammar (1883), § 30 দ্রষ্টব্য।

'মানুষে এমন প্রেম কোথা না শুনিএ।' ('শুনিএ'=শুনিঅদি, শ্রুত হয়।

ব-সা-প—পৃঃ ১২২৩—

'সনাতন কৈল গ্রন্থ ভাগবতামৃতে।

ভক্তি-ভক্ত-কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানি যাহা হইতে ॥......

হরি-ভক্তি-বিলাস গ্রন্থ কৈল বৈষ্ণব আচার।

বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য যাঁহা পাইয়ে পার ॥'

('জানি'=জানিঅই=জ্ঞায়তে; 'পাইয়ে'=প্রাপ্যতে)।

পৃঃ ৮৪৪—'যে অঙ্গ দেখিএ সেই অঙ্গে অলঙ্কার।' ('দেখিএ'=দৃষ্ট হয়)।

'বিনি না পুছিলে কারো না জানিএ জাতি।' ('জানিএ'=জ্ঞায়তে)।

§ ১৪। পুরাতন বাঙ্গলায় এইরূপ বহু বহু উদাহরণ আছে। মাগধী-অপভ্রংশ-সম্ভূত অন্য ভাষা-দ্বয়ে, মৈথিলী ও উড়িয়াতেও, এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্য মিলে। যথা—

মৈথিলী (বিদ্যাপতির পদাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ)—

৯—'লখই ন পারিঅ জেঠ কনেঠ।'

(জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ, তাহা দেখিতে পারা যায় না)।

১৪—'জত দেখল তত কহহি ন পারিঅ।'

(যতটা দৃষ্ট হইল, ততটা বলিতে পারা যায় না)।

৩০—'পঢ়হি ন পারিঅ আখর পাতি।'

(অক্ষর-পংক্তি পড়িতে পারা যায় না)।

৩৩—'সে নহি দেখল জে দিয় উপামা।'

(তাহা দেখা গেল না, যাহার সহিত উপমা দেওয়া যায়)।

৪৮—'সব তহ সুনিঅ ঐসন বেরহারা।'

(তার যে এহেন ব্যবহার, ইহা সবাইয়ের কাছে শুনা যায়)।

৬০—'মধুরিপু সম নহি দেখিঅ সোহাবন, জে দিঅ তহ্নিক উপাম রে।'

(মধুরিপুর মত শোভন এমন কিছু দেখা যায় না, যার সঙ্গে তাঁর উপমা দেওয়া যায়)।

৬৭—'ন জানিয় কিয় করু মোহন চোর।'

(মোহন চোর যে কি করিল তাহা জানা যায় না)।

উড়িয়া (জগন্নাথ-দাসের ধ্রুব-চরিত্র, কাঁথী সংস্করণ)—

পৃঃ ৫—'কম্পিই তাহার নিজ দেহী।' ('কম্পিই'=কম্প্যতে, কামুত হয়)।

পৃঃ ৩৩—'দেহ-মান দিশই খর্জ্জুর-বৃক্ষ প্রায়।' ('দিশই'=দৃশ্যতে)।

পৃঃ ১১—'দশ দিশ অন্ধকার, কিছি হি ন দিশি।' (=দৃশ্যতে)।

ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত আসামী ও বাঙ্গলায় বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না—বাঙ্গলা-আসামী,

উড়িয়া, মৈথিল-মগাহী, ভোজপুরিয়া, এই কয় মাগধী-সম্ভূত আধুনিক ভাষার প্রাচীন নিদর্শন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মাগধী-অপভ্রংশে প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্য বিশেষ-রূপে বিদ্যমান ছিল।

§ ১৫। আধুনিক বাঙ্গলার কর্ম্ম-কর্তৃ-বাচ্য, যেখানে কর্ত্তার কোনও স্পষ্ট উল্লেখ থাকে না, মূলে '-য়-' > '-ইঅ-' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া হইতে জাত বলিয়াই মনে হয়। যেমন, 'কাপড় ছিঁড়ে', 'বাঁশ ভাঙ্গে,' 'শাঁখ বাজে', 'হাঁড়ী ভরে' ইত্যাদি। এখানে 'ছিঁড়ে, কাটে, ভাঙ্গে, বাজে, ভরে' প্রভৃতি ক্রিয়াকে মূলতঃ কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। প্রাকৃতে 'ছিণ্ডিঅই, কট্টিঅই, ভজ্জিঅই বা ভঞ্জিঅই, বজ্জিঅই, ভরিঅই,' আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলার 'ছিণ্ডিএ, কাটিএ, ভাজিএ, বাজিএ, ভরিএ'; পরে কর্তৃ-বাচ্যে রূপান্তরিত হইয়া, আধুনিক বাঙ্গলা বৈয়াকরণদের নিকট কর্ম্ম-কর্তৃ-বাচ্য নামে পরিচিত। সংস্কৃতেও ঐরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়[১]; যেমন 'যবঃ পচ্যতে' = যব পাকে; 'লোষ্টাঃ শীর্য্যন্তে' = মাটির ঢেলাগুলি ভাঙ্গে।

§ ১৬। আধুনিক বাঙ্গলার সাধারণ নিষেধার্থক অনুজ্ঞায় কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া লুক্কায়িত আছে বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গলার 'এ কাজ করে না,' 'জ্বর হ'লে নায় না', 'রবিবার দিন মাছ খায় না' প্রভৃতি বাক্যে, 'করে', 'খায়', 'নায়', আপাতদৃষ্টিতে কর্তৃ-বাচ্যে প্রথম পুরুষ বর্ত্তমানের ক্রিয়া বলিয়া মনে হয়। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়ও এইরূপ প্রয়োগ আছে। যেমন—শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনে—

পৃঃ ১৮৫—'লোভ হয়িলেঁ কাহ্নাঞিঁ আরতি না করী।'

পৃঃ ২৩৬—'প্রভু হয়িআঁ হেন না করী।'

পৃঃ ২৫৭—'কেহ তার না কহিএ মরণে।'

মধ্য-যুগের বাঙ্গলা উদাহরণগুলিতে '-ইঅ-' প্রত্যয় স্পষ্টই দেখা যাইতেছে; এবং ইহা হইতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, আদৌ এই প্রয়োগ ছিল কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ। 'এ কাজ করে না' < 'এ কাজ করিএ না' = প্রাকৃতে 'এঅং কজ্জং ণ করিঅই' = 'এতৎ কার্য্যং ন ক্রিয়তে'। যেমন অন্য অবস্থায় ঘটিয়াছে, কর্ম্ম-বাচ্য ক্রমে কর্তৃ-বাচ্যে আনীত হইয়াছে। যেখানে বক্তব্য ক্রিয়া বা ঘটনা কোনও কর্ত্তার অপেক্ষা রাখে না, বা কর্ত্তার উপর নির্ভর করে না, সেখানেই এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ আইসে। বাঙ্গলা ভাষার বহু প্রবাদ-বাক্য নিঃসন্দেহ-রূপে এই প্রকার কর্ম্ম-বাচ্যময়। যেমন—

'জামায়ের জন্যে মারে হাঁস। গুষ্টী-শুদ্ধ খায় মাস।'

('মারে হাঁস' = হাঁস মারিএ = হংস মারিঅই = হাঁস মারা হয়;

'খায় মাস' = মাঁস খাইএ = মংস খাইঅই = মাংস খাওয়া হয়)।

'এক দেয় বর দেখে। আর দেয় ঘর দেখে।' (= দীয়তে কন্যা)।

§ ১৭। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায়, 'ইউ' প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কতকগুলি ক্রিয়াপদ আছে। কতকগুলি উদাহরণ দেওয়া গেল :—

১। J. S. Speyer, 'Vedische und Sanskrit-syntax,' § 169.

পৃঃ ১৪০—'নাঅ বাহ্নিতেঁ গিআঁ। করিউ যতনে।'

পৃঃ ১৪১—'আনহ সকল সখিজন মেলী করিউ যুগতী।'

পৃঃ ১৪১—'পসার সাজিউ দধি দুধে, সেসি জীবার উপাএ।'

পৃঃ ২০৪—'নানা ফুল ফুটিলছে মাঝ বৃন্দাবনে।
তাক পিছি মথুরাক করিউ গমনে।'

পৃঃ ২৫৩—'যমুনাক যাইউ রাধা লয়িআঁ। সখীগণে।'

পৃঃ ২৭০—'দধি বিকে জাইউ মথুরা।'

পৃঃ ২৯২—'সত্বরে রাধা লইআঁ। যাইউ ঘর।'

পৃঃ ৩১০—'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে।'

পৃঃ ৩৪৫—'বারতা পুছিউ রাধা সব জন থানে।'

পৃঃ ৩৪৭—'কদম তলাক জাইউ চিত্তের হরিষে।'

এই 'ইউ' প্রত্যয়ের দ্বারা বিধিলিঙ্ ও অনুজ্ঞার ভাব প্রকাশিত হইতেছে: 'বাঁশী চোরায়িতেঁ করিউ যতনে'—এই বাক্যে, 'করিউ যতনে' কে কর্ম্ম-বাচ্যের অনুজ্ঞা বলিয়া বোধ হয়, = ক্রিয়তাম্ যত্নঃ। তদ্রূপ 'বারতা পুছিউ' = বার্ত্তা পৃচ্ছ্যতাম্; 'যাইউ' = গম্যতাম্। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এই '-ইউ-' প্রত্যয়ের উদ্ভব খুব সম্ভব কর্ম্ম-বাচ্যের '-ই-' তে অনুজ্ঞা প্রথম পুরুষের '-উ' (= সংস্কৃতের '-তু') যোগ করিয়া হইয়াছে। কর্ম্ম-বাচ্যের উত্তম পুরুষ বর্ত্তমান '-ওঁ' প্রত্যয়, ও মধ্যম পুরুষের 'হ' প্রত্যয় (= সংস্কৃত -স্ব, আত্মনেপদী—'চলস্ব' = 'চলহু' > 'চলহ'), ইহাদের প্রভাবও কিছু পরিমাণে আসিয়া থাকিতে পারে।

[২] বাঙ্গলা ভাষায় বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্য।

§ ১৮। প্রত্যয়-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলায় আর জীবন্ত নাই। যে পদ্ধতিতে এখন বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য সাধিত হয়, তাহা বিশ্লেষ- ও বাক্য-বিন্যাস-মূলক। যেমন—

[১] আমি দেখা যাই; [২] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়;

[৩] আমাকে, আমারে, আমায় দেখন যায়; [৪] আমি দেখা পড়ি; [৫] আমাকে, আমারে, আমায় দেখা হয়; [৬] আমি দৃষ্ট হই।

উপরি লিখিত যে ছয় প্রকার উপায়ে কর্ম্ম-বাচ্যের ভাব বাঙ্গলায় প্রকাশিত হয়, তন্মধ্যে [১], [৪] ও [৬]-ই যথার্থ কর্ম্ম-বাচ্য, যেরূপ কর্ম্ম-বাচ্য ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় পাওয়া যায়; এবং [২] [৩] ও [৫]-এর রীতি ঠিক কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ নহে, বরং ভাব-বাচ্যের। এই ছয় রীতির প্রচার বাঙ্গালায় খুবই সাধারণ; তবে ইহাদের অর্থ-ঘটিত সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে।

§ ১৯। [১] 'আমি দেখা যাই'। ইহার বাক্য-বিশ্লেষ এই প্রকার—'আমি' সর্ব্বনাম কর্ত্তৃ-কারক + 'দেখা' = '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া, + 'যা' ধাতু উত্তম পুরুষ। অতীতে 'দেখা গেলাম',

ভবিষ্যতে 'দেখা যাইব', ইত্যাদি। 'আমি দেখা যাই'—এইরূপ কর্ত্তৃ-কারকের প্রয়োগ বাঙ্গলায় চলিলেও, ইহা বাঙ্গলার ঠিক ধাতুগত প্রয়োগ নয়। বিশেষতঃ, যখন ক্রিয়ার যথার্থ কর্ম্ম সু নির্দ্দিষ্ট, তখন কর্ম্ম-পদকে কর্ম্ম-বাচ্যীয় কর্ত্তৃ-কারকে আনয়ন করা ঠিক বাঙ্গলার প্রকৃতি-সঙ্গত নয়। 'আমি দেখা যাই' অপেক্ষা, 'আমাকে দেখা যায়' অধিকতর স্বাভাবিক বাক্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু যেখানে কর্ম্ম অনির্দ্দিষ্ট, সেখানে '-আ'-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার সহযোগে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ সহজ ও সরল; যেমন 'দেখা যায়' (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম 'ইহা' উহ্য); 'যদি বলা যায়' (কর্ত্তৃ কারকে নীত কর্ম্ম 'উহা' বা 'ইহা' বা 'কিছু' উহ্য); 'শোনা যাইতেছে' ('ইহা', 'উহা' 'কথা', 'শব্দ', 'আওয়াজ', 'গীত' ইত্যাদি উহ্য)।

কর্ম্ম বা ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, ভাব-বাচ্যের প্রয়োগের দিকেই বক্তার বেশী প্রবণতা আসে। কর্ম্ম-বাচ্যীয় 'আমি মারা যাই'—এখানে 'মারা যাওয়া'র কোন ও বিশেষ অর্থ নাই—অস্পষ্ট অর্থ যে, আমি কোন ও বিপদে পতিত হই; কিন্তু ভাব-বাচ্যীয় 'আমাকে মারা যায় (হয়)' এখানে 'মার' ধাতুর প্রহার অর্থে বিশিষ্ট ব্যবহার। মোটের উপর, 'মারা যাওয়া' এই যুক্ত ধাতু-দ্বয়ের দুই অর্থ, 'প্রাণত্যাগ করা' ও 'প্রহৃত হওয়া'; এবং বাঙ্গলায় ইহার ব্যবহার কতকটা স্বকীয় (idiomatic)।

এইরূপ প্রয়োগ (কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম + বিশেষণ ক্রিয়া + যা ধাতু) পুরাতন বাঙ্গলায়ও আছে; যেমন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পৃঃ ৩৩—'তোহ্ম যাইবেঁ মার' = তুমি মারা যাইবে; পৃঃ ৭১—'বাঁন্ধিল জাই' = বাঁধা যায়। চর্য্যাপদের 'বেঙ্গ সংসার বড়্‌হিল জাঅ' (চর্য্যা ৩৩) = বিকলাঙ্গ সংসার বর্দ্ধিত হইয়া যায়, তুলনীয় (এখানে অবশ্য সকর্ম্মক ক্রিয়া, অতএব কর্ম্ম-বাচ্য নহে)।

§ ২০। [২] 'আমাকে, আমারে, আমায় দেখা যায়': এই প্রয়োগে ক্রিয়ার একটু শক্যতার ভাব বিদ্যমান আছে। এখানে 'দেখা' পদের ব্যাখ্যা একটু কঠিন। সাধারণতঃ ইহাকে '-আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়; 'দেখা' = দেখন বা দর্শন; 'আমাকে দেখা যায়' = আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে দর্শন ঘটে। 'আমাকে দেখন যায়'—এই প্রয়োগের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। কিন্তু এখানে 'দেখা' পদ খুব সম্ভবতঃ বিশেষণ ক্রিয়া, এবং সমস্ত বাক্যটী ভাব-বাচ্যে প্রযুক্ত: আমার সম্পর্কে কিছু দৃষ্ট হয় = আমাকে দেখা যায়। এইরূপ ভাব-বাচ্যে প্রয়োগ হিন্দীতে আছে; যেমন কর্ত্তৃ-বাচ্যে—'লোগ মুঝে দেখতে হৈঁ' = লোকে আমায় দেখে; কর্ম্ম-বাচ্যে, 'মৈঁ দেখা জাতা হূঁ' = আমি দৃষ্ট হই; ভাব-বাচ্যে, 'মুঝ কো দেখা জাতা হৈ' = আমাকে দেখা যায়।

এই ধাতু-যোগে সৃষ্ট বাক্য-বিন্যাসাত্মক কর্ম্ম-বাচ্যের মূল কি? যা-ধাতু-যুক্ত এইরূপ প্রয়োগ প্রাকৃতে পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃতে ও অপভ্রংশে 'করিজ্জই' 'খাইজ্জই' 'দিজ্জই' প্রভৃতি '-ইজ্জ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, তথা 'করিঅই, খাইঅই, দিঅই' প্রভৃতি '-ইঅ'-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন, কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ার রূপ বিদ্যমান। অপভ্রংশের পরেই আধুনিক ভাষার যুগ; অপভ্রংশ-যুগের '-ইজ্জই' -প্রত্যয়ই, আধুনিক আর্য্য ভাষায় 'জাই' বা যা-ধাতু-যুক্ত কর্ম্ম-বাচ্যের ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হইয়াছে, এরূপ বিচার অযৌক্তিক হইবে না। অপভ্রংশে 'মরিজ্জই' পদ, অর্থ-দ্যোতনায় 'মরই' = * মরতি * মরন্তে' এইরূপ পদের সহিত অভিন্ন। এক্ষণে কর্ম্ম-বাচ্যের কোনও ধারণা নাই। 'মরিজ্জই'

পদের উৎপত্তি সাধারণ্যে 'মরি+জই বা জাই=মরিয়া যায়', এইরূপ দাঁড়াইয়া যাওয়া খুবই সম্ভব। লোকের মনে, এখানে যা-ধাতুর অস্তিত্ব আছে, এরূপ ধারণা একবার হইয়া গেলে, সহজেই অন্য অকর্ম্মক ধাতুতেও যা-ধাতু-কে জুড়িয়া, ভাষায় নবীন উদ্ভূত ও বহুলপরিমাণে ব্যবহৃত সংযুক্ত-ধাতুর মত প্রযুক্ত হওয়া আরম্ভ হইল। যেমন 'চলি জাই, পড়ি জাই, ভাঁগি জাই' ইত্যাদি। এখনে 'চলি, পড়ি' প্রভৃতিকে অসমাপিকা-ক্রিয়া, নাম-ক্রিয়া বা বিশেষণ-ক্রিয়া, এইরূপ নানাভাবে দেখা সহজ হইল। প্রথম প্রথম এইরূপ প্রয়োগে কর্ম্ম-পদ কর্ত্তৃ-কারকেই ব্যবহৃত হইত, পরে কর্ত্তৃ-কারকে নীত কর্ম্ম-পদকে সম্প্রদানে আনিয়া, ভাব-বাচ্যে প্রয়োগের রীতি আসিয়া যায়; যেমন—'* হউঁ দেক্খিজ্জই'='*মই দেখি জাই'='*মুই দেখিআ জাই'='আমি দেখা যাই'; পরে, 'আমাকে দেখা যায়'। উত্তম পুরুষে কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ প্রাচীন যুগে খুব কমই আছে. এ কথা এস্থলে বলা দরকার; ইহার কারণ এই যে, উত্তম পুরুষ হইতেছে সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বনাম; এবং যেখানে বাক্যে কিছুমাত্র অনির্দ্দিষ্ট-ভাব বিদ্যমান, সেই খানেই কর্ম্ম-বাচ্য ব্যবহৃত হওয়া স্বাভাবিক। প্রাকৃতের কর্ম্ম-বাচ্যের '-ইজ্জ-' প্রত্যয়ের সহিত আধুনিক ভাষার কর্ম্ম-বাচ্যে √ যা-ধাতুর যে যোগ আছে, তাহা Beames বীম্‌স্ লক্ষ্য করিয়া গিয়াছেন[১]। বাঙ্গলায় ক্রিয়ার যে শক্যতার ভাব √ যা-নিষ্পন্ন কর্ম্ম-বাচ্যে বিদ্যমান, তাহাতে প্রাকৃতের বিধিলিঙের প্রত্যয় '-এজ্জ-'র কিছু প্রভাবও আছে, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।

§ ৯-এর পারাগ্রাফে বলা হইয়াছে যে, মাগধী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে 'সংস্কৃত' '-য়-' প্রত্যয় (কর্ম্ম-বাচ্যে) '-ইঅ-' তে রূপান্তরিত হয়; '-ইজ্জ-', পশ্চিমা-প্রাকৃত ও পশ্চিমা-অপভ্রংশের রূপ। বাঙ্গলায় '-ইজ্জ-' > যা-ধাতুর প্রয়োগ পশ্চিমা-অপভ্রংশের প্রভাবের ফল বলিয়াই অনুমিত হয়।

§ ২১। [৩] 'আমাকে দেখন যায়।' এই-প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন, এবং চর্য্যাপদের বাঙ্গলা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক বাঙ্গলা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিলে। 'ধরণ ন জাই' (চর্য্যা ২), 'কহণ ন জাই' (৩৫), 'লেপন জায়' (৪); শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে—পৃঃ ৩৮ —'ললাট লিখিত খণ্ডন না জাএ'; ৫৮ পৃঃ—'প্রাণ ধরণ না জাএ।' মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ অজস্র। আধুনিক বাঙ্গলায়, পশ্চিম-বঙ্গের মৌখিক ভাষায় ইহার প্রয়োগ একটু বিরল হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে এই প্রাচীন বাক্য-রীতি পূর্ণ-ভাবে বিদ্যমান। অন্যান্য আধুনিক মাগধী ভাষাগুলিতে '-অন'-প্রত্যয়ান্ত নামের সহিত যা-ধাতু-যোগে নিষ্পন্ন এই বাক্য-রীতি আজ-কাল তাদৃশ মিলে না; ইহা বাঙ্গলা ভাষারই বিশেষত্ব; মৈথিলী মগহী ভোজপুরিয়াতে -'অল, -অব' প্রত্যয়ান্ত নামের, ও উড়িয়াতে '-ইবা' প্রত্যয়ান্ত রূপেরই প্রয়োগ বেশী।

'করণ জায়'—এইরূপ প্রয়োগের মূলে, 'সংস্কৃত যুগের' '-অনীয়-ক'-প্রত্যয়ান্ত পদের অস্তিত্ব অনুমান করা যাইতে পারে। 'করণীয়ক>করণিজ্জঅ>করণি জাএ>করণ জায়'; তদ্রূপ 'পঠনীয়ক>পঢনিজ্জঅ>পঢ়নি জায়>পড়ন, পড়ন যায়।' এই বিশ্লেষ-প্রক্রিয়ার মধ্যবর্ত্তী স্তরগুলি—'ই'-কার যুক্ত রূপ—বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না; কিন্তু তুলসীদাসের ভাষায় (মধ্য-যুগের আওধীতে)

১। Comparative Grammar of the Indo-Aryan Languages, III, pp. 73-74.

ইহা বিদ্যমান আছে ; যেমন, তুলসীদাসের রামায়ণে 'বরনি জায়', 'কহনি জাই' ইত্যাদি। মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় 'না যায় কহনে'—এইরূপ বাক্য পাওয়া যায় ; এখানে 'কহনে'র এ-কার, সম্ভবতঃ পূর্ব্বাবস্থার 'ই'-কারের চিহ্নাবশেষ হইতে পারে ('কহনিজ্জঅ>কহনি জাই>কহনে জায়')। '-অন-' প্রত্যয় যুক্ত নাম, +√যা—এইরূপ বিশ্লেষণ, বা বিশ্লিষ্ট বাক্য-রীতি, পশ্চিমা-প্রাকৃত হইতে পূর্ব্ব-দেশের ভাষায় (মাগধী প্রাকৃতে) আসিয়া যায়, এরূপ অনুমান হয়। এইরূপ বিশ্লেষ একবার গৃহীত হইয়া গেলে, নঞ্-অর্থক নিপাত 'না'- এর যোগে 'কহন না জায়', এইরূপ পদ্ধতি সহজেই রীতি-সিদ্ধ হইয়া যায়। 'না জায় কহন'—এই প্রকার বাক্যের উদ্ভব ঘটে। 'না কহন যায়', এই প্রকার প্রয়োগ চলিতে পারে না, কিন্তু 'কহন যায় না' চলে ; ইহার কারণ এই যে, নাম-শব্দকে মধ্যে আনিয়া, ক্রিয়ার বিশেষণ 'না'-কে ক্রিয়া হইতে দূরে আনিয়া বিচ্ছিন্ন করা, বাঙ্গলার রীতি নয়।

মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় কচিৎ অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়ার প্রয়োগও দেখা যায় : 'নিবার না যায় রে' (বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, পৃঃ ৯৮১), 'বোল না যায়', ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গলায় ইহার অনুরূপ প্রয়োগ নাই। খুব সম্ভব এখানে ন-কারের সক্ষলেখনে এইরূপ ঘটিয়াছে : 'নিবারণ না যায়' স্থলে 'নিবার না যায়'।

§ ২২। [৪] 'আমি দেখা পড়ি।' এই প্রকার প্রয়োগ বাঙ্গলায় প্রাচীন, কিন্তু ইহা একেবারে বাঙ্গলার বিশিষ্ট idiomatic প্রয়োগ। ইহাতে একটু আকস্মিকতা ও পরিসমাপ্তির সূক্ষ্ম দ্যোতনা থাকে। এই প্রয়োগ পুরা কর্ম্ম-বাচ্যের। 'দেখা' = আকারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া। 'পড়' ধাতুর এইরূপ কর্ম্ম-বাচ্যের প্রয়োগ, দ্রাবিড় ভাষায় পাওয়া যায় : ইহা আর্য্য ভাষার উপর দ্রাবিড়ের প্রভাবের ফল, তাহা জোর করিয়া বলা চলে না ; আর্য্য ও দ্রাবিড় দুই শ্রেণীর ভাষায় এইরূপ প্রয়োগ আধুনিক, এবং ইহাকে দুই শ্রেণীর ভাষা-ভাষীদের চিন্তা-প্রণালী একই মার্গ ধরিয়া চলিবার ফল বলিয়া বিচার করাই অধিকতর সমীচীন হইবে।

'আমাকে দেখা পড়ে'—'পড়' ধাতু-যোগে এইরূপ ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ বাঙ্গলায় অজ্ঞাত।

§ ২৩। [৫] 'আমাকে দেখা হয়।' এখানে 'দেখা' পদ, 'আ'-কারান্ত নাম-ক্রিয়া বলিয়া অনুমিত হয় : 'আমার সম্পর্কে দেখা-ক্রিয়া ঘটে।' 'দেখা' = দেখন, দর্শন, এই নাম-শব্দ এখানে 'হয়' ক্রিয়ার কর্ত্তা। এই প্রয়োগে, ক্রিয়ার ভাবটিই বাক্যের মধ্যে সর্ব্ব-প্রধান ভাব ; ইহার সহিত 'দেখা যায়' বা 'দেখা পড়ে', এই বাক্যের যদি তুলনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে বুঝা যায় যে, 'দেখা পড়ে' বাক্যে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপর বেশী ঝোঁক দেওয়া হইতেছে না, কিন্তু 'দেখা হয়'—ইহাতে 'দেখা'-ক্রিয়ার উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইতেছে। তুলনীয়—'দেখা গেল, দেখা পড়িল' = মাত্র দৃষ্টিগোচর হইল ; কিন্তু 'দেখা হইল' = সাক্ষাৎ-ক্রিয়া বা দর্শন-ক্রিয়া ঘটিল।

এই প্রয়োগ আধুনিক আর্য্য ভাষাগুলিতে অর্ব্বাচীন-কালে উদ্ভূত বলিয়া মনে হয়।

§ ২৪। [৬] 'আমি দৃষ্ট হই'। সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়-যুক্ত বিশেষণ সংযোগে গঠিত এইরূপ বাক্য-রীতি ভাষায় আধুনিক সৃষ্টি, এবং বইয়ের ভাষার বাহিরে এক-রকম অপ্রাপ্ত,—কৃত্রিম, পণ্ডিতী সৃষ্টি। অবশ্য, মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় এইরূপ প্রয়োগ বিরল নহে, কারণ সংস্কৃত '-ত'-প্রত্যয়ান্ত

ক্রিয়া-পদ বাঙ্গলায় অতি প্রাচীন কাল হইতেই শত শত আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; তবুও, ইংরেজীর অনুকরণে, আজকাল সাহিত্যের ভাষার ইহার বহু প্রচার ঘটিয়াছে অনুমান করা যায়।

§ ২৫। 'আছ্' ধাতুর সহিত 'আ'-কারান্ত বিশেষণ-ক্রিয়া ব্যবহার করিয়া কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। অব্যবহিত-পূর্ব্বে কৃত ক্রিয়া, যাহার ফল এখনও বিদ্যমান, তাহাকে জানাইবার জন্য এই প্রয়োগ; সাধারণতঃ অচেতন বা নপুংসক নামের সহিত ইহার ব্যবহার, এবং এই নাম-শব্দ আছ্-ধাতু-জ ক্রিয়ার কর্ত্তা: যেমন—'এ বই আমার পড়া আছে' = আমা-কর্তৃক পঠিত হইয়াছে, ও তাহার ফল এখনও বিদ্যমান; 'মাছ ধরা আছে' = মাছ ধরা হইয়াছে ও এখনও ধৃত অবস্থায় বিদ্যমান; 'এ কথা সকলের জানা আছে' বা 'ছিল' ইত্যাদি। বাঙ্গালায় এই প্রয়োগ নূতন বলিয়া মনে হয়।

§ ২৬। 'চল্' ও 'খা' ধাতু-দ্বয়-যোগেও বাঙ্গলায় কর্ম্ম-বাচ্য গঠিত হয়। এই প্রয়োগ-দ্বয় অতি মাত্রায় idiomatic অর্থাৎ বাঙ্গলার স্বকীয় প্রকৃতি-গত। 'দেখা চলে'—এখানে 'দেখা' অ-কারান্ত নাম-ক্রিয়া; তদ্রূপ 'বলা চলে' ইত্যাদি। এই প্রয়োগ কতকটা ভাব-বাচ্যের মতন—কর্ত্তা অজ্ঞাত, বা অনির্দ্দিষ্ট, বা অপ্রধান।

'খা' ধাতুর প্রয়োগ 'সহ্য' অর্থে—'মার খাওয়া' = প্রহৃত হওয়া; খালি 'মার' শব্দের (নাম-শব্দের) সহিত ইহার প্রয়োগ। অন্য আর্য্য ভাষায় 'খা' ধাতুর ও দ্রাবিড়েও (দ্রাবিড়ে 'উণ' ধাতুর) এইরূপ ব্যবহার পাওয়া যায়।

§ ২৭। আধুনিক বাঙ্গালায় কর্ম্ম-বাচ্য ও ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ মুখ্যতঃ অনির্দ্দিষ্ট-কর্তৃক। যেখানে আলাপ করিবার সময়ে লোকের 'তুমি' কিংবা সম্মান-সূচক 'আপনি', কোন্‌টা প্রয়োগ করা উচিত সে বিষয়ে বক্তার মনে দ্বিধা উপস্থিত হয়, সেখানে কর্তৃ-বাচ্য ব্যবহার না করিয়া, কর্ম্ম-বাচ্য বা ভাব-বাচ্য দ্বারা কাজ চালান হয়; যেমন—'কি করা হয়,' 'কোথা থাকা হয়' ইত্যাদি। 'ধরে নেওয়া যাক্'—প্রভৃতি অনির্দ্দিষ্ট-কর্তৃক বাক্যেও কর্ম্ম-বাচ্যেরই প্রয়োগ।

তুলনীয়—'এখানে দিয়ে যাওয়া যায় না' = কেহ যাইতে সক্ষম হয় না—শক্তি-জ্ঞাপক বাক্য 'যাওয়া যায়' = জাইজ্জই = গম্যতে; এ-ক্ষেত্রে বিশ্লিষ্ট-রূপ 'ইজ্জ'-প্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম-বাচ্য হইতে উদ্ভূত, এবং পশ্চিমের প্রাকৃতের প্রভাবে মাগধীতে আনীত; 'এখান দিয়ে যায় না' = সাধারণ নিষেধার্থক 'যায়' = জাইঅই—'ইঅ'-প্রত্যয়-সহযোগে নিষ্পন্ন খাঁটী বাঙ্গলার পুরাতন কর্ম্ম-বাচ্য।

[৩] বাঙ্গালা ভাষায় 'কর্ম্মণি' ও 'ভাবে' প্রয়োগ।

§ ২৮। হিন্দী প্রভৃতি পশ্চিমা ভাষায় সকর্ম্মক ধাতুর অতীত কালে কর্ত্তরি-প্রয়োগ অজ্ঞাত, কর্ম্মণি বা ভাবে-প্রয়োগই রীতি-সিদ্ধ। যেমন—

কর্তৃ-বাচ্যে অকর্ম্মক-ক্রিয়া—'রহ্, গয়া' = অসৌ গতঃ।

কর্ম্ম-বাচ্যে সকর্ম্মক ক্রিয়া	'উস্‌নে রাজা দেখা' = তেন রাজা দৃষ্টঃ।
	'উস্‌নে রাজা দেখে' = তেন রাজানঃ দৃষ্টাঃ।
	'উস্‌নে রানী দেখী' = তেন রাজ্ঞী দৃষ্টা।
	'উস্‌নে রানিয়াঁ দেখীঁ' = তেন রাজ্ঞ্যঃ দৃষ্টাঃ।
ভাবে সকর্ম্মক ক্রিয়া	'উস্‌নে রাজাকো দেখা' = তেন রাজ্ঞঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রাজাওঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞাং বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রানীকো দেখা' = তেন রাজ্ঞ্যাঃ বিষয়ে দৃষ্টং।
	'উস্‌নে রানিয়োঁকো দেখা' = তেন রাজ্ঞীনাম্ বিষয়ে দৃষ্টং।

অকর্ম্মক ক্রিয়ার ভাবে প্রয়োগ, যেমন 'উস্‌নে গয়া' = তেন গতম্, সাধু-হিন্দুস্থানীতে হয় না, কিন্তু ভাখা-হিন্দুস্থানীতে কচিৎ মিলে।

সকর্ম্মক অতীতের ক্রিয়া মূলে ত-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ-ক্রিয়ার স্থানীয়। ইহা কর্ম্মকে অনুসরণ করে, কর্ম্মের অনুসারে লিঙ্গ ও বচনে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; এবং কর্ত্তা, তৃতীয়া বা করণে ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাঙ্গলায় এইরূপ রীতি অজ্ঞাত; কিন্তু এখন অজ্ঞাত হইলেও, প্রা-বাংতে বিদ্যমান ছিল; পরে ক্রমে ক্রমে মধ্য যুগের বাঙ্গলায় কর্ম্ম বা ভাব-বাচ্যের প্রয়োগ লুপ্ত হয়, বাক্য কর্ত্তৃ-বাচ্যে আসিয়া যায়। চর্য্যাপদের কতকগুলি উদাহরণে ইহা বেশ বুঝা যায়; যথা 'খুণ্টি উপাড়ি মেলিলি কাচ্ছি': (৮) 'কাচ্ছি' স্ত্রী-লিঙ্গ, কাজেই 'মেলিলি'—ই-কারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ = খুণ্টকাং উৎপাট্য মেলিতা কচ্ছিকা; 'তোহর অন্তরে মোএ ঘলিলি হাড়েরি মালী' (১০) = তোর তরে মুই ঘলিলী হাড়েরী মালী = ময়া নিক্ষিপ্তা অস্থি-রচিতা মালিকা; 'সেজি ছাইলী, রাতি পোহাইলী' (২৮) = * শয্যিকা ছাদিতা, * রাত্রিঃ প্রভাতিতা; 'ঘরিণী লেলী' (৪৯) = গৃহিণী নীতা। অকর্ম্মক ক্রিয়ার অতীতে ক্রিয়া-পদ কর্ত্তার বিশেষণ হইত; এরূপ অবস্থা আদিম-মধ্য-যুগের বাঙ্গলায় কচিৎ রক্ষিত আছে; যেমন—শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে 'চলিলী রাহী' = চলিতা রাধিকা। পরে মধ্য-যুগে এইরূপ প্রয়োগ একেবারে অন্তর্হিত হয়। '-ইল-প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়ার অতীত রূপে সর্ব্বনাম-দ্যোতক প্রত্যয় সংযোজিত হইয়া, সংস্কৃতের 'অ-খাদয়-ৎ, আ-খাদয়-ঃ' প্রভৃতি তিঙন্ত-পদের মত, বাঙ্গলার ক্রিয়ার রূপ 'খা-ইল—অ' = খাইল 'খা-ইল—আ' = খাইলা, 'খা-ইল—আম্' = খাইলাম তে দাঁড়াইয়া যায়।

[৪] ণিজন্ত-রূপের কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহার।

§ ২৯। বাঙ্গলা ও অন্যান্য আধুনিক আর্য্যভাষায় ণিজন্ত-ক্রিয়া কর্ম্ম-বাচ্যে ব্যবহৃত হয়। এই প্রয়োগে একটু সক্ষমতার ভাব বিদ্যমান। হর্ন্‌লে ও তেস্‌সিতোরি এই প্রয়োগ লক্ষ করিয়া গিয়াছেন[১]।

১। Gaudian Grammar, § 484 : Notes on the Grammar of Old Western Rajasthani, (Indian Antiquary, 1914-16), § 140.

আধুনিক গুজরাটীতে অন্য-প্রকার কর্ম্ম বাচ্যের প্রয়োগ নাই, কেবল মাত্র এই ণিজন্ত-প্রয়োগেরই চলন আছে।

বাঙ্গলা ভাষায় উদাহরণ :—

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন—পৃঃ ৮৯—'সেহি এহা পথে মাহাদানী বোলাএ' =কথিত হয়); পৃঃ ১৮৬ 'যেহ্ না ছাড়াএ ষোল' (=বিক্ষিপ্ত হয়);

আধুনিক বাঙ্গলা—

'বেশ মানায়'; 'কথাটা ভাল শুনায় না'; 'কথাটা চাউরাইয়াছে'; 'সে ভাল মানুষ কহায় বটে, কিন্তু লোক সুবিধার নয়'; 'এতে কিন্তু দোষ খণ্ডায় না'; 'যত পরখায়, তত দোষ বার হয়'; 'ফুল পরিবার জন্য কান বেঁধায়'; 'এটা তত খারাপ দেখাবে না', ইত্যাদি। সাধারণতঃ এই সকল স্থানে অনির্দ্দিষ্ট-কর্ত্তৃকত্ব বিদ্যমান।

উড়িয়াতেও এইরূপ প্রয়োগ পাওয়া যায়; যথা—জগন্নাথ দাসের ধ্রুব-চরিত্র (কাঁথী সংস্করণ), পৃঃ ৮—'সে বোলাই পাটরাণী'; পৃঃ ৪৮—'দেবগণ মধ্যে তু বোলাউ সুনাশীর'; পৃঃ ২৬—'দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র-রাজ এ বোলাই,' ইত্যাদি।

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

[টিপ্পনী :—এই প্রবন্ধে আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী' বানান লিখিয়াছি। এতাবৎ সাধারণতঃ 'গুজরাতী, মরাঠী' লেখা হয়, আমি নিজেও শেষোক্ত দুই রূপই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী, মারহাট্টী (বা মারাঠী') লেখার পক্ষে; কারণ এই দুই রূপ হইতেছে বাঙ্গলা-ভাষার নিজস্ব রূপ। 'সংস্কৃত' পদ 'গুর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি : 'গুর্জ্জরত্রা > গুজ্জ-রত্ত > গুজরাত'; তাহা হইতে 'গুজরাতী,' এবং গুজরাটের লোকেরা এই দন্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করে। তদ্রূপ 'মহারাষ্ট্রী > মহারট্‌ঠী > মহরাঠী > মরাঠী'; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গলাতে আমরা 'গুজরাট' পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায় মূর্দ্ধন্য 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন বাঙ্গলা রূপ 'মহারাট্টী, মারহাট্টী' বা 'মারাঠী'; প্রাকৃত রূপ-বিশেষ 'মরহাঠী'ও মেলে। এই দুই দেশের নাম চলিত বাঙ্গলায় আমরা 'গুজরাট,' ও 'মারহাট্ট' বা 'মারাট্টা দেশ' বলিয়া থাকি; এই রূপ দুইটা আমাদের বাঙ্গলা ভাষার। গুজরাটীরা বা মারহাট্টারা কি লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গদেশের ও বঙ্গভাষার নাম 'বাঙ্গল', বাঙ্‌লা, বাংলা' বা 'বাঙ্গালা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না; তাহারা লেখে ও বলে 'বংগাল, বংগালী'। মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন 'গুজরাট' দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজরাথ, গুজরাথী'ই ব্যবহার করে, 'গুজরাত, গুজরাতী' কদাচও মারহাট্টীতে দেখি নাই। তদ্রূপ 'ওড়িয়া' পঞ্জাবী, অসমীয়া' ইত্যাদি না লিখিয়া, বাঙ্গলায় 'উড়িয়া, পাঞ্জাবী, আসামী' লেখাই সমীচীন মনে করি। 'হিন্দুস্থানী' শব্দকে বিশুদ্ধ উর্দু রূপ ধরিয়া 'হিন্দোস্তানী' লিখিলে, বাঙ্গলা ভাষায়

উপর উৎপীড়ন করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danishএর বদলে তত্তদ্-ভাষানুযায়ী 'বিশুদ্ধ' রূপ Fran§ais, Deutsch, Dansk লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না; তদ্রূপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ Anglais (ইংরেজ, আংরেজ) Allemand (এলেমান, জারমান) Danois (দিনেমার) ছাড়া আর কিছু প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নজীর দেখাইলে, বাঙ্গলা ভাষার তাবৎ তদ্ভব শব্দকে উক্ত নজীরের বলে বাঙ্গলা রূপ পরিত্যাগ করাইয়া আর কিছুর মূর্ত্তি ধরাইতে হয়। বরং 'গুজরাট, মারহাট্টি' প্রভৃতি পদই বাঙ্গলা ভাষার যথার্থ বিশুদ্ধি-রক্ষায় সহায়ক হইবে।]

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বৈজ্ঞানিক পরিভাষা *

[General Physics and Acoustics]

বাঙ্গালা ভাষার এত উন্নতি সত্বেও উহা অসম্পূর্ণ—এ ভাষায় বিজ্ঞানালোচনা সম্ভব নয়। অধুনা জগতের প্রায় সর্ব্বত্রই বিজ্ঞান লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সকল সভ্য জাতিই বিজ্ঞানালোচনা করিয়া কত উন্নতি করিতেছেন ও কত ধন্য হইতেছেন; আর আমাদের বিজাতীয় ভাষার সাহায্য ভিন্ন সেই আশা পূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। য়ুরোপীয় কোন ভাষা না জানিলে বিজ্ঞান শিখিবার বা শিখাইবার কোন উপায় নাই। ইহা আমাদের জাতির একটা কলঙ্ক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের ভাষায় পারিভাষিক শব্দের অভাববশতঃ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা এক রকম দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। উপযুক্ত পরিভাষা না থাকিলে, কেবলমাত্র প্রচলিত ভাষায় কখনও বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনা চলে না। বহুলভাবে বিজ্ঞানশাস্ত্রের প্রচার ও সম্যগ্ভাবে উহার বিকাশ যদি আমাদের দেশের লোকেদের মধ্যে করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে উপযুক্ত পরিভাষা প্রণয়ন আবশ্যক। মধ্যে মধ্যে বাঙ্গালা পরিভাষা-সম্বন্ধে সাহিত্য-পরিষদাদি স্থানে আলোচনা হইয়া গিয়াছে। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বাঙ্গালার কৃতী সন্তানগণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জ্যোতিষ ও রসায়নের জন্যই বেশী পরিশ্রম করিয়াছেন। তথাপি Physicsএর পারিভাষিক শব্দও কিছু কিছু তাঁহাদের নিকট হইতে পাওয়া যায়। অধ্যাপক অনাথনাথ পালিত মহাশয়ের সাহিত্য-সংহিতায় প্রকাশিত "বৈজ্ঞানিক পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ ও বাবু মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রণীত "পদার্থ-বিদ্যা" ও "পদার্থ-দর্শন" নামক পুস্তকদ্বয় হইতে আমি অনেকগুলি শব্দ লইয়াছি। এজন্য তাঁহাদের সকলের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র লাহা এম্ এ ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, বি এল্ প্রভৃতি বন্ধুগণ আমাকে এ বিষয়ে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদেরও নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র General Physics Acousticsএর পরিভাষা আলোচিত হইবে।

পরিভাষা প্রণয়নকালে সর্ব্বাগ্রে আমাদের দেখা উচিত, আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে তাহার কি আছে। সংস্কৃত শাস্ত্রাদিতে যাহা যাহা পাওয়া যায়, সেগুলি বজায় রাখিবার চেষ্টা করা আমাদের উচিত, কিন্তু যদি নব্য বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অর্থবিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে, সে স্থলে উহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া গ্রহণ করা দরকার। চলিত ভাষায় যে কথাগুলি পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈজ্ঞানিক অর্থের একটু আধটু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও, সেগুলি আমাদের জীবনে, আমাদের সাংসারিক ব্যাপারে এত জড়িত যে, তাহাদের আমরা ছাড়িতে পারি না। আবার কতকগুলি বিদেশী ভাষা-

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উনত্রিংশ বর্ষের পঞ্চম মাসিক অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

প্রচলিত নাম হয় ত আমাদের চলিত ভাষায় এমন চলিয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে বাঙ্গালা বলিয়াই মনে হয় ; তাহাদের বাঙ্গালা তরজমা আমাদের কর্ণে নূতন ও দুঃশ্রব করে। তাহাদের অক্ষরান্তরিত করিয়া লওয়াই শ্রেয়ঃ মনে হয়। আরও অনেক শব্দ আছে, যেমন কোন যন্ত্রের বিশেষ নাম —যদিও সেগুলি সাধারণের মুখে শুনা যায় না, সেগুলির তরজমা করা যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেবল অক্ষরান্তরিত করিয়া লইলেই চলিবে। আর একটী কথা, যে শব্দটী অক্ষরান্তরিত করিতে হইবে, তাহার প্রকৃত উচ্চারণটী অবিকৃত রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। এসব ভিন্ন সমস্ত পারিভাষিক শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন আবশ্যক। প্রণয়নকালে মনে রাখা উচিত যে, আমাদের ভাষা সংস্কৃতমূলক ; অতএব সংস্কৃত ধাতু ও শব্দের উপর প্রত্যয়াদি করিয়া য়ুরোপীয় পরিভাষা অবলম্বনে শব্দ-সৃষ্টি করিতে হইবে। বিজ্ঞানের ভাষাতেও অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি-দোষ মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য হয়। কখনও কখনও একটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায় ; আবার হয় ত একই অর্থে একাধিক শব্দও ব্যবহৃত হয়, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের পক্ষে প্রত্যেকটী তাহার একমাত্র নির্দ্দিষ্ট অর্থে সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদা ব্যবহৃত হওয়া উচিত। চলিত ভাষা হইতে শব্দ সংকলন করিবার সময় এ সব দোষের সম্ভাবনা আরও বেশী। অর্থাদির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখিতে গিয়া সময় সময় শ্রুতিকটুতা ও দুরুচ্চার্য্যতা দোষ আসিয়া পড়াও সম্ভব। তবে এই শ্রুতিকটুতাদি দোষ অভ্যাস ও পরিচয়ের সঙ্গে অনেক সময় কমিয়াও যায়। তথাপি যাহাতে শব্দগুলি ক্ষুদ্র ও সুখোচ্চার্য্য হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাঙ্গালা ভাষায় পরিভাষা প্রণয়ন করিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালীর প্রকৃতির উপর দৃষ্টি রাখা চাই। য়ুরোপীয় পরিভাষায় যে দোষ বা ভুল আছে, তাহা যেন অনুকরণ না করা হয়। এক সময় বৈজ্ঞানিকেরা gas ও vapourকে ভিন্নজাতীয় পদার্থ বলিয়া জানিতেন, কিন্তু এখন যখন উহা একজাতীয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, তখন আমাদের উহাদের জন্য দুইটা নামের সৃষ্টি করিবার কি প্রয়োজন ? ইংরেজি scale শব্দ বা spring শব্দ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়, আমাদের কিন্তু প্রত্যেক অর্থে এক একটী শব্দ স্থির করিতে হইবে। য়ুরোপীয় পারিভাষিক শব্দের অনুবাদকালে সেই শব্দ অপেক্ষা তাহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। Ether শব্দের মূল অর্থ দহন বা উহার সহিত সংস্কৃত ইধ্ ধাতুর সহিত জ্ঞাতিত্ব আছে বলিয়া, তদর্থ-বোধক কোন শব্দ Etherএর জন্য সৃষ্টি করিতে গেলে চলিবে না। উহার আধুনিক বৈজ্ঞানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উহার প্রতিশব্দ স্থির করিতে হইবে।

উক্ত দোষগুলি যথাসাধ্য নিরাকরণ করিবার চেষ্টা করিয়া, General Physics ও Acousticsএর কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ সঙ্কলন ও প্রণয়ন করিয়াছি এবং তাহাদের সম্যক্ বিচারার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ সমীপে উপস্থিত করিতেছি। একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না যে, আমার শব্দগুলিতে কোনরূপ অসঙ্গতি নাই—কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ নাই ; এ কথাও বলা চলে না যে আমার শব্দ অপেক্ষা উপযোগী শব্দ আর কেহ প্রণয়ন করিতে পারিবেন না। এক্ষণে বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী আমার শব্দগুলির ভ্রম-সংশোধন ও উন্নতি-সাধন করিয়া দিলে কৃতার্থ বোধ করিব।

বিজ্ঞানের ভাষাকে এ সকল দোষ হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আবার একথাও ঠিক যে, অসঙ্গতি বা উপযোগিতা লইয়া তর্ক-বিতর্ক চালাইলে, সে তর্কের অন্ত নাই। অতএব বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া, আমাদের কর্ত্তব্য, সকলে মিলিয়া যথাশক্তি পূর্ব্বোক্ত দোষাবলী হইতে মুক্ত করিয়া পরিভাষা প্রণয়ন করা এবং তাহার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া গ্রন্থরচনা ও জ্ঞান-প্রচারে নিজেদের নিযুক্ত করা।

Physics নামক বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমরা nature-সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকি। Nature এর বাঙ্গালা প্রতিশব্দ কি? Nature বলিলে যে যে অর্থ আমাদের মনে উদয় হয়, আমাদের ভাষায় "প্রকৃতি" শব্দটী সেই সেই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। এই স্থানে দার্শনিকগণ আসিয়া আপত্তি তুলিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ প্রকৃতি বলিলে সাঙ্খ্যদর্শনের প্রকৃতি আমাদের মনে হয় না, আমাদের natureই মনে হয়। অতএব natureএর অন্য কোন ভাল প্রতিশব্দ আমার মনে না আসায়, "প্রকৃতি"ই natureএর জন্য স্থির করিয়াছি। তাহা হইলে Physicsকে "প্রকৃতিবিজ্ঞান" বলা যাইতে পারে। Physicsএর জন্য পদার্থবিদ্যা, পদার্থদর্শন, ভূতবিদ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই সেই স্থলে বোধ হয়, matterকে পদার্থ বা ভূত বলা হইয়াছে। কিন্তু এই প্রবন্ধে matterকে জড়পদার্থ নাম দেওয়া হইয়াছে। অবশ্য বলিতে পারেন যে, Physicsকে তাহা হইলে জড়পদার্থ-বিজ্ঞান বা জড়পদার্থবিদ্যা বলা হউক; কারণ, প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা এই জড়পদার্থ অবলম্বনেই ঘটিয়া থাকে। তথাপি এটাও ঠিক যে, Physicsএ আমরা কেবলমাত্র জড়পদার্থের গুণাবলী বুঝিয়াই ক্ষান্ত হই না, প্রকৃতিতে যাহা কিছু ঘটনা ঘটে, সমস্তই বুঝিবার চেষ্টা করি, যে শক্তি (energy)-বলে ঘটনাগুলি ঘটিতেছে, তাহারও ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও ভিন্ন ভিন্ন গুণাবলীর আলোচনা করি। এই সকল কারণে প্রকৃতিবিজ্ঞান কথাটি ভাল লাগিতেছে।

বাহুল্য-ভয়ে প্রত্যেক শব্দের উপযোগিতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা না করিয়া, নিম্নে শব্দগুলির তালিকা দেওয়া গেল।

পারিভাষিক শব্দের তালিকা

(General Physics and Acoustics)

A

Acceleration—বেগোপচয়।

— angular—কৌণিক বেগোপচয়।

Acoustics—নাদবিজ্ঞান।

Action—ক্রিয়া।

Adhesion—সংসক্তি।

Adiabatic—নিত্যতাপাবস্থা।

Aeroplane—সপক্ষ বিমান।

—Plane of the—পক্ষ।

—Monoplane—একপক্ষ বিমান।

—Biplane—দ্বিপক্ষ বিমান।

—Triplane—ত্রিপক্ষ বিমান।

Affinity—অনুরক্তি।

Airship—পোত-বিমান।

Amplitude (of a vibration)—প্রসার।
Analysis—বিশ্লেষণ।
Anti-clockwise—বামাবর্ত্ত।
Artesian well—আর্ত্তেয়স কূপ।
Atmosphere—বায়ুমণ্ডল।
Atmosphere, one—একগুণ বায়ুচাপ।
Atmospheric pressure—বায়ুচাপ।
Atom—পরমাণু।
Attraction—আকর্ষণ।
Axis (of a figure)—অক্ষ।
Axis (coordinate)—নিয়ামিকা।

B

Balance—তুলাযন্ত্র।
—Hydrostatic—গুরুত্বমাপক তুলাযন্ত্র।
—Spring—তুলাস্প্রীং।
Baloon—ব্যোমযান।
Barometer—বায়ুচাপমান।
Beats—তরঙ্গস্পন্দন বা স্বরস্পন্দন।
Body—মূর্ত্ত পদার্থ।
Bow (for the violin)—ছড়ি।
Breaker—তরঙ্গভঙ্গ।
Bridge (of a sonometer)—আড়ি।
Buoyancy—উৎপ্লাবকত্ব।

C

Capillarity—কৈশিকতা।
Capillary force—কৈশিকাকর্ষণ।
Centrifugal force—কেন্দ্রাপসারী বল।
Centripetal force—কেন্দ্রাভিমুখী বল।
Characteristic property—প্রকৃতি-নির্দ্দেশক গুণ।
Character (of a musical sound)—ভাব।
Circle—বৃত্ত।
Circle of reference (of an S. H. M.)—ছন্দোবদ্ধ গতিসম্বন্ধীয় বৃত্ত।
Circumference—পরিধি।
Clip—টিপকল।
Clockwise—দক্ষিণাবর্ত্ত।
Closed figure—বদ্ধ ক্ষেত্র।
Coefficient—নিত্যগুণক।
Cohesion—সংহতি।
Column—স্তম্ভ।
Commensurable—পরিমেয়।
Compound—যৌগিক পদার্থ।
Compressibility—সঙ্কোচ্যতা।
Condensation (the act of making dense)—ঘনকরণ।
Condensation (in a wave)—সঙ্কোচন।
Conjugate points—যুগবদ্ধ বিন্দুদ্বয়।
Conservation of energy—শক্তিসমষ্টির সনাতনতা।
Conservative system of forces—সনাতন বলসমবায়।
Constant—নিত্য।
Coordinates—স্থিতিনির্দ্দেশক রেখা।
Couples—বলযুগ্ম।
Crane—উত্তোলক।
Crest (of a wave)—তরঙ্গশীর্ষ।
Crovas' disc—ক্রোভার ডিস্ক্।
Crystal—শর্করা।
Cylinder—চোঙ্গ।

D

Density—ঘনতা।
Dial—ফলক।
Diffraction—ব্যাবর্ত্তন।

Diffusion—বিসর্পণ।
Dimensions—ব্যাপ্তিমান।
Direction (of a force)—দিক্।
Discover—আবিষ্কার করা।
Displacement—স্থানভ্রংশ।
Dissipation—অপসারণ।
Divisibility—বিভাজ্যতা।
Dry air—নির্জ্জল বায়ু।
Ductility—তান্তবত্ব।
Dynamics—গতি-বিজ্ঞান।

E

Ear—কর্ণ।
Ear-drum—কর্ণপটহ।
Eccentric circles—অসমকেন্দ্রিক বৃত্ত।
Eccentric point—কেন্দ্রাতিচারী বিন্দু।
Eccentricity—কেন্দ্রাতিচরণ।
Echoe—প্রতিধ্বনি।
Efficiency (of a machine)—দক্ষতা।
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা।
—Modulus of—স্থিতিস্থাপকতার নিত্যগুণত্ব।
Electron—তড়িদণু।
Element—মূলভূত।
Endosmore—অন্তর্বাহ।
Energy—শক্তি।
—Potential—প্রচ্ছন্ন শক্তি।
—Kinetic—প্রকট শক্তি।
Equilibrium—সাম্য ভাব।
—Neutral—উদাসীন সাম্যভাব।
—Stable—স্থায়ী সাম্যভাব।
—Unstable—অস্থায়ী সাম্যভাব।

Ether—ব্যোম।
Exhausted—বিরলীকৃত ; নিঃশেষিত।
Exosmose—বহির্বাহ।
Experiment—পরীক্ষা।
Extension—ব্যাপকতা।

F

Filtration—নিস্রাবন।
Fire-engine—দমকল।
Float—ভেলা।
Flask—ফ্লাস্ক।
Flexure—নমনীয়তা।
Foot bellows—পায়ে চালান হাপর ; ভস্ত্রা ; যাঁতা।
Force—বল।
— component—কারণ বল।
—external—বহির্বল।
—internal—অন্তর্বল।
—parallel—সমান্তর বল।
—centre of—সমান্তর বলকেন্দ্র।
—like—সমমুখ সমান্তর বল।
—unlike—বিপরীতমুখ সমান্তর বল।
—parallelogram of—বলসমান্তরিক।
—resolution of—বলবিশ্লেষণ।
—resolved—বিশ্লিষ্ট বল।
—resultant—সঙ্ঘাত বল।
—triangle of—বলত্রিভুজ।
Forced vibration—অনুরণন।
Frequency—কম্পনসংখ্যা।
Friction—ঘর্ষণ।
Fulcrum—অবলম্ব বিন্দু।

G

Gas—বাষ্প।

Graph—চিত্রলেখ।

Gravitation—মাধ্যাকর্ষণ।

Gravity—ভূমধ্যাকর্ষণ।

—centre of—ভারকেন্দ্র।

H

Handle—হাতল।

Hardness—কাঠিন্য।

Hare's apparatus—হেয়ার যন্ত্র।

Harmonic motion—ছন্দোবদ্ধ গতি।

—simple—সহজ ছন্দোবদ্ধ গতি।

Harmonies—সপ্তকান্তর ধ্বনি।

Helicopter—হেলিকপ্টার।

Hermetically fitted—দৃঢ়বদ্ধ।

Heterogeneous—বিষম ধর্ম্মাঙ্গ।

Homogeneous—সমধর্ম্মাঙ্গ।

Horizon—ক্ষিতিজ তল।

Horizontal—ক্ষিতিজ সমান্তরাল।

Horizontally—ক্ষিতিজ সমান্তরালে।

Horse power—অশ্বক্ষমতা।

Hydraulic tourniquest—বারিভ্রমী।

Hydraulic press—বারিচাপ যন্ত্র।

Hydrometer—ঘনতা-মাপক।

—constant immersion—নির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

—variable immersion—অনির্দ্দিষ্ট নিমজ্জনাংশ ঘনতা-মাপক।

Hydrostatics—দ্রবস্থিতিবিজ্ঞান।

I

Impact—অভিঘাত।

Impenetrability—অভেদ্যতা।

Impulse—নোদনা।

Impulsive force—হঠবল।

Incidence—আপতন।

Incident angle—আপতন কোণ।

Incident ray—আপতনশীল রশ্মি।

Inclination—অবনতি।

Inclined plane—ক্রমনিম্ন সমতল।

Index (as in the Aneroid barometer, galvanometer &c.)—কাঁটা।

Index (as in the optical bench)—চিহ্ন।

Inertia—জড়তা।

Initial position—আদি স্থান।

Interference—constructive—উপচায়ক অধিসন্নিবেশ।

—destructive—সংহারক অধিসন্নিবেশ।

Intermittent fountain—সবিরাম উৎস।

Intermolecular space—অণু-ব্যবধান।

Intersection—ছেদ।

Interval—অবসর।

Invent—উদ্ভাবন করা।

Isochronous—সমকালব্যাপী।

Isothermal—নিত্যোষ্ণতাবস্থা।

J

Jet—নির্ঝর।

L

Lactometer—ল্যাক্টোমিটার।

Law—নিয়ম; বিধি।

Level—সমতল; জলসমক্ষেত্র।

Lever—দণ্ডযন্ত্র।

—arms of—যন্ত্রের ভুজ।

—fulcrum of—দণ্ডযন্ত্রের অবলম্ব বিন্দু।

Limiting Value—চরম মান।

Limits of audibility—শ্রুতিশক্তির সীমা।
Line—রেখা।
—curved—বক্র রেখা।
—straight—সরল রেখা।
Liquid (adj.)—তরল; দ্রব।
Liquid (noun)—দ্রব।
Loop (of a wire &c.)—বলয়।
Loop (as in a stationary wave)
—চলক্ষেত্র।
Loudness (of a musical sound)
—প্রবলতা।

M

Machine—যন্ত্র।
Malleability—ঘাতসহত্ব।
Manometre flame—সংস্ফোন্মুখ শিখা।
Mass—জড়মান।
Matter—জড় পদার্থ।
Mean position (e. g. of an S. H. M)
—মধ্যবর্ত্তী স্থান।
Medium—বাহক।
Mixture—মিশ্র পদার্থ।
Molecule—অণু।
Moment—আবর্ত্তন প্রবণতা।
Momentum—সমগ্র বেগ।
Motion—গতি।
Mouth piece (of an organ pipe)—
মুখ।
Musical scale—স্বরগ্রাম।
Musical sound—সুশ্রাব্য স্বর।

N

Natural phenomenon—প্রাকৃতিক ঘটনা।
Nature—প্রকৃতি।
Node (as in a stationary wave)
—স্থির ক্ষেত্র।
Noise—কোলাহল।
Note—স্বর।

O

Observation—পর্য্যবেক্ষণ।
Organ pipe—শুষির।
—closed—বদ্ধ শুষির।
—open—মুক্ত শুষির।
Origin—উৎপত্তি-বিন্দু।
Oscillation—আন্দোলন।
—Centre of—আন্দোলন কেন্দ্র।
Osmose—প্রতিবাহ।

P

Parachute—প্যারাচুট।
Particle—কণা।
Pendulum—দোলক।
—bob of—দোলক দুল।
—Compound—স্থূল দোলক।
—length of—দোলক দৈর্ঘ্য।
—Simple—আদর্শ দোলক।
Period (of vibration)—কম্পনকাল।
Phase—দশা।
Phase difference—দশান্তর।
Phenomenon—ঘটনা।
Phonograph—ফনোগ্রাফ।
Physics—প্রকৃতি-বিজ্ঞান।
Pipette—নলিকা।
Piston—চাপদণ্ড।
Pitch—সুর।
Plumb line—ওলন।
Pneumatics—বাষ্প-বিজ্ঞান।

Point—বিন্দু।
—of application—প্রয়োগ-স্থল।
—of support—আশ্রয়-স্থল।
—of suspension—প্রলম্বন-স্থল।
Pores—অন্তর।
Porosity—সান্তরতা।
Position—অবস্থিতি।
Power—ক্ষমতা।
—Horse—অশ্ব-ক্ষমতা।
Pressure—চাপ।
—Centre of—চাপকেন্দ্র।
Principle—মত।
Projectile—ক্ষেপণী।
Projection—অধিক্ষেপণ।
Propeller—প্রচালক।
Pulley—কপিকল।
Pump—Air—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্র।
—Receiver of—বায়ুনিষ্কাশন-যন্ত্রের আধার।
—Gauge—বায়ু নিষ্কাশন-মান।
—Common (suction)—জলশোষণ-যন্ত্র।
—Condensing—বায়ুপূরণ-যন্ত্র।
—Force—জলোৎক্ষেপণ-যন্ত্র।

Q

Quality (of a musical sound)—ভাব।

R

Rack and pinion—র‍্যাক ও পিনিয়ন।
Radian—সমত্রিজ্যা কোণ।
Rarefaction (of goses)—বিরলতাপাদন।
Rarefaction (in a wave)—প্রসারণ।
Rate—হার।
Ratio—অনুপাত।
Reaction—প্রতিক্রিয়া।
Reed—জিহ্বা; পাতা।
Reed instrument—সজিহ্ব শুষির।
Reflected angle—প্রতিফলিত কোণ।
Reflected ray—প্রতিফলিত রশ্মি।
Reflection—প্রতিফলন।
Refracted angle—বিবর্তিত কোণ।
Refracted ray—বিবর্তিত রশ্মি।
Refraction—বিবর্তন।
Repulsion—বিপ্রকর্ষণ।
Resistance—বাধা।
Resolution—বিশ্লেষণ।
Resonance—সহজানুরণন।
Resonator—সহজানুরণক।
Rest—বিরাম।
—Absolute—নিরপেক্ষ বিরাম।
—Relative—সাপেক্ষ বিরাম।
Retardation—প্রতিবন্ধ বেগ।
—Angular—প্রতিবন্ধ কৌণিক বেগ।
Rigid body—দৃঢ় বস্তু।

S

Savart's Toothed Wheel—সাভার্টের দণ্ডচক্র।
Scale—মানদণ্ড; মাপকাঠি।
Scale (of measurement)—মানধারা।
Scale (musical) স্বরগ্রাম।
Screw—ইস্ক্রুপ, স্ক্রু।
Screw (machine) স্ক্রু-যন্ত্র।
Section—ছেদ।
—Cross—অনুপ্রস্থ ছেদ।
—Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য ছেদ।
—Oblique—তির্য্যক্ ছেদ।

Sensitive flame—সংবেদী শিখা।
Shadow—ছায়া।
Shape—আকার।
Siphon—বক্রনালী।
Soap film—সাবানের ঝিল্লি।
Solid—কঠিন।
Sonometer—তারযন্ত্র।
Sound—শব্দ; নাদবিজ্ঞান।
Space—অনন্তাকাশ।
Specific gravity—আপেক্ষিক গুরুত্ব।
Specific gravity bottle—আপেক্ষিক গুরুত্বমাপক শিশি।
Speed counter—বেগমান।
Sphere—গোলক।
Spiral (like the watch spring)—কুণ্ডলী।
Spiral (solenoidal)—বেষ্টনী।
Spring—(fountain)—উৎস।
Spring (the elastic body)—স্প্রীং।
Standard—আদর্শ।
Statics—স্থিতিবিজ্ঞান।
Stationary wave—অপরিবর্ত্তনশীল তরঙ্গ।
Steelyard—তুলাদণ্ড (তুলদাঁড়ি)।
Stop cock—কলছিপি।
Stratum—স্তর।
Suction—শোষণ।
Surface—তল; পৃষ্ঠ।
—Area of a body—কোন বস্তুর বহিস্তল।
—Curved—বক্রতল।
—Plane—সমতল।
Superposition (of waves)—অধিসন্নিবেশ।
Syren (Cagniard dela Rive's)—সাইরেন।
Syren (Seebeck's)—সেবেকের সাইরেন।
Syringe—পিচকারী।

T

Tenacity—সংগ্রাহকতা।
Tension—টান।
Theory—বাদ।
Timber (of a musical sound)—ভাব।
Tone—ধ্বনি।
—Fundamental—স্ফুট ধ্বনি।
—Upper partial—উপধ্বনি।
Torsion—মোটন (মোচড়ান)।
Transmissibility (of pressure)—চাপসঞ্চালন।
Trough (of a wave)—তরঙ্গপাদ।
Tuning fork—(সুর মিলাইবার) দ্বিশাখ যন্ত্র।

U

Unison—সুরের মিল।
Unit—একক।
—Absolute—নিরপেক্ষ একক।
Vacuum—শূন্য দেশ।
Valve—কপাট।
Vapour—বাষ্প।
Velocity—বেগ।
—Uniform—সমবেগ।
—Varied—বিষম বেগ।
—Angular—কৌণিক বেগ।
Uniform—কৌণিক সমবেগ।
Varied—কৌণিক বিষম বেগ।
Rectilinear—সরলরৈখিক বেগ।

Vernier—বর্ণিয়ার যন্ত্র।
Vertical—লম্ব।
 —Angle—উন্নতি।
 —Plane—লম্বতল।
Vibration—কম্পন।
Vibroscope—ভাইব্রোস্কোপ।
Viscosity—আশ্যানতা।
Volume—আয়তন।
Water mill—জলচক্র।
Wave—তরঙ্গ।
 —Form curve—তরঙ্গ-রেখা।
 —Front—তরঙ্গাগ্র।
 —Length—তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য।
 —Longitudinal—আনুমার্গিক তরঙ্গ।
 —Machine—তরঙ্গ প্রদর্শক যন্ত্র।
 —Transverse—আনুপার্শ্বিক তরঙ্গ।
Weather glass or Wheel barometer—আবহাওয়া ঘড়ি।
Weight—ভার।
Weight—বাটখরা।
Well—কূপ।
 —Artesian—আর্ত্তিয়ন্ কূপ।
Wedge—কীলক যন্ত্র।
Wheel and axle—অক্ষচক্র যন্ত্র।
Wind refraction—বায়ুপ্রবাহজ বিবর্ত্তন।
Work—কর্ম্ম।
Zeppelin—জেপলিন নামক পোতবিমান।

শ্রীদ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়

অবিলম্বে শুভক্ষণে শুভলগ্ন কয়।
অভিষেক কর সবে রাম গুণাকর॥
আজ্ঞা পায়ে পাত্রগণ হরষিত মনে।
আনন্দিত হয়ে পড়ে রাজার চরণে॥

যথা,—

কেকই বলিল শুন ধর্ম্মশীল রাম।
সুমন্ত্র রাজারে কৈল তোমার প্রণাম॥
সত্য বাক্যে বদ্ধ হয়ে রাজা মহাশয়।
তোমার বিচ্ছেদে হৈলেন ব্যাকুলহৃদয়॥
রাজ্য ছাড়ি সীতা লক্ষ্মণ তুমি বনে জাবে।
আপনার মুখে রাজা কেমনে বলিবে॥
বিরলে বসিয়ে রাজা দুঃখ ভাবেন চিত্তে।
কি কারণে জাবে রাম রাজার সাক্ষাতে॥
তবে তোমার ইচ্ছা নহে রাজ্য ছাড়ি জাইতে।
বৃদ্ধকালে পিতৃসত্য বিফল করিতে॥
অধর্ম্ম অজস চাহ রাখিতে সংসারে।
তবে গিয়ে দরশন করহ রাজারে।
কেকইর নিষ্ঠুর বাণী শুনিয়ে শ্রীরাম।
পিতার চরণে কৈলেন সহস্র প্রণাম॥
রাজগৃহ প্রদক্ষিণ করি তিনজনে।
পুনরপি প্রণাম করিলেন সাবধানে॥
কেকই মাতারে প্রণমিয়ে বারি বারে।
চলি গেলেন তিন জন সুমিত্রার পুরে॥

(পৃ০ ১২।১)

জয় রঘুনন্দন অযোধ্যার প্রাণধন
তিলে আধ না দেখিলে মরি।
নয়নপুথলি রাম রূপ দুর্ব্বাদলশ্যাম
এবে কি না হলে বনচারি॥
অগ্রে আমি জদি জানি বৈরি মোর কেকই রাণী
তবে কেনে জাইব বিশ্বাস।
প্রকারে সত্য করাইল ধন প্রাণ সব নিল
রামেরে পাঠালে বনবাস॥
তুমি পুত্র গেলে বনে কি করিবে সিংহাসনে
রাজ্যখণ্ডে কোন প্রয়োজন।
এত বলি নৃপবর খেদান্বিত অন্তর
ঘন বলে না রহে জীবন॥
শ্রীরাম পাঠায়ে বনে কান্দে রাজা রাত্রিদিনে
প্রবোধ না মানে কোন মতে।
কৌশল্যা সুমিত্রা রাণী কহিয়ে মধুর বাণী
নিবেদন লাগিলেন করিতে॥
পূর্ব্বে না চিন্তিলেন ধর্ম্ম ঘটিল এমত কর্ম্ম
বনে পাঠাইলেন রামধন।
বিধাতার মনে জাহা অবশ্য ঘটয়ে তাহা
শান্তনা করুণ নিজ মন॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কয় রাম কেনে বনে জায়
রাবন দুরন্ত অতিশয়।
রাবনের বংশ জাবে ত্রিভুবনে জশ রবে
এই ভেবেছেন দয়াময়॥'

(পৃ০ ১৪।২-১৫।১)

অন্য,—

তত্য পর তুলসীকানন তথা হেরি।
জিজ্ঞাসিলেন রঘুনাথ কণ্ডক্রত করি॥
পিণ্ড প্রদানের কথা আন বিবরণ।
তুলসী কহিলেন জেমন কয়েছেন ব্রাহ্মণ॥
ক্রোধ করিয়ে সীতা কহিলেন তাহায়।
তব পত্র নারায়ণের বাঞ্ছিত সদায়॥
অপবিত্র স্থানে রবে দুঃখিত হইবে।
প্রকাল কুক্কুর মূত্র পুরিষ তেজিবে॥
অবশিষ্ঠ বটবৃক্ষ আইলেন নিকট।
ভাবিয়ে বুঝিলেন সতী দেবীর শঙ্কট।
জথার্থ বচন সে কহিল বার বার।
পিণ্ড লইয়ে গেলেন জনক তোমার॥
ধনলোভে মিথ্যা প্রথম কহিলেন ব্রাহ্মণ।
ব্রাহ্মণের অনুরোধে কহিলেন দুইজন॥

আমি জদি মিথ্যা কই ভালো কর্ম্ম নয়।
অন্তর্যামি নারায়ণ জানেন তাহায়॥
শত কোটি জন্ম তপ করয় জে জন।
সত্যবাদী সম সে না হয় কখন॥
এত শুনি জানকী হরিষ হইলেন।
সন্তোষ হইয়ে দেবী তাহাকে কহিলেন॥
চিরকাল সুশীতল হইবে এমন।
নিপত্র না হবে শাখা তোমার কখন॥
সুশীতলে রাখিবে জে জাবে তব তলে।
আনন্দেতে থাকিবে সর্ব্বদা পত্র ফলে॥
এইরূপে আশীর্ব্বাদ করিয়ে তাহায়।
বিদাই দিলেন তারে আনন্দ হৃদয়॥
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতে কন অমৃত বচন।
মন দিয়ে শুন সবে গীত রামায়ণ॥

৩১। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪ × ৪৳ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা ৫৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ।

আদি,—

আন্তকাণ্ডে রামের জর্ম্ম সিতা দেবির বিভা।
অজধ্যায় বনবাস ভরথের রাজ্য দিয়া॥
হরি হরি বলরে সকল বন্ধু জোন।
অজধ্যাকাণ্ড অমৃতভাণ্ড করহ শ্রবন॥
রামচন্দ্র ডুবরাজ[১] দসরথ রাজা।
পুত্রের সোমান জে পালন করে প্রজা॥
অকালমৃত্যু নাহি রাজ্যে জসের[২] নাহি ডর।
লোকের পরমাই দস হাজার বৎসর॥
মহারাজ দসরথ বড় পুন্নবান।
জার পুত্র আপুনি জর্ম্মেছেন ভগবান॥
অবতিন্ন হইয়াছেন ছাড়িয়া গোলোক।
রঘুনাথের জস কিত্তী ঘোসে তিন লোক॥
নয় বৎসরের কালে তাড়কাবধ করেন রাম।
পদরেণুতে মুক্ত কৈলেন অহল্যা পাসান॥
রাক্ষ্যস মারিয়া রাম মুনি জজ্ঞ রাখি।
ধনু[ভঙ্গ] করি বিভা করিলা জানকি॥
পথেতে ভৃগুর তেজ রাম নিলা হর্‌য়া।
রামের জস কিত্তী লোক দেখে নয়ান ভর্‌য়া॥
হস্তীনা নগরে রাজা কেকৈই নরবর।
অজধ্যা পাঠাইয়া দিল আপন কোঙর॥
রাজারে কহিও বাছা আমার আশীর্ব্বাদ।
বোলো তোমার পুত্র দেখিতে রাজা
করেছেন সাধ॥
বহুমুল্য ধন দিয়া পাঠাইল দুত।
জত্ন করিয়া তার আনিবে চারি সুত॥
বিদায় হইল দুত রাজার সাক্ষাতে।
রথে আরোহন হয়্যা চলিল ত্বরিতে॥
অজধ্যাতে হস্তীনাতে তিন দিনের পথ।
পবন গমনে সারথী চালাইল রথ॥

মধ্য,—

পাত্র প্রজালোক জত করে হায় হায়।
অজধ্যা আন্ধার করে রাম বনে জায়॥
বালক বিৰ্দ্ধ জুবা সব ছাড়য়ে নিশ্বাষ।
কোন বিধি করিলেক রামের বনবাস॥
সভে বলে কেকৈয়ের মাথায় পড়ুক বজ্জর।
রাম বনে পাঠাইল এ চোদ্দি বৎস্বর॥
অজধ্যার ঘর দ্বার ফেলাব ভাঙ্গিয়া।
রাজ্য করুক দসরথ কেকৈইকে লয়্যা॥
আর কেহ বাস না করিব এই দেসে।
রামের সঙ্গেতে সভে জাব বনবাসে॥

১। ডুবরাজ—যুবরাজ; পশ্চিম রাঢ়ে প্রচলিত।
২। 'যমের' হইবে বোধ হয়।

সম্বরিতে নারে কেহ নয়ানের জল।
নদনদি সরবরে সুখাইল জল॥
হস্তি দানা ত্যাগ কৈল ঘোড়ায় না খায় ঘাস।
রাম সোকে কান্দে সবে নিত্য উপবাস॥
পক্ষ সব ডালে বস্যা করয়ে ক্রন্দন।
হায় রাম লক্ষন ডাকিছে সর্ব্বক্ষন।
কিত্তিবাশ গান মহামুনির পুরান।
সুনিতে অপুর্ব্ব কথা সুধার সমান॥
রাম কোন বনে জাবে রে কি হবে রে॥

আদিবাস করিলাম কাল শ্রীরামেরে দিতে ভাল
এই ছত্র নব দণ্ড।
কুজির সঙ্গে কুমন্তনা করি
কেকৈ হল পাশণ্ড॥
আনন্দিত প্রজা রাম হবে রাজা
পাত্র লোকের উল্লাস।
কেকৈ পাসণ্ডি পাসণ্ড হইল
রামকে পাঠায় বনবাস॥
এক পুত্র না ছিল চার পুত্র হল
দেব মুনি সভার বরে।
পাতিএ হাটখানি বসাতে নাহি পেলাম
দারুন কেকৈয়ের ডরে॥
রামকে দেখিতে বড় সাধ লাগে রে
* * * ।
এ ঘর সরবস সকলি দিব জে
মোর রামকে রাখিবে॥
আরে মোর রাম গুনের নিধিরে।
না ভাবি পরিনাম হারাইলাম রাম
বিবাদ লাগিল বিধিরে॥

ফের ধুয়া॥

আরে মেরে রাম চলেঙ্গে বনবাসে
হে ধিক জিবনং ধিক জিবনং॥

জো সিরমে হেম মুকুট বিরাজে
ঝলকত মুকুতাকি দাম।
সো সিরমে হাম তাত বহেঙ্গেছ
জটা বনাঅেঙ্গে মের রাম॥
জো মুখমে পান মিঠাই না রুচে
ভোজন য়মরিত বিলাস।
শো মুখমে কেশে ফল ফুল রুচঙ্গে
কেশে সহেঙ্গে পিআশ॥
জো কটিতটমে হেম পাট্টি শোহে
নষ্ট মুরতি জুতি জাল।
শো কটিতটমে কেশে পরেঙ্গে রাম
বিপিনাক্রমিকা থাল॥
জো পগমে হেম পুঞ্জনি শোহে
মৃণাল ক্রমেন্দু (?) লাজ।
শো পগনে রাম কেশে ফেরেঙ্গে হো
বিপিন কণ্টক বনমাঝ॥ * ॥

নাচাড়ি॥

রানি ধরিয়া রাজার পায় শোকে গড়াগড়ি জায়
বনবাস জায় বাছা রাম।
তোমার কঠিন হিয়া দয়া নাহি মুখ চায়া
কেমনে ধরিবে নিজ প্রান॥
জানকি জনকসুতা কনক কমল লতা
দেখে প্রান ধরিতে না পারি।
ভরথে রাজত্ত দেহ সম্পদ সকল লেহ
বাছারে না কর বনচারি॥
আমি জপি কাত্যায়নি রাজা হব রঘুমনি
তাহে বিধি হইলা নৈরাশ।
আমার মাথাটি খায়্যা কেনে সত্য বন্দি হয়্যা
কেন রাম পাঠাও বনবাশ॥
দুখের উপরে দুখ না দেখিব রামমুখ
শিতা মুখ না দেখিব আর।

আমার করম দোশে রাম জাবেন বনবাশে
অজধ্যা করিয়া অন্ধকার ॥
রানি পড়িয়া ধরনিতলে ভাশে নয়ানের জলে
উচ্চাশ্বরেতে কান্দে রানি।
নয়ানে বহিছে লোর সুন্ন হইল কোল
কিবা লয়্যা বরিখ[১] রজনি ॥
রাম হেন গুননিধি দিয়া বঞ্চিত কৈল বিধি
শোকে রানি ছাড়েন নিশ্বাষ।
বাল্মিকের চরন শিরে করি বন্দন
নাচাড়ি রচিল কিত্তিবাশ ॥
(পৃ° ২১।২—২২।২)

৩২। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৫। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০-১১ পঙ্ক্তি। লিপিকাল সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।
সর্ব্বাংশে ২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

৩৩। রামায়ণ- অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৩৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৯ সাল। সম্পূর্ণ।
২৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

১। 'বঞ্চিব' হইবে বোধ হয়।

৩৪। রামায়ণ—অযোধ্যাকা ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪×৪½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২৩-২৭,৩০-৩৮, ৪৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১৪ পঙ্ক্তি। খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি।

আদি,—

বাপকে বৈল রাম মুনির বেস হঞা।
অন্তর পুড়এ রাজার শ্রীরাম দেখিঞা ॥
ধার্ম্মিক শ্রীরামচন্দ্র পরিল বাকল।
তভু প্রান আছে মোর সরির ভিতর ॥
ক্ষেনে ২ কান্দে রাজা ক্ষেনে করে ধ্যান।
রামের বিজোগে মোর দগধে পরান ॥
কৈকৈর কার্য্যে রাম গেলা বনবাসে।
সারথি সাজিল রথ আখির নিমিসে ॥
রাজাএ গোচরে সারথি রথ সাজিয়া।
রাজা বলে রথ জাহ শ্রীরাম বহিয়া ॥
ভাণ্ডারিকে বৈল আম দিব্য বসন।
সিতার তরে আনহ নানা অভরন ॥
তাহা পরিঞা বন জাবেন জনকঝিয়ারি।
রাজার আদেসে অভরন আনিল ভাণ্ডারি ॥
সিতাকে সমর্পিল রত্ন রাজার আদেসে।
নানা রত্ন পাইয়া সিতা জিন হেন বাসে ॥
একে সুন্দরি সিতা অধিক সোভে বেসে।
পুন্নিমার চন্দ্র জেন হইল আকাসে ॥
সিতার মায়ামোহে রাজা সিতা কৈল কোলে।
অতি স্নেহ হইল রাজা প্রিত বাক্য বলে ॥
রামকে দেখিহ সিতা চন্দ্র সমান।
রাধ্যাহিন ধনহিন না কর্য়া অন্ন জ্ঞান ॥
স্বামি ছাড়িয়া স্ত্রির গতি নাহি আর।
স্বামি সেবা করিহ পালিহ বচন আমার।

রাজার বচন সিতা বন্দিলেন মাথে।
কৌসল্যাকে বলে গিঞা জোড় করি হাথে।
বৃদ্ধ গুরুজন তুমি বিসেসে তপস্বিনি।
তোমার অগ্রেতে আমি কি বলিতে জানি॥
সোক না ভাবিহ মনে ভাবিহ দেবতা।
ইহলোকে পরলোকে স্বামি দেবতা॥
কি করিব পুত্র ভ্রাতি কি করিব বাপে।
স্বর্গ নরক হএ আপন পুন্য পাপে॥
বাপ ভাই পুত্র ধন দিলে লেখা করে।
স্বামি জত দেই তত কেহো দিতে নারে॥
পতি স্ত্রিএ এক কায় ইথে নহে আন।
সুখে সুখ দুঃখে দুখ মৈলে ছাড়ে প্রান॥

স্ত্রিগন লঞা ঘরকে আইলা রাজন।
রামের পাছে স্ত্রি পুত্র লঞা গেলা প্রজাগন॥
উলটীয়া চাহে রাম প্রজা সব দেখে।
রাম বলেন প্রজা কেন আস্ছে এক মুখে॥
ধর্ম্ম ভএ রাম প্রজাকে দিলা দরসন।
রামের পাএ ধরি কান্দে সব প্রজাগন॥
নেউট নেউট রাম বলে প্রজাগনে।
ভরথ অনেক তোমার করিব পালনে॥
কল্যান চরিত্র ভরথ সুমতি সুস্থির।
অজানু বাহু ভরথ সুন্দর সরির॥
পৃতে ভরথ সভার করিব সন্তোষ।
লোক অপ্রমাদি ভরথ নাহি কোন দোস॥

মধ্য,—

ঘুচাঞা সকল লোক রাজা সুইলা খাটে।
কৌসল্যা বসিঞা আছে রাজার নিকটে॥
কৌসল্যা বলে কৈকৈর হৈল মনে সুখ।
আমার হইল ইবে আস্বারিস (?) দুখ॥
একে সৌভাগ্য আরে রাজার জননি।
দুর্ভাগ্য হইলাঙ আমি অনাথিনি॥
ভরথ হইথ রাজা রাম থাকিথ ঘরে।
ভিক্ষা করিঞা পুত্র পুসিত আমারে॥
সব অধিকার নিলেক বন পাঠালেক রাম।
জিবন না রহে প্রান নাহিক বিশ্রাম॥
জনকনন্দিনি গেলা গেলেন লক্ষ্মন।
জুড়াইতে ঠাঞি নাঞি সদাই তপ্ত মন॥
কবে দেখিব রাম কমললোচন।
মহাবলবান বাহু গজেন্দ্রগমন॥
কলকালে বিধাতা কাটিলেক মুল।
রামের সোকে মরিলাঙ হইনু আকুল॥
এড়িয়া গেলা রাম মোকে দেখিব কত দিনে।
সকল সুখ এড়িয়া জুড়াইব কোন বনে॥

শেষ,—

কুড়া করি বুলে রাম লইঞা সিতারে।
লক্ষ্মন হোথা আছেন অস্ত চিন্তারে॥
দস কৃষ্ণ মৃগ মারি আনিলা লক্ষ্মন।
কুড়া করি আইলা দোঁহে আপন সদন॥
জোড়হাথে লক্ষ্মন বলে শ্রীরাম স্থানে।
মাংস দেখি শ্রীরাম তুষ্ট হইলা মনে॥
সিতাকে বলিলা মাংস করহ রন্ধন।
দেবতা পুজিয়া মাংস করিব ভক্ষন॥
রামের বোলে সিতা দেবি করিলা রন্ধন।
মধু সংজোগে মাংস খাইলা রামলক্ষ্মন॥
সেস মাংস কাককে দিলেন সুন্দরি।
লোটীঞা নিলেক এক কাক কামাচারি॥
সিতা দেবি নিবারে কাকে খারে মাংস।
আর সব কাক কেহো না পাইল অংস॥
সিতাকে কোপ করিঞা গেল নিজ বাসে।
ভোজন করি সিতা নিদ্রা গেলা রাম পাসে॥
তা দেখিঞা কাক আইল কোপমনে।
গাছের ডালে উড়িঞা বসিল ততক্ষনে॥

সিতার স্তন বিদারে কাক মাংস লোভি হঞা।
কোপ করিঞা উঠিলা রাম স্তন দেখিঞা ॥
নখাঘাত দেখিলা রাম স্তনের উপর।
সাত পাঁচ চিন্তেন রাম সিতা ফাঁফর ॥
লাজে অধোমুখি হইলা জনকঝিয়ারি।
চতুর্দ্দিগে চাহেন রাম রোস বড় করি ॥
কাক দেখিঞা বলেন ইহার কর্ম্ম নিশ্চয়ে।
সন্ধান পুরিঞা বাণ এড়েন রাম মহাশয়ে।
মন্ত্র পড়িঞা বান এড়েন সন্ধান পুরিঞা ॥
ব্রহ্মার সদনে কাক গেল পলাইঞা ॥
তথা না খণ্ডিল রামের বানের ভয়।
তথা হইতে কাক গেল ইন্দ্রের আলয় ॥
তাহাঁ পাছু গেল শ্রীরামের বান।
তবে পালাইল কাক বরুনের স্থান ॥
তথাহো না খণ্ডে রামের বানের ডর।
জমের ঠাই গেল কাক হইয়া কাতর ॥
তথাহো না ঘুচে ডর সান্তাল্য পাতালে।
তথাহো দেখিঞা বান আইল রামের স্থানে ॥
রামের সরন পসিল পড়িঞা রামের পায়ে
কাতর বোল বলে কাক হরিস্ত সিতায়ে ॥
কাতর বোল বলে মোকে হয় কৃপাবান।
তুমি কোপ কৈলে মোকে কোথাহ নাহি স্থান ॥
জে কর সে কর আমি কৈল অপ্রমাদ।
চরনে পড়িঞা বলোঁ ক্ষেম অপরাধ ॥
রাম বলেন হইলে তুমি আমাএ সরন।
আমার ঠাঞি তোমার নাহিক মরন ॥
কোপে বান এড়িল বের্থ নহে মোর বান।
এক অঙ্গ দিঞা রাখ আপন পরান ॥
মনে গুনিঞা বলে কাক তেজিব লোচন।
এক আঁখিতে থাকীব সুন কমললোচন ॥
এড়িলেন বান রাম কাকের বোল সুনি।
কাকের এক আখি নিল হাসে সিতা
গোসানি ॥
মেলানি মাগি গেল কাক আপনার স্থান।
বনে বুলে রাম লক্ষন হাথে ধনুক বান ॥
এক দিগে বনে সুনি বড় উত্তরোল।
মহাসব্দ হইল জেন সাগরে কল্লোল ॥
রাম বলেন লক্ষন কিসের রোল সুনি।
রামের বচনে বির লড়িলা তখনি ॥
পোথাখানের কথা সুনিলে সর্ব্বপাপ খণ্ডে।
হেন কবি[ত্ব] বারি হইল কিত্তিবাসতুণ্ডে ॥

৩৫। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১১$\frac{1}{2}$ × ৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ৪২, ৪৪-১০৬। প্রতি পৃষ্ঠায় ৬—৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। হস্তাক্ষর পূর্ব্বাঞ্চলের।

আদি,—

৪২, ৪৪ পাতার অক্ষর অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৪৫।১ পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

বিনে রত্নে নাহি হএ মেদিনির দিপ্তি।
রাম বিনে অজধ্যার কি ছার বসতি ॥
মুই ছার নারির বচনে হৈলু বন্দি।
বুঝিতে নারিলু মুই কার্য্যের সন্ধি ॥
আর দরসন নাহি রামের সহিতি।
কহে কবি কিত্তিবাস মধুর ভারতি ॥
এ বলিআ কান্দে রাজা রাম জাইতে পথে।
মহা সুখে[1] বিলাপ করয়ে দসরথে ॥
নাচাড়ি। রাগ জথা ॥
প্রান মর ধরাইতে না পারিল প্রানেশ্বরি ॥
বনবাসে পুত্র গেল তেব প্রানি কণ্টে রৈল
পাথরে বান্ধিলু মর হিআ।

১। 'দুখে' হইবে।

মতি মর হৈল নাস　　পুত্রে দিলু বনবাস
　　এই দুক্ষে মরিমু পুড়িআ ॥ ধু ॥
হা হা রে দারুন বিধি　　রাম হেন গুননিধি
　　দিআ কেনে নিলে অকস্মাত।
হত হৈল মর বুদ্ধি　　স্ত্রির বার্ক্যে হৈলু বন্দি
　　আচম্বিত হৈল বজ্রাঘাত ॥১ ॥
কি ক্ষের্নে পাপিনি ঘরে　　কুন বিধি নৈল মরে
　　কেনে সত্য করিলু তাইর সনে।
কি মর বসতি বাস　　জিবন মর নৈরাস
　　জেই ক্ষনে রাম গেলা বনে ॥ ২ ॥
কিবা নৈল মরে দিআ　　কেমনে ধরাইমু হিয়া
　　কেনে মর মতি হৈল নাস।
মতি মর হৈল হিন　　বুঝিলু তাহার চিন্য
　　মধুরস গায় কিত্তিবাস ॥ ৪ ॥

মধ্য,—

　　　নাচাড়ি ঝপলহরি ॥
সুন মাও দুর্ব্বাদিনি　　কেনে হেন কৈল্যে জানি
　　কেনে মর কৈলে সর্ব্বনাস।
দসরথ হেন পিউ　　তাহান লইলে জিউ
　　রামচন্দ্র দিলে বনবাস ॥ ১ ॥
আপনা জননি হতে　　ততে ভক্তি রঘুনাথে
　　কিবা সীতা লক্ষন তাতে ভিন্ন।
সত্যে রাজা কৈলে বন্দি　রার্য্য লইলে করি সন্ধি
　　দেস হনে খেদাইলে জন তিন ॥ ২ ॥
পঞ্চ সতে সত নারি　　তুই মৈদ্ধে পাটেস্বরি
　　কে তুরে না চায় তরে পাইআ।
কি তর দারুণ মতি　　বদ কৈলে হেন পতি
　　বসীআছ তিন কুল খাইআ ॥ ৩ ॥
রাম লর্ক্ষন সীতা　　দসরথ হেন পিতা
　　বদ কৈল্যে এই চারিজন।
সুন মাও চাণ্ডালিনি　　কেনে হেন কৈলে জানি
　　কুন মুখে বলিলে দারুন ॥ ৪ ॥
তর বুদ্ধিএ করিলে কর্ম্ম কেও নহি জানে মর্ম্ম
　　অপজস রাখিলে আমার।
সংসারেত বাখান　　রামচন্দ্র মর প্রান
　　তারে তুই কৈল্যে বনাচার ॥৫ ॥
কসল্যা জে বড় রানি　　লক্ষনের জননি
　　তারা সে মরিবা পুত্রসোকে।
পতি পুত্র ঘাতিনি　　স্ত্রি বদ কৈল্যে জানি
　　থাইবা তকে নরকের পুকে ॥ ৬ ॥
কিত্তিবাস কবি বলে　　দৈবের নিবন্দ ফলে
　　সুন সুন ভরথ সত্রুগন।
অনুতাপ সব হর　　রাজার সংহার[১] কর
　　এই সব পুর্ব্ব নিবন্দন ॥ ৭ (পৃ°৭৫।১-২)

অন্ত,—

শত্রুগন আশীআ তবে রামের চরনে।
প্রনতি ভখতি করি বন্দিল তখনে ॥
রাম রাম স্মরে বির অশ্রু হয় পাত।
প্রনমহু রামচন্দ্র রঘুকুলনাথ ॥
শত্রুগন দেখী রাম শজলনয়ানে।
দুই হস্থ পশারিআ তুলি লৈলা কুলে ॥
না কান্দ না কান্দ ভাই প্রানের শত্রুগন।
স্বরির পুড়িব ভাই তুমার কারন ॥
শবের কনেষ্ট তুমী প্রান শহদর।
ভরথ লর্ক্ষন হনে বেথিত তুমী মর ॥
জায় জায় আরে ভাই না কর বিলাপ।
তুমার বিরহে মর হ্রিদএ বাড়ে তাপ ॥
তবর্শী আচার হইল ভরথ কুমার।
তুমার উপরে হইল অজদ্ধার ভার ॥
পিরিতিপুর্ব্বকে জদি কহিলা বচন।
রামের চরন বন্দি চলে শত্রুগন ॥
লর্ক্ষণ দেখীআ বির করিল প্রনাম।
আজ্ঞা কর প্রানু ভাই অজদ্ধাতে জাম ॥

১। 'সৎকার' হইবে।

লক্ষনে বলএ স্থন ভাই বিরবর।
রাজামূর্চ্ছ হইআছে অজদ্ধানগর॥
ভরথ শক্রগন গোহ অজদ্ধাতে জায়।
শক্রগনে পানাই রামের লইয়া মাথাএ॥
গোহএ শ্রীরাম বান্দ চলিলা .... ।
(পৃ° ১০৫।২—১০৬।১)

এই খণ্ডিত অযোধ্যাকাণ্ডের পুথিখানিতে ১৬টী ত্রিপদীর পদ আছে; তন্মধ্যে ৪৭।২ পত্রে রামদাসের, ৫২।২, ৭৮।২, ৮১।১, ৯৪।২, ৯৯।১, ১০০।২ পত্রে ভক্তদাস বা ভক্তদাস দত্তের এবং ৮৩।১ পত্রে অনন্ত আচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়।

৩৬। রামায়ণ—অযোধ্যাকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, তুলোট কাগজ। আকার, ১২১/২ × ৪১/২ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১,২৫,২৭। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯ পঙ্‌ক্তি। খণ্ডিত। মাত্র তিনটি পাতা। সেই জন্য ইহা হইতে কিছু উদ্ধার করিলাম না।

৩৭। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩১/২ × ৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—৫৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ১০ পঙ্‌ক্তি। সম্পূর্ণ; শেষের পাতার অর্দ্ধাংশ নাই। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আদি,—

রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি।
অথ আরন্যকাণ্ড লিক্ষতে॥
ভরথে বিদায় দিয়ে রাজিবলোচন।
চিত্রকুট পর্ব্বতে রহিলা তিন জন॥
প্রথম চোইত্র মাস বসন্ত সময়।
সুখ বিক্ষগনেতে নবিন পল্লবময়॥
নানা জাতি পুস্প ফুটে গন্ধে আমোদিত।
কোকিল কুহুরে কত অলি গায় গিত॥
ভ্রমর ঝংকারে সব পুস্পের উপরে।
সুগন্ধি মলয়া বাউ বনের ভিতরে॥
দেখিএ বনের সোভা হরসিতমনে।
বেহার করেন রাম জানকির সনে॥
কভু বিক্ষমুলে কভু পর্ব্বতগভরে।
কভু সন্থ মাঝে কভু সংঙ্গের উপরে॥
কথন গাণ্ডিব হাথে লএ়া রঘুনাথ।
ভ্রমন করেন ধরি জানকির হাথ॥
সন্ধাকালে বিক্ষমুলে আইল্যা দুর্ব্বাদল।
লক্ষন আনিল বনে দিব্ব পক্ক ফল॥
সেই ফল তিন অংস করিলা নারায়ন।
এক ভাগ দিল বোলে ধরয়ে লক্ষন॥
হস্ত পাতি নিলা ফল জে আজ্ঞা বলিয়া।
দণ্ড চারি রহিলেন মুখ নিরখিয়া॥
খায় বলি আজ্ঞা নাই দিলেন নারায়ন।
তুনের ভিতরে ফল রাখিলা লক্ষন॥
কথো দুরে গিয়া কহেন লক্ষন ধনুর্দ্ধি।
খুধানলে প্রান জায় রাখ মা জানকি॥
জানকি স্বরনে তার ওদর পুরিল।
সুমিত্রাতনয় মনে আনন্দ হইল॥

মধ্য,—

বরিসা সময় হোল্য কৌসল্যাকুমার।
পক্ক আদি কৈল সব বাসায় সঞ্চার॥
কিছুমাত্র আশ্রয় না কৈলে রঘুমুনি।
শ্রীরামের আগে কহেন জনকনন্দিনি॥
জানকির বাক্য সুনি কন নারায়ন।
কুঠির বান্ধিবার জন্ত জানে কোন জন॥
রাজার তনয় আমি আছিলাম বনে[১]।
কপাল হইল ভগ্ন আইল নিজ্জনে॥
কোন জন্ত নাহি জানি জনকের ঝি।
আশ্রয় জয়ে তোমায়ে[২] কৈলে হবে কি॥

১। 'আছিলাম ভুবনে' হইবে। ২। 'আমায়ে' হইবে।

শ্রীরামের বাক্যে কন জনকের ঝি।
কুঠি বান্ধিবার জন্ত আমি সিখেছি ॥
দেখিএ আইলাম জত মুনির কুঠির।
সেই মতে আশ্চর্য্য করিব রঘুবির॥
জানকির বাক্যে রামের আনন্দিত মন।
কাষ্ঠ আনিবারেতে চলিলা দুই জন ॥
আনিলা অপুর্ব্ব কাষ্ঠ শ্রীরাম ধনুকি।
কুঠির বান্ধিতে গিএ বসিলা জানকি ॥
করিলা অপুর্ব্ব কাষ্ঠে কুঠির নিম্মান।
দেখিএ কুঠির সোভা আনন্দিত রাম ॥
নিরক্ষিএ কুঠিরখান করেন নিরক্ষন।
জানকি জানেন জন্ত সুনহ লক্ষন ॥
লক্ষন কহেন সিতা লক্ষি অবতার।
বুদ্ধির সুধায় কি কৌসল্লাকুমার ॥

৪,—

সঙ্কটে আছেন সিতা নিবেদি তোমাতে।
একক নারিবে প্রভু সিতা উদ্ধারিতে ॥
উপদেস কহি সুন রাজিবলোচন।
রিস্যমুখ পর্ব্বতে আছে সুর্জ্যের নন্দন ॥
বালি রাজার ভাই সেই সুগিব নামেতে।
পর্ব্বতে আছএ তিহ্ন বালির ভএতে ॥
তাহারে স্বহায় করে কোস্বল্লাকুমার।
তবে সে হইব প্রভু সিতার উদ্ধার ॥
সম্প্রতিক মিত্তুকাল উপনিত মোর।
পাদপদ্ম দেহ প্রভু মস্তক উপর ॥
পক্ষজাতি জ্ঞানহিন স্তুতি নাহি জানি।
আপনার গুনে কৃপা কর রঘুমুনি ॥
পুর্ব্ব পুন্ন ফল আর সিতার কৃপাতে।
বিরিঞ্চিবাঞ্চিত পদ দেখিল সাক্ষাতে ॥
জটাউর মাথে রাম দিলেন চরন।
সোকেতে হইলা রাম লোহিতলোচন ॥
অভয় চরন পদ্মে নেত্র স্থির হয়্যা।
জটাউ তেজিল প্রান শ্রীরাম বলিয়া ॥
সুর্জ্য সম জোতি উঠে গগনমণ্ডলে।
চতুর্ভুজ হোএ গেল বৈকন্ট নগরে ॥
আনিয়া অগোর কাষ্ঠ কৌসল্ল্যাকুমার।
জটাউ পক্ষের রাম করিলা সৎকার ॥
শ্চাদ্ধ কৈল্যা রাম বিবিদ বিধানে।
সোকাকুল দয়াময় জানকি বিহনে ॥
ভাই সঙ্গে করি রাম ছাড়িলা নিশ্বাস।
আরন্ন্য কাণ্ডের কথা রচিল কির্ত্তিবাস॥ * ॥
তার পর লক্ষনেরে কন রঘুবর।
জটাউ বলিল ভাই জে সব উত্তর ॥
চল ভাই লক্ষন সন্ধান করিয়া।
সুগ্রিব ভেটিব ভাই রিস্যমুখে গিয়া ॥
জে আজ্ঞা বলিয়া উঠেন সুমিত্রানন্দন।
দুই ভাই বনে বনে করিলা গমন ॥
পম্পা নদির তিরে উত্তরিলা রাম।
বিক্ষমুলে বসিলেন দুর্ব্বাদলশ্যাম ॥
জলেতে কমল কত হয় বিকসিত।
নানা জাতি পক্ষ জত অলি গায় গিত ॥

(পৃ০ ৫৩।১-২)

৩৮। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার,১৫২/২ × ৪৩/৪ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা,১—২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮—৯ পঙক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪০ সাল। সম্পূর্ণ। প্রাপ্তিস্থান, ময়মনসিংহ।

আদি,—

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমেত্যাদি
কির্ত্তিবাষ পণ্ডিতের কবিত্ত সুরচন।
অরণ্যকাণ্ডে সিতা দেবী হরিল রাবন ॥

সর্পনখার নাক জদি কাটিল লক্ষন।
বার্ত্তা পাইয়া হুতাস হইল দসানন॥
সর্পনখা দেখি রাজা অগ্নি সম হইল।
সিগ্রগতি পাত্র মিত্রে ডাকিয়া আনিল॥
মহুদর মহুপার্স আসিল সর্ত্তর।
ভিবিশ্বনে আনিয়া ভেটিল লঙ্কেশ্বর॥
অতিকায় ইন্দ্রজিত আইল দুই বির।
জার ভয়ে দেবতা গন্দর্ব্ব নহে স্তির॥
দেবান্তক নরান্তক আইল দুই জন।
কুম্ভ নিকুম্ভ আইল কুম্ভকর্ন্নের নন্দন॥
মাল্যবান আশীল রাক্ষস সেনাপতি।
খরের পুত্র মকরাক্ষ্য আইল সিগ্রগতি॥
পিতৃসুকে মকরাক্ষ্যের স্তির নহে মন।
সুকে তনু দহে বরি কান্দে অনুক্ষন॥
খিরভাগ মন্ত্রিভাগ জত লঙ্কাপুরে।
রাজার আজ্ঞায় সব মিলিল সর্ত্তরে॥
মন্ত্রিগন লৈয়া বৈষে রাজা দষানন।
মন্ত্রি সম্ভোদিয়া তবে বোলিল রাজন॥
রাবনে বোলোহে মন্ত্রি কহত সর্ত্তর।
কুম বোর্দ্ধি করি আমি বোল মন্ত্রিবর॥
দসরথের দুই পুত্র শ্রীরাম লক্ষন।
বাপে খেদাইয়া দিছে ফিরে বনে বন॥
তপসির বেসে ফিরে ভাই দুই জন।
সর্পনখার নাক তবে কাটীল লক্ষন॥
এত অপমান আমা কেহ নাহি করে।
ভগনির দুঃক্ষ মর না শয় শরিরে॥
কুলবতি নারি সবে দেখীব করিয়া।
লাজে অপমানে থাকে নাকে কাপড় দিয়া॥

অথবা,—

আর কত দুর গেলা কমললুচন।
চক্রবাক দেখি রাম পুছিলা তখন॥
তুমি কি দেখিছ নিতে জনকনন্দিনি।
রামের বাক্য সুনি পক্ষি বোলিলেক বানি॥
জনকনন্দীনী কেবা তারে নাহি জানি।
মর্ম্ম কথা বিবেচিয়া কহ পুনি সুনি॥
পক্ষির বচন সুনি বোলে চক্রপানি।
জনকনন্দিনি সিতা আমার ঘরনি॥
মৃগ মারিবারে গেলাম গ্রীহেত রাখিয়া।
আসিয়া না পাইল পুনি কৈল বিবেচিয়া॥
রামের কথায়ে পক্ষির উপহাস্য হইল।
উপহাস্য করি তবে কহিতে লাগিল॥
এক স্ত্রি দুই জনে রাখিতে না পার।
স্ত্রির উর্দ্দেসে দুই হইছ দেসান্তর॥
পক্ষিরূপে জর্ম্ম মর বিক্ষ ডালে থাকি।
একাস্বর পক্ষি আমি দুই স্ত্রি রাখি॥
জিজ্ঞাসীলে কি বোলিবা ক্ষেত্রির সমাজ।
স্ত্রি হারাইয়া পুছ নাহি বাষ লাজ॥
পক্ষির বচন সুনি কমললুচন।
মহাক্রোধ হইয়া রাম বোলিলা বচন॥
স্ত্রি হারাইয়া আমি পুছিলাম তোমাতে।
উপহাস্য করিতে তুমার লইলেক চিত্য॥
স্ত্রি সঙ্গে বসীয়া আমা কর উপহাস।
স্ত্রিগর্ব্ব রতিরস আজি হউক নাস॥
রজনিতে আহার করিবা দুই জনে।
কারে কেহ না চিনিবা আমার বচনে॥
উর্দ্দেস না পাইবা কেহ রাত্রির ভিতর।
রাত্রিতে বিছ্ছেদ হৈয়া থাকিয় অন্তর॥
রতিক্রড়া করি পক্ষি উড়িয়া আকাস।
ভুমিতে পড়িলে হৈয় রতি সঙ্গে নাস॥
সাপ পাইয়া পক্ষি তবে হইল মুসচিত।
রাম কম রাম কম পক্ষি বোলিল তুস্তিত॥
সাপ পাইআ পক্ষিবর চিন্তাজোক্ত হৈয়া।
রামেকে স্তবন করে ভুমিত পড়িয়া॥

না জানিয়া প্রভু আমী অপরাধ কৈল।
জেমত বোলছি প্রভু তার সাস্তি হৈল ॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়ার নিধন।
পাতকি তরাইতে তুমার নাম নারায়ন ॥
অপরাধ ছিল জত আমার অন্তর।
তোমা দরসনে গেল সুন গদাধর ॥
পক্ষির স্তবনে রামের দয়া হৈল মনে।
পুনরপী বোলে প্রভু পক্ষিবর স্তানে ॥
জে কথা বোলীছি আমী নাহিক খণ্ডন।
দ্বাপর জোগেত হইব ইহার মুচন ॥
জাল দিআ ব্যাধে তুমা করিব বন্ধন।
সেহি হনে হইবেক পাপ বিমুচন ॥
এহি মতে সাপ পাইয়া চক্রবাক রইল।
পুনরপী রঘোনাথ গমন করিল ॥
পর্ব্বত কন্দর মাজে চাহিল বিচারী।
উদ্দেস না পাইল সিতা জনককুমারী ॥
জেখানেত মহাঅরন্ন দেখয়ে বিস্তর।
সেহিখানে বিচারহে দুই সুহদর ॥
কিত্তিবাস পণ্ডিতের কাবির্ত্ত সুরচন।
কাতর হৈয়া কান্দে কমললুচন ॥

(পৃ০ ১৭। ২-১৮।২)

সুর্পণখার নাসাকর্ণ ছেদন ও খর-দূষণের মৃত্যু সংবাদে রাবণের পাত্র-মিত্র লইয়া মন্ত্রণাতে পুথির আরম্ভ এবং জটায়ুর উদ্ধারে উহার সমাপ্ত। ১৩।১, ১৬।১ এবং ১৭।১ পত্রে অদ্ভুত আচার্য্যের ভণিতা আছে।

৩৯। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩×৫½ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১—২৪। প্রতি পৃষ্ঠায় ৮ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৩৮ সাল। সম্পূর্ণ, কিন্তু কীটদষ্ট।

আদি,—

রাজ্যখণ্ড লয়ে দুঃখে রহিলেন ভরত।
রামচন্দ্র রৈলেন এথা চিত্রকুট পর্ব্বত ॥
চিত্রকুট পর্ব্বতে অনেক মুনি বৈসে।
মুনির আশ্রয় হেতু রৈলেন সেই দেশে ॥
মুনি সব কহেন কথা নানা বিবরণ।
বিস্ময় হইয়ে রাম ভাবেন মনে মন ॥
বৃদ্ধ মুনি আনি রাম জিজ্ঞাসেন কারণ।
মুনি সব দেখি আমায় কহেন কি কথন ॥
বিশেষ জিজ্ঞাসি না কহেন বিবরণ।
তথির কারণে আমার চিন্তাযুক্ত মন ॥
না করিয়ে অপকর্ম্ম না করিয়ে দোষ।
তবে কেন মুনি সব আমাতে আক্রোষ ॥
বৃদ্ধ মুনি হাসি তবে কহিলেন কারণ।
নিকটে রাক্ষস আছে অত্যান্ত দুর্জ্জণ ॥
খর নামে রাক্ষস সেই থাকে এই স্থানে।
রাবনের ছোট ভাই সর্ব্বলোকে জানে ॥
জে হইতে রাম আসেছ এ দেশে।
সে হইতে রাক্ষস অধিক আসি হিংষে ॥
কুচ্ছিত রাক্ষস সব ভ্রমিছে সদায়।
ভক্ষণ করিছে মুনি জখন জারে পায় ॥
তপস্যা করিতে না জাই বনান্তরে।
রাক্ষসের ভয় সদা জাগিছে অন্তরে ॥
এই বণ তেজি সব জাব অন্য বন।
শূন্য বনে কেমনে থাকিবে তিন জন ॥
তোমায় সঙ্গেতে দেখি অপূর্ব্ব সুন্দরী।
অতয়েব রামচন্দ্র নিবেদন করি ॥
মুনি সব সঙ্গে তুমি করহ গমন।
কি কার্য্য সাধিবে থাকি রাক্ষস ভবণ ॥

এত বলি মুনি সব চলিলেন সত্বর।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ রাম ভাবেন অন্তর॥
অরন্য কাণ্ডের কথা অমৃত কথন।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের অপূর্ব্ব রচন॥

মধ্য,—

জটায়ু নামেতে পক্ষি সেই বনে স্থিতি।
রাম সম্ভাষণে আইল শীঘ্রগতি॥
গরুড় নন্দন আমি জটায়ু নাম ধরি।
তোমার পিতার মিত্র পরিচয় করি।
শনির দৃষ্টেতে তার হৈল ঘোর দায়।
স্বর্গ হৈতে পতন হল প্রাণ তাহে জায়॥
শূন্য হৈতে হেরি রক্ষা কৈলাম ততক্ষন।
মিত্র বলি রাজা আমায় কৈলেন সম্ভাষণ॥
এত বলি পক্ষরাজ করিলেন প্রস্থান।
পিতার মিত্র জানি রাম করিলেন সম্মান॥

(পৃ০ ৭।১)

চেড়ী সব ডাকে রাবণ জার জেই নাম।
ধায়ে জায়ে চেড়ি সব করিল প্রণাম॥
নিদ্দয় নিষ্ঠুর আইল দুর্ভাষী দুর্ম্মুখা।
সীতার নাম শুনি ধায়ে আইল সুর্পনখা॥
অশ্বমুখী বজ্রবুকী আইল চিত্তক্ষমা।
ধার্ম্মীক ত্রিজটা আইল রাক্ষসী শরমা॥
ইঙ্গিত করিল রাবণ চেড়ি সবার কানে।
সীতা লয়ে রাত্রি দিন থাক অশোক বনে॥
কর্কশ বাক্য না বলিবে বাড়াবে পিরিতি।
ভালোমতে বুঝাইয়ে লবে অনুমতি॥
সীতার প্রতি জেই চেড়ি করে দুরাক্ষর।
সেই দিন আমি তায় পাঠাব যমঘর॥

(পৃ০ ২০।২-২১।১)

৪০। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৫$\frac{১}{৪}$×৫$\frac{১}{৪}$ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ২১। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন১২৩৬ সাল। সম্পূর্ণ। স্বর্গীয় যশোদানন্দন প্রামাণিক মহাশয়ের সংগ্রহ। প্রাপ্তিস্থান, নদীয়া।

আরম্ভটি ৩৯ সংখ্যক পুথির অনুরূপ।

মধ্য,—

অতপর রাবনের সিদ্ধ অভিলাস।
তপস্বী হইয়ে জাবে[১] সীতা দেবীর পার্শ্ব॥
চর্ম্ম পাদুকা পদে কান্ধে বান্ধে ঝুলি।
অঙ্গেতে গারুয়া বসন মাতায় শিখাচুলি॥
এক হাতে কমণ্ডল ছত্র আর হাতে।
তপস্বীর রূপে বেদ পড়িতে পড়িতে॥
ঘরে বসে আছেন তখন সীতা তো সুন্দরী।
সীতার রূপ দেখি রাবন আপনা পাসরি॥
রাবন বলে কন্যা কার কার প্রিয়তমা।
মনুষ্যের মুর্ত্তি দেখি কাঞ্চনপ্রতিমা॥
সুবলিত দুই স্তন শোভা করে হারে।
উত্তম পীত বস্ত্র শোভিত শরীরে॥
মুখ চন্দ্রিমা কিবা সুঠাম গড়ন।
ত্রিভুবন জিনি মুর্ত্তি সহাস্য বদন॥
শতদল ভাবি ভ্রমর ভ্রমে ঘনে ঘন।
মুকুতার পঁক্তি কিবা শোভিছে শ্রবণ[২]॥
রামরম্ভা জিনি তোমার কিবা উরুদ্বয়।
বনে কেনে একাকিনি কহিবে আমায়॥
বিষম কানন সব সিংহ ব্যাঘ্র বৈসে।
অবোলা হইয়ে আছ কেমন সাহসে॥

(পৃ০ ১৫।২)

১। 'জায়ে' হইবে। ২। 'দশন' হইবে।

রাবনের কোলে সীতা বলিলেন বচন।
তব মুখে বার্ত্তা পাইবেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
ব্যর্থ কভু নহে রাম সীতার বচন।
এখনি হইবে রাম আমার মরণ॥
রাম বলেন শুনহ জটায়ু পক্ষরাজ।
তুমি স্বর্গে গেলে আমি পাব বড় লাজ॥
আমার পিতার সহ হবে দরশন।
পিতারে না কবে সীতা লৈলেক রাবন॥
শুনিয়ে করিবেন পিতা আমায় তিরস্কার।
হেন পুত্র কেমনে রাখিবে রাজ্যভার॥
রাম রূপ হেরি পক্ষ তেজিল জীবণ।
পক্ষের কারণে প্রভু করেন ক্রন্দন॥

(পৃ০. ১৯।২)

৪১। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৪½×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-১২, ১৪-৪৯। প্রতি পৃষ্ঠায় ৯-১০ পঙ্ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪২ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বাঁকুড়া।

আরম্ভ, সীতা সহ রামের বন-বিহার প্রভৃতি অংশ ৩৭ সংখ্যক পুথির অনুরূপ। জয়ন্ত কাকের বিবরণটি উভয় পুথিতেই প্রায় একরূপ।

যরুন উদয় হইল রজনি প্রভাত।
য়লস তেজিয়া গা তুলিলা রোঘুনাথ॥
সান সন্ধ্যা করেন রাম তমসার জলে।
পুনরূপি য়াইলা রাম বটবিক্ষতলে॥
জনকনন্দি[নি গেলা] করিবারে স্নান।
বিক্ষমুলে রহিল টাকুর লক্ষন॥
নামিলা জনকসুতা তমসার জলে।
য়ঙ্গের মার্জ্জনা সিতা করেন কুতুহলে॥
পড়েছে য়ঙ্গের বস্ত সলিল পাইয়া।
জয়ন্ত নামেতে কাক ছিলা বিক্ষেতে বসিয়া॥
সিতার স্তন দেখি তার ভম হইলা মন।
ফল ভমে আসিয়া বিস্তারি বদন॥
মুচ্ছিত হইলা মাতা জনকনন্দিনি।
রুধিরে ভিজিল য়ঙ্গ কান্দেন দুখিনি॥
কান্দিতে কান্দিতে সিতা করিলা গমন।
রামের নিকটে মাতা দিলা দরসন॥
কে করিল এমন জিজ্ঞাসে রোঘুনাথ।
সিতা কহে দুষ্ট কাক কৈল নখাঘাত॥
বাঁম হস্তে ধনু ধরি উঠিলা তখন।
বান পতি কহিছেন রাজিবলোচন॥
সিরাম কহেন সুন ঔসিক নামে বান।
জেই স্থানে পাবে তার বধিবে পরান॥

ইত্যাদি—(পৃ০ ২।২)

কোন কোন পুথিতে কাকের বিবরণটি অযোধ্যাকাণ্ডের শেষে আছে এবং উহা অন্য-রূপ। ৩৪ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

হেথা রাম জানকী সনে বসি পঞ্চবটির বনে
কুসাসন উপরে রোঘুবর।
সীতা কহেন জোড়পানি সুন প্রভু রোঘুমনি
আজি কেন কান্দিছে অন্তর॥
জে দিশে ফিরাই আঁখি সব অমঙ্গল দেখি
দস দিগ দেখি অন্দকার।
কেন প্রভু নারায়ন মন করে উচাটন
চিত্র স্থির না হল্য আমার॥
হেন মোর হয় মনে সারা দিন তুয়া পানে
চায়্যা থাকি না পালটি আঁখি।

নাচিছে দক্ষিন উরূ স্ফন্দন করিছে ভুরূ
কেনে হয় শ্রীরাম ধমুকি ॥
আজি রাত্রের সপ্নের বানি স্থন প্রভু রোঘুমনি
নিবেদিএ তোমার চরনে।
জেন তুয়া সঙ্গ ছেড়্যা গেছি সিন্ধু পার হয়্যা
আছি এক সনায় ভুবনে ॥
সপ্ন দেখি সেই হতে প্রবধ না মানে চিতে
কান্দি কান্দি উঠএ জিবন।
মনে বড় ভয় আছে সঙ্গ ছাড়া হই পাছে
তেঞি মন করিছে এমন ॥
জনম অবধি দুখ কখন নাহিগ সুখ
আ[illegible]ক [illegible]পাল মোর মন্দ।
দাসির বচন [illegible]খো [illegible]ন নিকটে থাক
দয়া না ছা[illegible] রামচন্দ্র ॥
আমারে বিভাহ করি হৈলে প্রভু জটাধারি
এই সব্ব হৈল অজুধ্যাতে।
প্রবেস করিলা বনে বিবাদ রাক্ষস সনে
আর কিবা আছএ ভাগ্যেতে ॥
সুনিঞা সিতার বানি কহিছেন রোঘুমনি
সুন সুন জনক ঝিআরি।
দুই ভাই য়াছি সাঁথে কান্মুক লইয়া হাথে
ভয় কিসের বুঝিতে না পারি ॥
চিত্র কেন নহে স্থির কহিছেন রঘুবীর
সুন শিতা তাহার বিধান।
বহুদিন আইল্যাম বনে বুঝি অজর্দ্ধা পড়েছে মনে
তেঞি কেন করিছে পরান ॥
ঘুচিল যে যব ক্লেষ বনবাশ হইল শেষ
শিতাকে প্রবোধেন রঘুবির।
হোথা চাপিআ পুষ্পকরথে মারিচে করিআ শাঁথে
হেন কালে আইল দশশির ॥
কুটির নিকটে গীআ বিক্ষ আড়ে দাণ্ডাইআ
রাম পানে ফীরাঅ নয়ন।
দেখে বসে রাম মৃগচামে জানকি লঞিআ বামে
বিশ্বিত হইল দষানন ॥
লক্ষন কিঞ্চিত দুরে ধমুকে নিজুক্ত খরে
বশে জেন শিংহের শমান।
তাহা দেখি লঙ্কেশ্বর ভয় পাএ অন্তর
পেছবাতে মুদিআ নআন ॥
জুক্তি স্থির করে চির্ত্তে কিরূপে হরিব শীতা
মনে বড় পাইল তরাষ।
মারিচের পানে হেরি কহিছে প্রবন্ধ করি
রচিলা পণ্ডিত কীর্ত্তিবাস ॥
(পৃ০ ৩১২-৩২১)

উদ্ধৃত ত্রিপদীটি ৩৭ সংখ্যক পুথিতেও আছে

তৃষ্টাজুক্ত রামচন্দ্র হইয়া ব্যাকুল।
বৃক্ষমুলে বসিলেন হইয়া আকুল ॥
হেদেরে লক্ষন ভাই সুনহ বচন।
নির দিয়া প্রান রাখ গোউরবরন ॥
ভাঙ্গিয়া তরুর ডাল লক্ষন নিল হাথে।
মন্দ মন্দ বাউ করেন প্রভু রোঘুনাথে ॥
শ্রীরাম কহেন ভাই সুনরে লক্ষন।
জল দিয়া প্রান রাখ সুমিত্রানন্দন ॥
লক্ষন রামের আগে জুড়ি দুটি হাথ।
নির আনিবারে জাই তৃণসের নাথ ॥
দ্রুত নির লয়্যা আইস কহেন নারায়ন।
জে আজ্ঞা বলিয়া চলেন ঠাকুর লক্ষন ॥
জল অন্বাসন করি চল্যাছে লক্ষন।
পর্ব্বত উপরে জল করেন নিরক্ষন ॥
নির দেখি হরসিত সুমিত্রা সন্তান।
বৃক্ষপত্র তুলি য়াথার করিলা নিম্মান ॥
পত্রে নির নঞিলেন সুমিত্রানন্দন।
বিক্ষ হইতে মৎসরঙ্গ করে নিরক্ষন ॥

মছারঙ্গ পক্ষ তখন দেখিয়া লক্ষনে।
এই জল খাওাইবেন প্রভু নারায়নে॥
জটাউর নাল এই না হয় সলিলে।
অনেক য়পরাধ হবে ইহা না কহিলে॥
এত ভাবি মছ্যরঙ্গ গমন করিল।
আপনার মুখে করি আধার ছিড়্যা দিল॥
দেখিয়া লক্ষন বির কান্দিতে লাগিল।
বিধাতার কর্ম্মে পক্ষে আধার ছিড়িল॥
দেখিয়া লক্ষন বিরের ঝুরে দুনয়ান।
পুনর্ব্বার পত্র আধার করিলা নিম্মান॥
আধার করিয়া পুন জল হস্তে নিল।
পুনরায় মছ্যরঙ্গ আধার ছেড়্যা দিল॥
তাহা দেখি লক্ষনের ধারা দুনয়ানে।
পক্ষ হয়্যা দুখ দেই বিধির ঘটনে॥
রামের তরে নির নিলাম যুন দুরাচার।
বারে বারে য়াধার ছিণ্ড এ কোন বিচার॥
তবে রামের অনুজ নাম ধরিএ লক্ষন।
এক বানে লব তোমায় সমনভূবন॥
ধনুকে জুড়িলা বান সুমিত্রাসন্তান।
তাহা দেখি মোছ্যরঙ্গের উড়িল পরান॥
বিক্ষ হইতে লক্ষনের সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়ে পক্ষ কহিতে লাগিল॥
এত ক্রোধ খুদ্রে পতি হইল তোমার।
অতএব জানিলাম নিধন আমার॥
দোস শুন বিচারহ সুমিত্রাসন্তান।
বিচার করিয়া তবে নিক্ষেপিবে বান॥
সয়ং ভগবান তিনি রাজিবলোচন।
পক্ষের নাল তিনি কেন করিব ভক্ষন॥
নির দেখাইএ রামি সুমিত্রাকোঙর।
সেই জল লঞা জায় রামের গোচর॥
সুনিঞা লক্ষন বির সাস্ত হইলা মনে।
মৎস্যরঙ্গ জল দেখায় সুমিত্রানন্দনে॥
দিব্য সরোবরে পক্ষ জল দেখাইল।
পত্র য়াধার করি জল লক্ষন নঞিল॥
জল নঞা দ্রুতগতি চালল লক্ষন।
সঙ্গে সঙ্গে মৎস্যরঙ্গ করিল গমন॥
দুরে হৈতে জিজ্ঞাসা করেন নারায়ন।
এতেক বিলম্ব কেন প্রানের লক্ষন॥
সুনিঞা লক্ষন বির জুড়ে দুটি কর।
আধার ছিড়্যা দিল পক্ষ সুন রোঘুবর॥
আগে জল রামচন্দ্র করহ ভক্ষন।
তবে সব বাক্য পিছে করিব নিবেদন॥
জল নঞা রামচন্দ্র করিলা ভক্ষন।
লক্ষনে ডাকিয়া রাম করেন জিজ্ঞাসন॥
তাহা শুনি পক্ষরাজ সম্মুখে দাণ্ডাল্য।
কৃতাঞ্জলি হয়া পক্ষ কহিতে লাগিল॥
মোর অপূরাধ ওহে সুন রোঘুবর।
পক্ষের নাল নঞাছিলেন সুমিত্রাকোঙর॥
সয়ং ভগবান তুমি জিবের জিবন।
পক্ষনাল খাবে তুমি রাজিবলোচন॥
নয়ানে দেখেছি আমি জটাউ সংবাদ।
অতএব য়াধার ছিণ্ডি এই য়পরাধ॥
লক্ষনের পত্র আধার ছিণ্ডিয়াছি আমি।
এই য়পরাধ মোর সুন রোঘুমনি॥
আশ্বাসিয়া রামচন্দ্র কহে পক্ষবরে।
নালের কথা কহ দেখি আমার গোচরে॥
রাম আগে পক্ষরাজ করে নিবেদন।
সিতা নয়্যা জেত্যেছিল লঙ্কার রাবন॥
পথ মর্দ্ধে পক্ষ সনে সংগ্রাম বাজিল।
রাবনের রথখান জটাউ গিলিল॥ ইত্যাদি

(পৃ° ৪৪।২-৪৫।২)

৪২। রামায়ণ—অরণ্যকাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

উপকরণ, বাঙ্গালা তুলোট কাগজ। আকার, ১৩২/৪×৫ ইঞ্চি। পত্রসংখ্যা, ১-২, ৪-২৩। প্রতি পৃষ্ঠায় ১১-১২ পঙ্‌ক্তি। লিপিকাল, সন ১২৪৪ সাল। খণ্ডিত। প্রাপ্তিস্থান, বৰ্দ্ধমান।

আদি,—

দুই কাণ্ড পুথি গাইলাম রামায়ন ভিতর।
ত্রিতিয়াতে অরন্যাকাণ্ড শুনিতে সুন্দর॥
অমৃত সঞ্চা[নি ?] জেন থায় ভাণ্ডে ভাণ্ডে।
তাহা চাহিতে সুনিতে লাগে অরণ্যাকাণ্ডে॥
ভরথ সত্রুঘন রহিল নিজ দেসে।
রাম লক্ষ্মন সিতা বনেতে প্রবেসে॥
একদিন পুষ্প তুলিতে গেলেন জানকি।
অবিচারা বানরা এস্যা মারিল ভাবকি॥
ভয় পাইয়া তবে সিতা দেবি চলে।
কন্দনা করিয়া পড়ে রামচন্দ্রের কোলে॥
রাম বলেন প্রানের সিতা সুনহ বচন।
কন্দনা করিয়া আইলা কিসের কারন॥
কন্দনা করিয়া তবে বলেন জানকি।
এই অবিচারা বানর মোরে মেরাছি ভাবকি॥
এই কথা জেই মাত্র সিতা দেবি বলে।
অগ্নি ঘৃত দিবামাত্র রামচন্দ্র জলে॥
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বলেন গদাধরে।
সিতারে কাড়িলি বা মরিবার তরে॥
এ কথা শুনিয়া তবে অবিচারা চলে।
রামের নিকটে জায়া করিছে সিওলে (?)॥
অবিচারা বলেন সুনহ রঘুমুনি।
সিতা লক্ষ্মি বলিয়া আমরা না জানি॥
অপরাধ ক্ষেমা কর শুন গদাধরে।
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে॥
এ কথা শুনিয়া তবে হাসেন গদাধরে।
নিচিন্দা থাকগা এই বনের ভিতরে।
অবিচারা বলে তবে শুনহ গোসাঞি।
আমরা থাকিতে তোমার সিতার ভয় নাই॥
বিদায় হইয়া তবে বানোরের গমন।
সেই বনের মুনি লয়্যা সুন বিবরন॥

ইহার পর বিরাধ-বধ, ফল্গুতীরে দশরথ কর্ত্তৃক সীতা-প্রদত্ত বালুকার পিণ্ড গ্রহণ ও রামচন্দ্রের বনান্তরে ভ্রমণ বর্ণিত হইয়াছে। ৩৮ ও ৪১ সংখ্যক পুথিতে যথাক্রমে চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গ পক্ষীর উপাখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে। আলোচ্য পুথিতে বক, চক্রবাক ও মৎস্যরঙ্গের বিবরণ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত আকারে পাওয়া যায়।

অন্ত,—

বনেতে প্রবেস করেন দুই সহদরে।
জেয়্যা উপস্থিত হইল জয়মুনির ঘরে॥
……জানিলেন তবে জয়মুনি বরে।
জার লাগীয়া তপস্যা করি তিনি এল্যান ঘরে॥
গলায় বাকল দিয়্যা রামচন্দ্র চলে।
লুটিয়া পড়িল গীয়া মুনির পদতলে॥
জাইয়া জে মুনিরাজ রাম করেন কোলে।
কত সত চুম্ব দেন বদনকমলে॥
জজ্ঞ অবসেসে ফল দিলেন তপধন।
ভক্ষন করিলেন আপনে নারায়ন॥
মুনির ঘরেতে রহিলেন শ্রীরাম।
বিশ্রাম করেন তবে দুর্ব্বাদলশ্যাম॥
বালিমিক বন্দিয়া গান কিত্তিবাস গায়।
অরন্যাকাণ্ড পুথি হইল এত দুরে সায়॥
কিত্তিবাসের পুথি অমৃতের ভাণ্ড।
এত দুরে সম্পুর্ন্ন হইল অরন্যাকাণ্ড॥
ইতি অরন্যাকাণ্ড পুথি সমাপ্ত হইল॥

ঊনত্রিংশ বর্ষের প্রথম মাসিক অধিবেশন

২৪এ ভাদ্র ১৩২৯, ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর আই এস্ ও, এম্ বি, এফ্ সি এস্
রসায়নাচার্য্য—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়:—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ। ২। শোক-প্রকাশ—(ক) অনাথবন্ধু দে, (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৪। পুথি ও পুস্তকোপহার-দাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন:—(ক) শ্রীমতী কনকলতা দত্ত ও শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়ার প্রদত্ত কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্, (খ) শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ৭টী আলমারী ও ১টী র‍্যাক্ এবং (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু বি এ, এটর্ণী মহাশয়-প্রদত্ত পুস্তক। ৫। প্রবন্ধ পাঠ:—(ক) পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সুরবিদ্যা," (খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মার আলোচনা" এবং (গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত "আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। প্রদর্শন—শ্রীমতী মহামায়া দত্ত মহোদয়া-প্রদত্ত স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত ৩টী আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল এবং বিভিন্ন শ্রেণীর প্রস্তর। ৮। বিজ্ঞাপন:—(ক) স্বর্গীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সংগৃহীত পুস্তক সমেত ১০টী আলমারী ও ২টী র‍্যাক্ পরিষদে দান-সম্বন্ধে কবির পত্নীর এবং মাতার পত্র, (খ) ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য এক হাজার টাকার ওয়ার বণ্ড পরিষদে দান সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের পত্র। ৯। বিবিধ।

অন্যতম সহকারী সভাপতি রায় শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বাহাদুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভারম্ভের প্রথমে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বড়ই শোকের কথা যে, স্বনামধন্য মতিলাল ঘোষ মহাশয় পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে বাঙ্গালা দেশের একটি অত্যুজ্জল নক্ষত্র খসিয়াছে। তিনি প্রায় ৫০ বর্ষ ধরিয়া সংবাদপত্রের সংস্রবে ছিলেন। তিনি নির্ভীকচেতা ছিলেন। দেশকে ও জাতিকে কতদূর ভালবাসা যাইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত তিনি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। রাজনীতি ও সংবাদপত্র-পরিচালনে অতি উচ্চ আসন তিনি পাইয়াছিলেন। 'অমৃত-বাজার-পত্রিকার' স্থান ভারতবর্ষের দেশীয়গণের পরিচালিত সংবাদপত্রের শীর্ষদেশে। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য যে, মতি বাবুর মত লোককে হারাইতে হইয়াছে। তাঁহার ন্যায় লোক বাঙ্গালায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

সভাপতি মহাশয়ের আদেশে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় নিম্নলিখিত

"দেশমাতৃকার বরেণ্য সুসন্তান স্বদেশ-প্রেমিক স্বজাতিবৎসল স্বনামধন্য সাহিত্যসেবী স্বধর্ম্মানুরাগী মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের পরলোকগমনে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতি বোধ করিতেছেন এবং এই সাধারণ অধিবেশনে সমবেত হইয়া গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

এই শোক-প্রস্তাবের প্রতিলিপি তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট প্রেরিত হউক এবং তাঁহার স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আগামী বুধবারে পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ দেওয়া হউক।"

এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবার সময় প্রস্তাবকর্ত্তা বলিলেন,—"মতিলাল বর্ত্তমান যুগে ভারতের একমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র ছিলেন। ভারতের ধ্রুবনক্ষত্র খসে পড়েছে। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ বন্ধু মতিলাল। মতিলাল বাঙ্গালার মাটিতে—বাঙ্গালার জলেতে, বাঙ্গালার বায়ুতে—মতিলাল বাঙ্গালার মেদমজ্জা রক্ত-মাংসেতে যে আস্তরণ পেতে গেছেন—তাহা শতাব্দীর পর শতাব্দী অটল অচল হয়ে থাক্‌বে। মতিলাল দেশ-মাতার সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন। মতিলাল দাতাকর্ণ ছিলেন না বটে, পরন্ত মতিলালের কাছে দেশমাতা অনেক পেয়েছেন। মতিলাল বিধাতার এক মহা ইচ্ছাশক্তি। মতিলালের কোন আড়ম্বর ছিল না—তথাচ শাসননীতি-তন্ত্র সন্ত্রাসিত। মতিলালের কোন অত্যাচার ছিল না—তবুও শত্রুরা ত্রাসিত। মতিলালের প্রতিভা স্বদেশ ও বিদেশকে মোহিত করেছিল। যখন আমার ১৫ বৎসর বয়স, তখন হইতে আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে আসি। প্রায় ৩০ বৎসর মতিলালের পাশে পাশে সদাই ছিলাম। সর্ব্বদাই দেখেছি—তিনি কাজ খুঁজিতেছেন—সকল সময়েই কাজ কচ্ছেন—সেই ধীর স্থির নীরব নিশ্চল নিশ্চিন্ত পুরুষ সর্ব্বদাই কাজ খুঁজিতেছেন—কি যেন কাজ বাকি আছে। স্বধর্ম্মপরায়ণ মতিলাল, পাশব ইচ্ছাশক্তি দলন করিয়া দেবত্বের—মহাপুরুষত্বের আসন পাতিয়া গেলেন। মতিলাল জাতীয়তার আগ্নেয়গিরি, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ জাতীয়তার কেন্দ্র। আমি পরিষদে ত্যাগী সংযমী মতিলালের রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিতে চাহি না।"

শ্রীযুক্ত ডাঃ দক্ষিণারঞ্জন গুপ্ত মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন। তৎপরে সমবেত সভ্যমণ্ডলী দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৩। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৪। সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় জানাইলেন যে, (ক) পরলোক-গত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের জননী ও সহধর্ম্মিণী পরিষৎকে কবির লাইব্রেরীর সমস্ত পুস্তক ও দশটী আলমারী দান করিয়াছেন। এই বিষয়ের দানপত্র খ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল। (খ) স্বর্গীয় জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম্ এ মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী মহামায়া চৌধুরাণী মহাশয়া তাঁহার স্বামীর লাইব্রেরীর প্রায় সমস্ত পুস্তক ও সাতটী আলমারী পরিষৎকে দান করিয়াছেন। (গ) শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু এটর্ণি মহাশয় প্রায় ১৫০ খানি পুস্তক দান

করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্ মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য পরিষদের হস্তে এক হাজার টাকার ওয়ারবণ্ড (War Bond) দান করিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় আরও জানাইলেন যে, উক্ত তিন দফায় প্রাপ্ত পুস্তকগুলির তালিকা প্রস্তুত-কার্য্য এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া গ্রন্থ-সংখ্যা সঠিক জানাইতে পারা গেল না। এই বলিয়া উক্ত গ্রন্থপ্রদাতৃগণকে এবং শ্রীযুক্ত অধর বাবুকে পরিষদের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিলেন। এই দানপত্র গ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় উপহারস্বরূপপ্রাপ্ত পুথি ও গ্রন্থাবলীর নাম ও প্রদাতৃগণের নাম পাঠ করিলেন (এই তালিকা ঘ—পরিশিষ্টে দেওয়া হইল) এবং তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

৫। (ক) শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়-লিখিত "ভারতীয় সূদবিদ্যা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

(খ) শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ রায় মহাশয় "ব্রহ্মার আলোচনা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিত "ব্রহ্মা" নামক প্রবন্ধটি অতি সুন্দর হইয়াছে। এ বিষয়ে যে সকল ইতিহাস বা Myths আছে, তাহার আলোচনা মূল প্রবন্ধে রহিয়াছে। ইউরোপীয় কাগজে এই প্রবন্ধ বাহির হইলে বহু প্রশংসা বাহির হইত। দেশে Scholarship, বা সম্যক্ জ্ঞানী নাই বলিয়া এই প্রবন্ধের তত আদর দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদের অর্থ বুঝিতে পারা গেল না। ইহাতে কিছু কিছু শ্লেষ রহিয়াছে। মূল প্রবন্ধলেখক বহু প্রমাণ প্রয়োগ দিয়াছেন—তাহার প্রতিবাদ খুব সাবধানতায় সহিত করা আবশ্যক। এই প্রতিবাদে সারবান্ কিছুই নাই—নূতনত্ব কিছুই নাই।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন,—"ব্রহ্মা" প্রবন্ধের আলোচনা শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় করিয়াছেন ও তাহা পত্রিকায় বাহির হইয়াছে। তিনিই এই বর্ত্তমান 'আলোচনা' সম্বন্ধে কিছু বলিলে ভাল হইত। এই আলোচনার পদ্ধতি আমার ভাল লাগিল না। 'হংস ডিম্ব,' ব্রহ্মার বাচ্ছা'এইরূপ না বলিলেই ভাল হইত। "দ্যাবাপৃথিবী" সুমেরুর স্থান নির্ণয় করিয়াছে। ইলাবৃতবর্ষ যে দ্যাবাপৃথিবী, তাহা স্বীকার করিতে আমি রাজী নই।

তৎপরে লেখক মহাশয় বলিলেন যে, তাঁহার শ্লেষ করিবার আদৌ ইচ্ছা নাই। প্রবন্ধে অপ্রাসঙ্গিক অংশ বাদ দিলেই চলিবে।

সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় তাঁহার "আলোক-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে উপস্থিত হইলে, সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, নানা বৈজ্ঞানিক গ্রন্থোক্ত পারিভাষিক শব্দ বাঙ্গালায় লিখিত হইলে বাঙ্গালায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সুবিধা হইবে। এই জন্য পরিষৎ বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরিষদের বিজ্ঞান-শাখার ইহা একটি উদ্দেশ্য। আমাদের সময়ে Text Book Committeeতে গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্রের নানা পরিভাষা

প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম করিয়া এই পরিভাষা প্রস্তুত করিয়াছেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় যাহা বলিলেন, তাহা প্রবন্ধের সহিত পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৬। পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল। (ঙ)—পরিশিষ্টে এই বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৭। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা মহামায়া দত্ত তাঁহার শ্বশুর মহাশয়ের সংগৃহীত তিনটি আধার সমেত প্রাচীন মুদ্রা, জীবাশ্ম, প্রবাল প্রভৃতি দান করিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাত্রী মহাশয়াকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৮। পরিষদের সদস্য (ক) অনাথবন্ধু দত্ত ও (খ) শরচ্চন্দ্র মল্লিক মহাশয়দ্বয়ের পরলোকগমনের বিষয় বিজ্ঞাপিত হইল এবং তাঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের নিকট সমবেদনা-জ্ঞাপক পত্র প্রেরণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

পরিশিষ্ট—(ক)

প্রস্তাবিত সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত সনৎচরণ নন্দী সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত যুটবিহারী নাথ ৩২ জহরলাল দত্তের লেন উল্টাডিঙ্গী। প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর দে, ১৪ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত গুণেন্দ্রনাথ রায়, ৭ হেষ্টিংস ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত প্রভুপাদ হীরেন্দ্রমোহন গোস্বামী, ১১এ গৌর দে লেন, বৌবাজার; শ্রীযুক্ত নীলরতন ভট্টাচার্য্য প্রিন্সিপ্যাল, কমার্স ডিপার্টমেণ্ট, কৃষ্ণনাথ কলেজ, বহরমপুর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী বিভাবতী দেবী, ১০এ উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ সন্তোষকুমার মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ কেদারনাথ দাস এম্ ডি, সি আই ই, ২২ বিডন রো। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ছোটেলাল জৈন, ৫৩১ বড়তলা ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম্ এ ১৪ হেয়ার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদঃ—শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী বি এ, ম্যানেজার ওয়েষ্ট লায়েক ডি কলিয়ারী, পোঃ সিয়ারসোল (মানভূম); শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় কবিশেখর, ৮, বি লাল-বাজার ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র গুহ, ৫১ সুকিয়া ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেনগুপ্ত, ১৮।১ শিবনারায়ণ দাসের লেন, প্রঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ডাঃ হীরালাল সিংহ, ১৫।১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত তরুণচন্দ্র দত্ত বি এ,

১৭১ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ঘোষ, সদঃ—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, ১৯ বদরীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিদাস গোস্বামী, হেড্ ক্লার্ক, আসাম লেবার বোর্ড, ক্লাইব ষ্ট্রীট্, শ্রীমতী তমাললতা বসু, শ্রীযুক্ত গিরিজাকুমার বসুর বাড়ী. ১৪।৪এ মাণিকতলা ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা, সঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সদঃ- শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন রায় বি এস্ সি, ৫৭ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্।

পরিশিষ্ট—(খ)

৪৬, মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা
৩১ শে আষাঢ়, শনিবার।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে—

সবিনয় নিবেদন,

পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ইচ্ছা ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর লাইব্রেরী বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দান করা হবে। এই ইচ্ছা তিনি বহুবার তাঁর বন্ধু বান্ধবদের ও আমাদের কাছে প্রকাশ, মৃত্যুশয্যাতেও এই ইচ্ছা আমাদের কাছে প্রকাশ করেছিলেন ও অনুরোধ করেছিলেন। সেই ইচ্ছা অনুসারে আমরা আপনাদের অনুরোধ কচ্ছি যে, তাঁর লাইব্রেরীর সমস্ত বই ও আলমারি আপনারা পরিষৎ মন্দিরে নিয়ে গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের নাম সংযুক্ত ক'রে রেখে তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করলে স্বর্গীয় আত্মার তৃপ্তি সাধন হবে। শীঘ্র নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করলে অনুগৃহীত হব। ইতি

শ্রীমতী কনকলতা দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী।

মহামায়া দত্ত
সত্যেন্দ্রনাথের বিধবা মাতা।

পুঃ—পুস্তক সমেত দশটা আলমারী
পুস্তক সমেত দুইটা র‍্যাক।

পরিশিষ্ট—(গ)

51 Beadon Row,
Calcutta, 14 th July, 1922.

মান্যবর

শ্রীযুক্ত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ সম্পাদক

মহাশয় সমীপেষু—

বিহিত সম্মানপূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন,

শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম্ এ, বি এল্

মহাশয়ের হস্তে আমি একখানি এক হাজার (১০০০৲) টাকার 5½ P. C. এর War-Bond (No. 002595) দিলাম ; উক্ত বাবু অনুগ্রহ করিয়া তাহা আপনার হস্তে দিবেন।

এ বিষয়ে আমার মন্তব্য :—

(১) এই হাজার টাকা আপনাদের Trust fundএ থাকিবে, এবং এই মূলধনে কখনও কেহ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না এবং ইহা হইতে কখনও কিছু খরচ করিতে পারিবেন না।

(২) কেবল এই টাকার বাৎসরিক সুদ আপনারা প্রতিবৎসর for the encouragement of Research work in History খরচ করিবেন। কি ভাবে এবং কি shapeএ এই encouragement দেওয়া হইবে, তাহা পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া এবং তাঁহার মত লইয়া আপনারা স্থির করিবেন।

আমি অনেক বৎসর কাল পরিষদের সভ্য আছি, কিন্তু শরীর ভাল না থাকায়, পরিষদের কোন কার্য্যই কখনও করিতে পারি নাই ; কিন্তু পরিষৎ হইতে দেশের যে মহৎ উপকার হইতেছে, তাহা আমি কৃতজ্ঞহৃদয়ে সর্ব্বদা অনুভব করিতেছি এবং এই কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য আমার এই সামান্য চেষ্টা। আশা করি, আপনারা আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আমার প্রদত্ত এই সামান্য অর্থ গ্রহণ করিবেন।

বিনয়াবনত

শ্রীঅধরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

Emeritus Professor of History,
Scottish Churches College, and,
Fellow, Calcutta University.

পরিশিষ্ট—(ঘ)

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—The Superintendent, Government Printing, India—উপহৃত পুস্তক—(১) Statistics of British India, Vol. I. (Commercial Statistics). (২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle for 1920-21, (৩) Statistics of British India, Vol. IV. (Administrative, Judicial and Self-Government), (৪) Index to Archaeological Memoirs, Nos. 1 to 6. The Registrar, Calcutta University—(৫) Journal of the Department of Letters, Vol. VII, 1922. (৬) The Researcher Research. (৭) Calcutta University and its Critics. The Secretary, Museum of Fine Arts. Boston—(৮) 46th Annual Report of the Museum of Fine Arts for the year 1921. The Secretary, Smithsonian Institution, U. S. A.—(৯), Thirty-sixth Annual Report of the Bureau of American Ethnology. (১০) Opinions rendered by the International Commission on Zoological Nomenclature, (১১) A New Sauropod Dinosaur from the Ojo Alams formation of New Mexico. (১২) The Melikeron—an approximately

Black-Body Pyranometer. শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন—(১৩) Imperial Dictionary of the Universal Biography. Vol. I. (১৪) Do. Vol. II. (১৫) Memoirs, Asiatic Society of Bengal. (12 copies), The Superintendent Government Printing, (Bihar & Orissa) Patna—(১৬) Annual Progress Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, for 1920-21. মাননীয় শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(১৭) Inaugural Address of the Hon'ble Dr. Sir Deva Prasad Sarvadhicary Kt., C. I. E., LL.D., M. A. at the Carmichael Medical College, Belgachia, on Wednesday, the 30th June, 1920. (১৮) Notes and Extracts, 1891-1912. The Officer in charge, Bengal Sectt. Book-Depôt—(১৯) Report on the Maritime Trade of Bengal for the official year 1921-22. (২০) Report on Public Instruction in Bengal for 1920-21. (২১) Bengal Legislative Council Proceedings, Vol. VII. No. 3. (২২) Do. Vol. VII. No. 4. (২৩) Do. Do. No. 5. (২৪) Do. Vol. VIII. (২৫) Appendix to Vol. VII. No. 3. (২৬) Do. Vol III. Third Session. (২৭) Do. Vol. IV. Fourth Session. (২৮) Do. Vol. VI. and V. Fifth Session. (২৯) Annual Report of the Royal Botanic Garden and the Gardens in Calcutta and of the Lloyd Botanic Gardens, Darjeeling, for the year 1921-22. (৩০) Reports on Survey and Settlement Operations in Bengal for the year 1920-21. (৩১) Administration Report on the Jails of Bengal Presidency for the year 1921 The Secy. Lowis Jubilee Sanitariam, Darjeeling—(৩২) Thirty-fifth Annual Report of the Lowis Jubilee Sanitariam, 1921. The Asst. Secretary to the Government of Punjab.—(৩৩) Annual Progress Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Hindu and Buddhist Monuments, (Northern Circle) for the year ending 31st March 1921. Parishat Office—(৩৪-৩৫) Handbook to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya-Parishad. শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়—(৩৬) Dissertation on Painting. Le Editeur, Libraire Ancienne Honore' Champion. (৩৭) La Forme Slave Du Nominatif Accusatif Singulier. The Honorable Justice Sir John Woodroffe.—(৩৮) The Seed of Race. (৩৯) Shakti and Shakta, 2nd Edition. (৪০) Tantrik Texts. Vol. V. (৪১) Do. Vol. VI (৪২) Do. Vol. VIII. (৪৩) Principles of Tantra, Part. II. শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(৪৪) Wine in Ancient India. The Curator, Government Book-Depôt. Burma —(৪৫) Report of the Superintendent, Archaeological Survey, Burma, for the year ending 31st March 1922. The Director, Geological Survey of India.—(৪৬) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part I The Superintendent, Naval Observatory, Washington D. C.—(৪৭) The American Ephemeris and Nautical Almanac for the year 1923. (৪৮). Do. Do. 1924. শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়,—(৪৯) ইন্দুমতী কাব্য, (৫০) গন্ধর্ব্ব-নন্দিনী কাব্য বা পত্র-কাদম্বরী। শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—(৫১) মুক্তিস্নান। শ্রীযুক্ত

বিমলাচরণ লাহা—(৫২) সৌন্দরনন্দ কাব্য। শ্রীযুক্ত ডাঃ স্যর দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী—(৫৩) মাইকেল স্মৃতি-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর অভিভাষণ। শ্রীযুক্তা কনকলতা দত্ত—(৫৪) মণি-মঞ্জুষা। শ্রীযুক্ত বিজয়লাল দত্ত—(৫৫) পুণ্যতীর্থে গুরুপূজা (২খানি)। শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৫৬) সই মা ও অন্যান্য গল্প। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—সম্পাদক, বিবেকানন্দ সোসাইটী—(৫৭) গোবর্দ্ধনলীলা, (৫৮) কাম্যকূপ, (৫৯) বীণাবাদিনী ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬০) বসুধা ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬১) জাহ্নবী, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, (৬২) ভাণ্ডার, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, (৬৩) ঐ—২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা, (৬৪) ধর্ম্ম (সাপ্তাহিক পত্র), ৬ষ্ঠ, ৯ম, ২১শ ও ২৭শ সংখ্যা। শ্রীযুক্ত বাহাদুর সিংহ সিংহী—(৬৫) দেবসিরাই প্রতিক্রমণ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—(৬৬) হীরকদুল, (৬৭) মুখরক্ষা, (৬৮) চাঁদমুখ, শ্রীযুক্ত ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউসের স্বত্বাধিকারী—(৬৯) কাশীরাম দাসের মহাভারত, (শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত) শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার মুখোপাধ্যায়—(৭০) চন্দ্রনাথদর্পণ, শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী—(৭১) গৈরিক, (৭২) তাজ, (৬৯) পাষাণ,, (৭৩) ঐ (৭৪) চিত্র ও চরিত্র, (৭৫) চিতোরোদ্ধার, (৭৬) কাব্যগ্রন্থাবলী ১ম ভাগ, (৭৭) ঐ—২য় ভাগ, (৭৮) ঐ ৩য় ভাগ, (৭৯) আখ্যায়িকা, (৮০) পাথেয়, (৮১) পাথার, (৮২) আক্কেলসেলামী, (৮৩) জয় পরাজয়, (৮৪) ভাগ্যচক্র, (৮৫) গান, শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর—(৮৬) কায়স্থতত্ত্ব। শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র—(৮৭) অম্লমধুর, (৮৮) যুথিকা, শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা, কাশী,—(৮৯) ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও হিন্দুয়ানী, শ্রীযুক্ত মতিলাল দত্ত—(৯০) যুগল-জীবন, শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার সরকার এম এ—(৯১) বন্দীর ডায়েরী, (৯২) স্পষ্টকথা, (৯৩) ছায়াবাজি, (৯৪) উল্টোকথা, (৯৫) স্বরাজ কোন্ পথে ? (৯৬) যুগ শঙ্খ, শ্রীযুক্ত হিরণকুমার রায় চৌধুরী—(৯৭) জন্মান্তর বা কাদম্বরী, শ্রীযুক্ত প্রসাদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়—(৯৮) তুলসী-প্রতিভা বা ভক্তকবি তুলসীদাস। (৯৯) বসন্তপ্রসূন। শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কাশী (১০০)—আচারতত্ত্ব-১ম খণ্ড।

পুথির তালিকা

প্রদাতা—শ্রীযুক্ত অন্নদাকুমার ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন, তন্ত্ররত্ন—(১) অশোকমালিকা (মুগ্ধবোধ টি, সমাসপাদ, (২) ঐ (স্ত্রে, তৃণ, ত্বাদি পাদ), (৩) ঐ (স্ত্রীত্ব ও কারক), (৪) ঐ (সন্ধি ও শব্দ), (৫) ন্যায়টিপ্পনী (ব্যাপ্তিগ্রহ), (৬) মুক্তি-বিচার, (৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, (৮) বেদান্তসার, (৯) অমরকোষ।

পরিশিষ্ট—(ঙ)

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

১১। দেবক রাজার পরাশরী নাম্নী কন্যার সহিত বিদুরের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণাট-কুমারীর সহিত বিদুরের বিবাহ হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

দেবক রাজার পরাশরী কন্যা।

কাশীদাসী মহাভারত

১৮। কুন্তিভোজ নৃপতি অতিথিগণের সেবার জন্য নিজ কন্যা কুন্তীকে অতিথিশালায় নিযুক্ত করেন। এক দিন দুর্ব্বাসা সেই অতিথিশালায় আসিলে পাদ্য অর্ঘ্য প্রদানানন্তর, কুন্তী নিজহস্তে তাঁহার পা ধোয়াইয়া দিলেন এবং পক্বান্ন মিষ্টান্ন প্রভৃতি ভোজন করাইয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিলে, দুর্ব্বাসা কুন্তীকে একটি মন্ত্র দান করিয়া যান।

সপ্তরী মহাভারত

কুমারী অবস্থায় কুন্তী পিতৃভবনে বাস করিতেছেন, এমন সময় চাতুর্ম্মাস্য যাপনের জন্য দুর্ব্বাসা সেখানে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে দেখিয়াই ভয়ে কম্পবান্। কুন্তী বলিলেন, আমাকে মুনির নিকট পাঠাইয়া দিন, আমি ভক্তিতে তাঁহাকে বশীভূত করিব। রাজা কুন্তীকে লইয়া মুনির নিকটে আসিয়া বলিলেন,—এই কুমারী সারা বর্ষাকাল আপনার সেবা করিবে। এখন আপনি শাপ দিন বা বর দিন, তাহাতে আমার কোন দায় নাই। কুন্তী কায়মনোবাক্যে মুনির সেবা করেন। মুনি দিবানিশি তাঁহাকে শাপ দিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ান, কখন তপ্ত, কখন শীতল, কখন দুর্ল্লভ বস্তু তিনি চাহিয়া বসেন। একদিন পরমান্ন চাহিলেন, সোনার থালে করিয়া কুন্তী তাহা আনিয়া দিলেন, তখনই হুকুম হইল, পদ্মপত্রে করিয়া দাও। পদ্মপত্র আনিতে দেরী হইতেছে, অমনি মুনি সেই তপ্ত পরমান্ন কুন্তীর পিঠের উপর ঢালিয়া আহার করিলেন। কুন্তীর ধৈর্য্য ও সেবায় তুষ্ট হইয়া মুনি তাঁহাকে একটি মন্ত্র দিয়া যান।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

১৯। দুর্ব্বাসার মন্ত্র পরীক্ষা করিবার জন্য, সেই মন্ত্রে কুন্তী সূর্য্যকে আহ্বান করেন।

সপ্তরী মহাভারত

স্বামী লাভ কামনা করিয়া কুন্তী মাঘ মাসে দুর্ব্বাসার প্রদত্ত মন্ত্রে সূর্য্যের উপাসনা করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২০। অক্ষয় কবচের সহিত কর্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

সপ্তরী মহাভারত

কর্ণের জন্মের পর সূর্য্য নিজ অঙ্গ হইতে কবচ কাটিয়া কর্ণকে দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২১। তাম্রকুণ্ডে ভরিয়া কুন্তী কর্ণকে জলে ভাসাইয়া দেন।

সপ্তরী মহাভারত

কুন্তী কর্ণকে অল্প জলে ছাড়িয়া দিয়া দেখিলেন যে, সে জলে ভাসিতেছে। তখন সূর্য্য রক্ষা করিবেন বলিয়া গভীর জলে ভাসাইয়া দিলেন।

মূল মহাভারত

জলে ভাসাইয়া দেওয়ার কথামাত্র মূলে আছে। কিসে করিয়া ভাসাইয়া দেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

২২। এক সূত সর্ব্বদা যমুনায় স্নান করিত। একদিন স্নানের সময় একটা তাম্রকুণ্ড ভাসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে তাহা ধরিয়া দেখে যে, মধ্যে একটি পুত্র। তাহাকে লইয়া আসিয়া রাধার নিকট অর্পণ করিল এবং তাহার নাম রাখিল বসুসেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

রাধা পুত্র কামনা করিয়া, স্বামীর সহিত দ্বাদশ বৎসর যাবৎ সূর্য্যের উপাসনা ও তপস্যা করিতেছিল। সূর্য্য তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, কল্য প্রাতে কর্ণ নামে এক শিশু জলে ভাসিয়া আসিবে। সেই পুত্রে তুমি পুত্রবতী হইবে—আর তপস্যা করিও না। পরদিন প্রাতে রাধার স্বামী সূত, গঙ্গার তীরে গিয়া কর্ণকে প্রাপ্ত হন।

মূল মহাভারত

সূতনন্দন রাধাভর্ত্তা কর্ণকে জলে প্রাপ্ত হন, ইহা ছাড়া মূলে আর কোনও কথা নাই।

তৃতীয় বিশেষ অধিবেশন

৪ঠা কার্ত্তিক, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫।০ টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—"ব্রাত্য কাহাকে বলে"-বিষয়ে বক্তৃতা। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এফ্ আর এস্, এম্ এ।

সভারম্ভে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম"-প্রণেতা চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্, মহাশয়ের পরলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে, এই জন্য পরিষৎ বিশেষভাবে শোক প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার শোক-সন্তপ্ত পরিবারের নিকট আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন। তাঁহার অভাব বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিজনক। যদিও তিনি উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম প্রণয়নের অল্পকাল পরেই পুনরায় বিবাহ করিয়াছিলেন, তথাপি বাঙ্গালা-সাহিত্যে এই পুস্তকখানি লেখকের একটি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা অবশ্যই করিবেন।

তৎপর তিনি তাঁহার "ব্রাত্য কাহাকে বলে" বিষয়ে বক্তৃতা করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীমন্মথমোহন বসু
সভাপতি।

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন

১৯এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ৫ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার সন্ধ্যা ৫।০টা।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয় :—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। শোক প্রকাশ :—(ক) চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, (খ) যতীন্দ্রনাথ পাল, (গ) বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, (ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আমোদকৃষ্ণ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বি এ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিমলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া) মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৩। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৪। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন, ৫। প্রবন্ধ পাঠ :—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) এচ্ এম্ এস্ ওয়াই মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীর বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় বিগত মাসিক ও বিশেষ অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

২। শোক প্রকাশ :—(ক) ৺চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, "আমরা প্রথম জীবনে স্বর্গীয় চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রচনা পাঠ করি। 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা। এই বহিখানিতে তিনি যে রচনা-শক্তি এবং দার্শনিকভাবের বিকাশ দেখাইয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। এই বহিখানিকে বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল বাঙ্গালা ভাষা কেন, জগতের যে কোন ভাষা এইরূপ পুস্তক অঙ্কে ধরিয়া গর্ব্ব করিতে পারে। এই বই রচনার কিছু দিন পরে তিনি 'উপাসনায়' অনেক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এইরূপ চিন্তাশীল মনীষী লেখক যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ গৌরবান্বিত হয়। আমি ঐ স্বর্গীয় সাহিত্য-মহারথীর উদ্দেশ্যে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺চন্দ্রশেখর বাবুর মৃত্যুতে শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে, তাহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির উপর স্মৃতি-রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

(খ) তৎপরে সভাপতি মহাশয় ৺যতীন্দ্রনাথ পাল মহোদয়ের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, ইনি অতি অল্পবয়সে আমাদের ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গীয় ধীরেন্দ্রনাথ পাল মহাশয়ের উপযুক্ত পুত্র। ইঁহার অনন্যসাধারণ প্রতিভা ছিল। মাত্র ৮।১০ বৎসরের মধ্যে ইনি প্রায় ১০০ বই লিখিয়া বঙ্গ-

সাহিত্যকে উপহার দিয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

(গ) ৺বরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ—সভাপতি মহাশয়ের আদেশে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সোম কবিভূষণ মহাশয় স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর বিচিত্র সদ্‌গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। প্রবন্ধ পাঠের পর, শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু, স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবুর যে সকল গুণাবলীর পরিচয় দান করিলেন, তাহার পর আর অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সেবীদিগের মৃত্যুতেই সাহিত্য-পরিষৎ শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি সাহিত্যিকগণের বন্ধু, উৎসাহদাতা ও পোষণকর্ত্তা, তাঁহাদের কথাও মাঝে মাঝে এখানে বলা আবশ্যক। স্বর্গীয় বরেন্দ্র বাবু একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। বরেন্দ্র বাবুকে চিনিতে হইলে, তাঁহার পিতার পরিচয় জানা আবশ্যক। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কালীপদ ঘোষ মেসার্স জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর একরূপ প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন—আর এক পরিচয় তিনি শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি যখন রোগ-শয্যায় শায়িত, তখন তাঁহারই আশ্রিত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক জানিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহাকে সেই পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন। এইরূপ অসাধারণ ত্যাগশীল পিতার উপযুক্ত পুত্র বরেন্দ্র বাবু ব্যবসায়ক্ষেত্রে একজন প্রধান কর্ম্মী হইয়া উঠিয়াছিলেন। আহ্মদাবাদে শ্রীরামকৃষ্ণ মিল ও বিবেকানন্দ মিলের তিনি প্রতিষ্ঠাতা—বঙ্গলক্ষ্মী কটন-মিল তাঁহার পরামর্শে ও সুব্যবস্থায় অনেক ক্ষতি হইতে উদ্ধার পাইয়াছে। ব্যবসায়ে সততা তাঁহার আদর্শ ছিল। বন্ধু-বাৎসল্য অল্পবিস্তর কিছু কিছু সকলেরই আছে। কিন্তু তাঁহার বন্ধু-বাৎসল্যের বিশালতা ও বৈশিষ্ট্য অনুকরণীয়। এরূপ একজন আদর্শ লোকের জন্য যে-কোন সভা শোক প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার উদ্দেশ্যে আমি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। তৎপরে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবু চিরকুমার ছিলেন। তাঁহার আর একটি সদ্‌গুণ এই ছিল যে, অধীন কর্ম্মচারিগণের সহিত তিনি বন্ধুবৎ ব্যবহার করিতেন। এ বিষয়ে তিনি আদর্শ ছিলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বরেন্দ্র বাবুর ন্যায় একজন পরহিতব্রত কর্ম্মী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। ব্যবসায়-বুদ্ধির সহিত এরূপ সহৃদয়তা প্রায়ই দেখা যায় না। আরও আমাদের গৌরবের কথা এই যে, তিনি একজন বাঙ্গালী হইয়া, ভারতের বাণিজ্যক্ষেত্রে ব্যবসায়ের শ্রেষ্ঠস্থানে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি শোক-প্রস্তাব উপস্থিত করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় নিম্নলিখিত সদস্যগণের পরলোকগমনে শোক প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই সকল হিতৈষী সদস্যগণের পরলোকগমনে সাহিত্য-পরিষৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন ও সমবেত সভায় শোক প্রকাশ করিতেছেন :—

(ঘ) ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য বি এ, (ঙ) আশুতোষ বাগচী, (চ) অনুকূলচন্দ্র রায় বিএ (কুমিল্লা), (ছ) রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (শিবলা), (জ) সতীশচন্দ্র বড়ুয়া (গোয়ালপাড়া)।

ইহার পর শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র বসু মহাশয় বলিলেন "আর একটি বিষয় যদিও আমাদের কার্য্য-তালিকায় উল্লিখিত হয় নাই—কেন না এই ঘটনার পূর্ব্বেই কার্য্য-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছিল—তথাপি তাহা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। নানা সদ্‌গুণের আকর এবং সামাজিকতার আদর্শ, দানশীল পাইকপাড়ার রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ মহাশয় গত শুক্রবার শেষরাত্রে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স মাত্র ২৪ বৎসর ৩ মাস হইয়াছিল। সাহিত্য-পরিষৎ তাঁহার নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং তাঁহারও পরিষদের প্রতি অসীম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে হারাইয়া পরিষৎ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত শোক-প্রকাশ-প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন :—

"পাইকপাড়ার প্রাতঃস্মরণীয় "লালা বাবুর" বংশধর, বহু সদনুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সুশিক্ষিত, সামাজিকতার ও সৌজন্যের আদর্শ, অক্লান্তকর্ম্মা, দানে মুক্তহস্ত, চরিত্রবান্ পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের অকালমৃত্যুতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ একজন প্রকৃত বন্ধু হারাইয়া আজ এই সমবেত সভায় গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ অকালে পরলোকগত এই মহানুভাব সুহৃদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সহিত তাঁহাদের নিদারুণ শোকে সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছেন।"

শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয়, তাঁহার নানা সদ্‌গুণের এবং উদার হৃদয়ের প্রশংসা করিয়া উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাহা গৃহীত হইল।

তৎপরে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় বলিলেন,—"রাজা মণীন্দ্রচন্দ্রের পিতা আমার সমবয়স্ক। যখন মণীন্দ্রের জন্ম হয়—তখন আমরা আনন্দে বিভোর হইয়াছিলাম। আজ সেই বন্ধুপুত্রের অতর্কিতভাবে প্রস্থানের সংবাদ লইয়া আপনাদের সান্নিধ্যে উপস্থিত। আমার ভাগ্যে আজ বিধাতার কি নির্ম্মম বিদ্রূপ! মণীন্দ্রচন্দ্রের বংশের পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। রাজা মণীন্দ্রের বংশমর্য্যাদা—মণীন্দ্রের আভিজাত্য—মণীন্দ্রের আতিথেয়তা ইতিহাসের অধ্যায়ে সাক্ষ্য দিতেছে। মণীন্দ্রের অর্থপ্রাচুর্য্য ছিল ব'লেই সে বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বড় জমিদারী ছিল ব'লে সে বড়লোক নহে—এমন কি বড় খেতাব ছিল ব'লেও বড়লোক নহে—মণীন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল—স্বর্গের কুসুমসম দেবোপম চরিত্র! সে চরিত্র অতুলনীয়—নিখাদ—অনুপম। মণীন্দ্রের জন্য আমার বেদনা নাই। দেবশিশু দেবভাবে প্রস্থান করিয়াছে। আমার দুঃখ—আমার অসহনীয় বেদনা—মণীন্দ্রের পিতামহী রাণী দেবেন্দ্রবালার জন্য, আর তাঁহার মাতা রাণী হর্ষমুখীর জন্য, আর মণীন্দ্রের বিধবা বালিকা রাণী হতভাগিনীর জন্য।" এই বলিয়া তিনি নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন,—

"পরিষদের শোক-প্রকাশ-প্রস্তাবের অনুলিপি তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হউক ও তাঁহার পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যালয় আগামী কল্য বন্ধ রাখা হউক।" ডাঃ শ্রীযুক্ত একেন্দ্রনাথ ঘোষ এম্ ডি মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

সভাপতি মহাশয় পরিষৎকে সাহায্য করিবার বিষয়ে স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরের মুক্তহস্ততার

কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন "এমন একজন সুহৃৎকে আজ আমরা অকালে হারাইলাম। তাঁহার বিয়োগ-বেদনা আমাদের হৃদয়ে চিরকাল গাঁথা থাকিবে। ভগবান্ তাঁহার আত্মাকে শান্তি দান করুন।"

সর্ব্বসম্মতিক্রমে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৎপরে শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে যথারীতি সমর্থনাদির পর, তাঁহারা সাধারণ-সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। (ক—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৪। শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন মহাশয় উপহৃত পুস্তক এবং উপহারদাতৃগণের নাম পাঠ করিলে, সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দেওয়া হইল। (খ—পরিশিষ্টে তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৫। প্রবন্ধ পাঠ।—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় অনিবার্য্য কারণবশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায়, তাঁহার লিখিত "আরবী ও পারসী ভাষার বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধের পাঠ স্থগিত রহিল।

৬। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

তৎপরে শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে সভাভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সমর্থক—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু সাহিত্যশাস্ত্রী, সহকারী সম্পাদক, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ, ২১ রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট্ প্রঃ—শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় বি ই, এম্ আই, সি ই, (লণ্ডন), ১২ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট্, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মিত্র, এসিষ্টাণ্ট ইন্‌ষ্ট্রাক্টর ফরেষ্ট কলেজ, দেরাদুন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বিএ,সদঃ—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র দাস,৭ গোসাই লেন, বাগবাজার। প্রঃ— শ্রীযুক্ত পুলিনকৃষ্ণ মিত্র, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত কুমারনাথ ঘোষ বর্দ্ধন, Box [illegible] কাশীপুর রোড, বরাহনগর। প্রঃ—শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সদঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১০২, কলেজ ষ্ট্রীট্। প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত আশুতোষ ঘোষ, ৫২ মধুরায় লেন। প্রঃ—শ্রীযুক্ত

হেমচন্দ্র ঘোষ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র আচার্য্য এম্ এ, গভর্ণমেণ্ট স্কুল, টাকী, ২৪ পরগণা। প্রঃ—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্; শ্রীযুক্ত ধরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, ৩০ শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট্।

———

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তক তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, উপহৃত পুস্তক—(১) টুলটুল, শ্রীযুক্ত সীতেশ-চন্দ্র সিংহ—(২) সত্যেন্দ্র-তর্পণ, শর্ম্মা ব্যানার্জ্জি কোম্পানির প্রকাশক—(৩) অসাধ্য-সাধন, (নিরুপমা পুরস্কার, ৬ষ্ঠ বর্ষ), শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত—(৪) বন্দনা, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়—(৫) প্রবৃত্তিমার্গ, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(৬) দীক্ষাতত্ব (১ম খণ্ড), শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিস্তারত্ন—(৭) ভৃগুসংহিতান্তর্গত যোগাবলিঃ, শ্রীমতী ফুল্লনলিনী রায় চৌধুরী—(৮) পিতৃস্মৃতি, (৯) শ্রাদ্ধিকী (১০), সাধ্বী কমলমণির পুণ্যস্মৃতি, (১১) অপরাজিতা, (১২) নবলীলা, (১৩) বিরাজমোহন, (১৪) ভিখারী, (১৫) মুরলা, (১৬) যোগজীবন, (১৭) শরৎচন্দ্র, (১৮) জ্যোতিঃকণা, (১৯) দীপ্তি, (২০) স্মৃতি, (২১) প্রসাদ, (২২) বিবেকবাণী, (২৩) সোপান, (২৪) ভ্রমণবৃত্তান্ত (২৫) ঐ (উৎকল), (২৬) নব্যভারত, ১ম খণ্ড হইতে ৪র্থ খণ্ড, (১২৯০—১২৯৩) ঐ ৬ষ্ঠ, ৭ম খণ্ড (১২৯৫—১২৯৬), ঐ ৯ম হইতে ১১শ খণ্ড (১২৯৮—১৩০০), ঐ ১৩শ খণ্ড—১৩০২, ঐ ১৫শ খণ্ড হইতে ৩৭শ খণ্ড, (১৩০৪—১৩২৬), শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু—(২৭) গয়াতীর্থ ও বরাবর পাহাড়, শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ শর্ম্মা—(২৮) দিক্‌ভুল, (২৯) পুরাণ তত্ব, ২য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় চৌধুরী—(৩০) রাধানাথ-সঙ্গীত, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (৩১) কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩২) Patent Office Journal, April to June, 1922. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়—(৩৩) Census of India, 1921. vol. xvii. Baroda-State, Part 1. (Report.) Royal Siamese Consulate General—(৩৪) Four Nikyas of the Sutantapitaks of Buddha Ghosa in a set of 12 vols. (1) Sumangalavilasini Dighanikayatthakatha; (ii) Papancasudani Majjhimanikayatthakatha in 3 vols (iii) Saratthapakasini Sannttanikayatthakatha, each in 3 vols. (IV) Manorathapurani, Auguttaranikayatthakatha. শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ বসু—(৩৫) Picture Album. Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(৩৬) Report on Emigration from the Port of Calcutta to British and Foreign Colonies, 1921. The Secretary, Smithsonian Institution (৩৭) Annual Report of the Smithsonian Institution for 1920. Registrar, Calcutta University—(৩৮) Reports of the two Committees appointed by the Senate. The Superintendent, Archaeological Survey of India, Western Circle—(৩৯) Progress Report of the Archæological Survey of India, Western Circle, for the year ending 31st

March 1921. The Chief Inspector of Explosives in India—(৪০) Twenty-third Annual Report of Chief The Inspector of Explosives in India *being his annual Report for the year ending 31st March, 1921.* The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪১) Epigraphia Indica —vol xvi. Part I, January—1921, (৪২) Do—part II, April 1921. The Secretary, Smithsonian Institution—(৪৩) Explorations and Field-work of the Smithsonian Institution in 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৪৪) Annual Return of Statistics relating to Forest Administration in British-India for the year 1920-21. (৪৫) Statistics of British India, vol. II (Financial Statistics.)

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৩। কর্ণ সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে প্রবীণ এবং অতিশয় দাতা হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্র ইতিমধ্যে একদিন ব্রাহ্মণরূপ ধরিয়া পুত্রহিতার্থে কর্ণের কবচ ও কুণ্ডল প্রার্থনা করায়, কর্ণ নিজ অঙ্গ কাটিয়া তাহা দান করিলেন এবং ইন্দ্র তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাকে একঘ্নী শক্তি দিয়া গেলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

কর্ণ ভৃগুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষার জন্য গিয়া নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। একদিন রাম, সকল শিষ্য লইয়া বনে মৃগয়া করিতে গেলেন এবং মৃগয়ান্তে পরিশ্রান্ত হইয়া কর্ণের উরুদেশে মাথা রাখিয়া নিদ্রিত হইলেন। এই সময়ে এক শাল-তরু কর্ণের উরু ভেদ করিয়া উত্থিত হইল। পরশুরাম তদ্দর্শনে কর্ণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন যে, মৃত্যুসময়ে আমার প্রদত্ত মহামন্ত্র তুমি বিস্মৃত হইবে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৪। ভীষ্ম, মদ্ররাজ শল্যের নিকট গিয়া বন্ধুত্ব-স্থাপন-পুরঃসর ধন দান করিয়া পাণ্ডুর জন্য মাদ্রীকে আনায়ন করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডু, মদ্ররাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, মাদ্রীকে বিবাহ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৫। এই সময়ে পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বহু রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া, ধৃতরাষ্ট্রকে দিলে, ধৃতরাষ্ট্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং পাণ্ডু বনে সস্ত্রীক মৃগয়া করিতে যান।

সঞ্জয়ী মহাভারত

সঞ্জয়ী মহাভারতে পাণ্ডুর দিগ্বিজয় এবং ধৃতরাষ্ট্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ নাই। বিবাহের পর পাণ্ডু যুবরাজ এবং ধৃতরাষ্ট্র রাজা হন। পরে পাণ্ডু ভীষ্মের সহিত পৃথিবী ভ্রমণান্তে সস্ত্রীক মৃগয়ায় গমন করেন।

মূল মহাভারত

পাণ্ডু দিগ্বিজয়ে আহৃত ধন, বিদুর, মাতা সত্যবতী ও ভীষ্মকে দেন এবং ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুর সাহায্যে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। অন্ধত্বপ্রযুক্ত ধৃতরাষ্ট্র রাজা হইতে পারেন না বলিয়া পাণ্ডু রাজা হইলেন।

কাশীদাসী মহাভারত

২৬। মৃগরূপ ধরিয়া মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া, পাণ্ডুকে শাপ প্রদানানন্তর দেহত্যাগ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

মৃগরূপে মৈথুনাসক্ত ঋষি পাণ্ডুর বাণে আহত হইয়া তাহাকে শাপ প্রদানানন্তর তপোবনে গমন করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৭। পাণ্ডুর ব্রহ্মশাপের কথা শুনিয়া ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকে আকুল হইলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতি শোকাকুল হইয়া পাণ্ডুকে নিজ গৃহে আনিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। কিন্তু পাণ্ডু বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া তীর্থভ্রমণ করতঃ দেহত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া, সস্ত্রীক মুনিগণের সহিত উত্তরদিকে যাত্রা করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

২৮। গান্ধারী দুই বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিলেন। তথাপি তাঁহার সন্তান হইল না। ইতিমধ্যে কুন্তীর পুত্র হইয়াছে শুনিয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র রাজা হইবে না, এই চিন্তায় তিনি অধৈর্য্যভাবে গর্ভের উপর লোহার মুদ্গর প্রহার করিলেন। মুদ্গরাঘাতে গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড প্রসূত হইল। ইহা হইতেই দুর্য্যোধনাদি শত পুত্রের উদ্ভব হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দ্বাদশ বৎসর যাবৎ গর্ভ ধারণ করিয়াও যখন গান্ধারী প্রসব করিলেন না, তখন তাঁহার উদর চিরিয়া ফেলা হইল এবং গর্ভ হইতে একটি মাংসপিণ্ড বাহির হইল। ব্যাসদেব,

এই মাংসপিণ্ড একশত এক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া ঘৃতদ্রোণীতে রাখিয়া দিলে ক্রমে তাহা হইতে দুর্য্যোধনাদির উদ্ভব হয়।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়। তবে লৌহমুদ্গর এবং কুন্তীর পুত্র রাজা হইবে, গান্ধারীর পুত্র হইবে না, এ কথা নাই।

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন

২৬এ কার্ত্তিক ১৩২৯, ১২ই নবেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পাঠ, ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন, ৩। পুথি ও পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, ৪। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়-লিখিত "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশ, (খ) শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয়-লিখিত "যোগেন্দ্রবাবুর ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" সম্বন্ধে আলোচনা, ৫। পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। বিবিধ।

পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ এখনও প্রস্তুত হয় নাই, সেইজন্য অদ্যকার অধিবেশনে উহার পাঠ স্থগিত রহিল।

২। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রস্তাবিত সদস্যগণের নাম পাঠ করিলে, তাঁহারা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের সাধারণ সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। ক—পরিশিষ্টে নির্ব্বাচিত উক্ত সদস্যগণের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৩। পরিষদের হিতৈষী ব্যক্তিগণ পরিষৎকে যে সকল পুস্তক উপহার দিয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল। খ—পরিশিষ্টে উপহৃত পুস্তকের তালিকা প্রদত্ত হইল।

৪। (ক) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয় উপস্থিত না থাকায়, "বৈদিক ভাষায় স্বরের সুর" নামক তাঁহার প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশ সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ-পাঠের পর, ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ এবং সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখক মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন ও প্রবন্ধ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। এই আলোচনা প্রবন্ধের সহিত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

(খ) তৎপরে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণতারণ রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার লিখিত "যোগেশ্বরের ইউক্লিডের স্বতঃসিদ্ধের প্রমাণ" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

পরিশেষে রায় শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলে, সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সদস্যগণের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই, সমর্থক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সদস্য—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী, ২১ গোপীমোহন দত্ত লেন। শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি এল্, ৪।১।এ সেন লেন, হাটখোলা, প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীমতী প্রফুল্লময়ী দেবী, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রশঙ্কর দাশগুপ্ত বি এল্, ৫ চাউলপটী রোড, ভবানীপুর; শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র মিত্র, ৫৮ ইডেন হিন্দু হোষ্টেল; মৌলবী মহম্মদ ফজলুর রহমান চৌধুরী, ৮০ বেকার হোষ্টেল, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র বিদ্যাবিনোদ বি এস্‌সি, ২৮।১ সিপলা রোড, বোম্বাই; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, ১৬২ জঙ্গমবাড়ী, কাশী; শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়, কালিয়া গলি, কাশী।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত, উপহৃত পুস্তক—(১)মুন্সীপাল-লীলা, (২) বঙ্গদেশীয় কায়স্থসভার কার্য্যবিবরণী—১ম বর্ষ। (৩) ঐ—১২শ বর্ষ, (৪) ঐ—১৩শ বর্ষ, (৫) ঐ—১৪শ বর্ষ, (৬) ঐ—১৬শ বর্ষ, (৭) ঐ—১৭শ বর্ষ, (৮) ঐ—অভিভাষণ—(কুমার মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহের) (৯) ঐ—(কুমার রাধিকাভূষণ রায়ের),(১০) বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার জন্মকথা। The Director, Geological Survey of India—(১১) Records, Geological Survey of India, Vol. LIV. Part 2. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১২) Statements showing Progress of the Co-operative Movement in India during the year 1920-21. The Director of Meteorological Observatories, Alipur,—(১৩) Report on the Administration of the Meteorological Dept. of the Government of India in 1921-22. The Superintendent, Govt. Press, Madras—(১৪) A Triennial Catalogue of Manuscripts collected during the Triennium 1916-17 to 1918-19 for the Govt. Oriental Manuscripts Library, Madras

Vol III, Pt. I. Sanskrit—A. (১৫) Do. Part I. Sanskrit B. (১৬) Do. Part I. Sanskrit—C. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book Depot—(১৭) Resolution reviewing the Reports on the working of the District Boards in Bengal during the year 1920-21. (১৮) Resolution reviewing the Reports on the working of the Municipalities in Bengal during the year 1920-21. Le Editeur, Librairie Ancienne Honore Champion—(১৯) Bulletin de La Socie te de Linguistique [Proce's Verbaux des Seances du 19. November 1921. au 27 Juin 1922.] (২০) Do. Comptes Rendus.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

২৯। ভরদ্বাজপুত্র দ্রোণাচার্য্য, নিজ বাল্যসখা দ্রুপদরাজের নিকট অপমানিত হইয়া হস্তিনানগরে কৃপাচার্য্যের নিকট আগমন করেন। হস্তিনানগরের বাহিরে কুরুবালকগণ এক দিন ক্রীড়া করিতেছে। এমন সময় তাহাদের একটি লোহার ভাঁটা এক জলশূন্য কূপে পতিত হয়। অনেক চেষ্টাতেও তাহারা যখন উহা তুলিতে পারিল না, এমন সময় দৈবাৎ দ্রোণ তথায় আসিয়া ঈষিকাস্ত্র দ্বারা তাহা তুলিয়া দেন। পরে বালকগণের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া ভীষ্ম আসিয়া দ্রোণকে দেখিতে পান। দ্রোণ, ভীষ্মের নিকট প্রসঙ্গক্রমে নিজ দারিদ্র্য ও অপমানের বিষয় উল্লেখ করিলে, ভীষ্মের অনুরোধে তিনি কুরুবালকগণের আচার্য্য-পদ গ্রহণ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ভীমের বিষপানের পর পাণ্ডবগণ শঙ্কিত হইয়া আছেন। ইতিমধ্যে একদিন ভীষ্মের মনে হইল যে, এই সকল রাজপুত্র, ইহাদের কাহারই অস্ত্রশিক্ষা হইল না। ইহার একটা ব্যবস্থা করা উচিত। এই ভাবিয়া পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্যকে তিনি যত্নপূর্ব্বক আনাইয়া, বালকগণের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩০। ধৃতরাষ্ট্র যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিলেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

দুর্য্যোধন রাজা হইলেন। যুবরাজ দুঃশাসন, শকুনি অমাত্য এবং কর্ণ তাঁহার সেনাপতি হইলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩১। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় কি উপায়ে নিরস্ত করা যায়, সে সম্বন্ধে মন্ত্রী কণিকের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পরামর্শ করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

পাণ্ডবগণের উন্নতি ব্যাহত করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্র শকুনীর সহিত পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩২। দুর্য্যোধন, পুরোচনকে জতুগৃহনির্ম্মাণে আদেশ দান করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্র, পুরোচনকে জতুগৃহ প্রস্তুত করিবার জন্য আদেশ দেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৩। যাজ ও উপযাজ নামে দুইজন বেদবিৎ ব্রাহ্মণ—ইঁহারা সহোদর ভ্রাতা। তন্মধ্যে যাজ, দ্রুপদের প্রার্থনায় যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞে ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর উদ্ভব হয়।

সপ্তরথী মহাভারত

নিল ও অনিল নামে দুইজন পুরোহিত দ্রুপদরাজের যজ্ঞ করেন এবং সেই যজ্ঞ হইতে দ্রৌপদী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন উৎপন্ন হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৪। ব্যাসদেবের পরামর্শ অনুসারে রাজা দ্রুপদ, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের আয়োজন করেন।

সপ্তরথী মহাভারত

ব্যাসদেবের পরামর্শের কথা নাই। রাজা দ্রুপদ নিজেই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ব্যবস্থা করেন।

মূল মহাভারত

মূলে এ বিষয়ে বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৫। ব্রাহ্মণবেশধারী যুধিষ্ঠিরাদির পরিচয় জানিবার জন্য রাজা দ্রুপদ প্রথমে পুরোহিতকে প্রেরণ করেন। পুরোহিত অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিলে, নিজ পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নকে দুখানা রথ সহ প্রেরণ করিয়া পাণ্ডবগণকে রাজধানীতে আনয়ন করেন।

সঙ্কলী মহাভারত

রাজা দ্রুপদ স্বয়ং পুরোহিত সঙ্গে করিয়া, কুম্ভকারালয়ে পাণ্ডবগণের নিকটে আসেন এবং কৃষ্ণ, ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত তাঁহাদিগকে নিজ রাজধানীতে লইয়া যান।

মূল মহাভারত

প্রথম পুরোহিত, পরে অন্য এক ব্যক্তি বা দূত।

চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন

১৫ই পৌষ ১৩২৯, ৩০এ ডিসেম্বর ১৯২২, শনিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ,—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—জয়দেব ও চণ্ডীদাস। বক্তা—মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ, এফ্ আর এ এস্।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহার "জয়দেব ও চণ্ডীদাস" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় তাহার প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনার জন্য সকলকে আহ্বান করিলেন। কেহ আলোচনা করিতে উপস্থিত না হওয়ায়, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, এই প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হউক। সর্ব্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

তৎপরে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ — সহকারী সম্পাদক।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী — সভাপতি।

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন

১৬ই পৌষ ১৩২৯, ৩১এ ডিসেম্বর ১৯২২, রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই ই, এম্ এ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনগুলির কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয়-প্রদত্ত একটি মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের পরলোকগমনে

কোষাধ্যক্ষের পদ শূন্য হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি কর্তৃক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে উক্ত পদে নির্ব্বাচনের সংবাদ বিজ্ঞাপন। ৭। প্রবন্ধ-পাঠ—ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়-লিখিত "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজপত্র" নামক প্রবন্ধ। ৮। শোক-প্রকাশ—(ক) পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, (খ) ডাঃ প্রতাপ-চন্দ্র মজুমদার এম্ ডি, (গ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্, (ঘ) ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত ও (ঙ) যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়গণের পরলোকগমনে। ৯। বিবিধ।

পরিষদের সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

১। দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পঠিত বলিয়া গৃহীত হইল।

২। যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর 'ক' পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। 'খ' পরিশিষ্টে লিখিত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা হইল।

৪। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রামরঞ্জন রায় মহাশয় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত আইহাই পোষ্ট অফিসের অধীন রসুলপুর গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে যে মহিষমর্দ্দিনী দুর্গামূর্ত্তি পাইয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শন করিলেন। এই মূর্ত্তি পরিষৎকে দান করার জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

৫। সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। 'গ'—পরিশিষ্টে এই বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৬। সভাপতি মহাশয় কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির পক্ষে বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, পরিষদের কোষাধ্যক্ষ রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের মৃত্যু হওয়ায়, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতি শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর মহাশয়কে কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

৭। সভাপতি মহাশয় ডাঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়কে "ব্রিটিশ মিউজিয়মের কতকগুলি বাঙ্গালা কাগজ-পত্র" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন। শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবু বলিলেন, যে তিনি তাঁহার ইউরোপে অবস্থানকালে সেখানে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-সম্পর্কীয় কোনও বই বা কাগজপত্র পাওয়া যায় কি না, সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন। বিলাতে এবিষয়ে দুই চারিটি জিনিস তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে তিনি তাহা পরিষদের সমক্ষে উপস্থাপিত করিবেন, আশা করেন; জিনিসগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনকারীর নিকট কৌতুকপ্রদ হইবে, তিনি মনে করেন। লণ্ডনে ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পাঠাগারে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতে যাইতেন, তখন ব্রিটিশ-মিউজিয়মের বাঙ্গালা পুথি-পত্রের সংগ্রহে কি কি আছে, তাহা দেখিবার অবকাশ পান। ব্লুমহার্ট সাহেবের বাঙ্গালা পুথির তালিকা তাঁহাকে এবিষয়ে পথনির্দেশ করিয়াছিল। পাঠ্যমান প্রবন্ধে তিনি ব্রিটিশ-মিউজিয়মে প্রাপ্ত কতকগুলি কাগজপত্র নকল করিয়া আনিয়াছেন ও তাহাদের উপর কিছু কিছু টীকা টিপ্পনীও দিয়াছেন। অতঃপর তিনি

তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (প্রবন্ধ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ২৩শ ভাগ, ৩য় সংখ্যায় মুদ্রিত হইল)।

প্রবন্ধ পাঠ শেষে তিনি বলিলেন, ব্রিটিশ-মিউজিয়মে আর কোনও প্রকাশযোগ্য বাঙ্গালা পুথি বা হাতে লেখা কাগজ তিনি পান নাই। তবে আর একটি জিনিস তিনি পাইয়াছেন, সকল বাঙ্গালীর কাছে সেটির বিশেষ মূল্য আছে। জিনিসটি হইতেছে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত-বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও শব্দসংগ্রহ। বইখানি পোর্টুগীস ভাষায়; পোর্টুগীস পাদরী Manuel-da-Assumpsam মানুএল-দা-আস্সুম্প্সাঙ-র কৃত পোর্টুগীস ভাষায় লেখা ছোট একখানি বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্টুগীস এবং পোর্টুগীস-বাঙ্গালা শব্দকোষ; ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান অক্ষরে লিস্‌বন্ নগরে ছাপা। এই বই এবং একই গ্রন্থকারের লেখা Crepar Xaxtrer Orthbhed অর্থাৎ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" বাঙ্গালা ভাষায় রচিত সব চেয়ে পুরাতন ছাপার বই; রোমান অক্ষরে ছাপা হইলেও তাহাদের ভাষার বাঙ্গালা-ত্ব বজায় আছে। "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" সম্বন্ধে পূর্ব্বে পরিষদে ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও তিনি, উভয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন (সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৩ সালের তৃতীয় সংখ্যা)। ব্রিটিশ-মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে এই অমূল্য পুস্তকের দুইখানি প্রতিলিপি বিদ্যমান আছে। সুনীতিবাবু মানুএলের বাঙ্গালা ব্যাকরণখানি সমস্তটা নকল করিয়া আনিয়াছেন, বাঙ্গালা অনুবাদের সহিত পরিষদের সমক্ষে তাহা আনয়ন করিবেন। এতদ্ভিন্ন বাঙ্গালা-পোর্টুগীস শব্দ-কোষ হইতে বহুশব্দ, বাঙ্গালা শব্দার্থতত্ত্ব আলোচনা করিবার পক্ষে সহায়ক হইবে মনে করিয়া,উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন। বইখানির কতকগুলি পাতার ফটোও আনিয়াছেন। পরিষদের অর্থ থাকিলে পুরা বইখানি আলোকচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যাইত।

এতদ্ভিন্ন কেম্‌ব্রিজে নেপালী-পুথির সংগ্রহে নেপালে লিখিত একখানি পুরাতন বাঙ্গালা নাটকের অনেক অংশ তিনি পুথি হইতে অনুলিখন করিয়া আনিয়াছেন। কেম্‌ব্রিজে যে নেপালী পুথির সংগ্রহ আছে, তাহার একটি বর্ণনাময় তালিকা বেণ্ডল্ সাহেব করেন; এই তালিকা হইতে সুনীতি বাবু জানিতে পারেন যে, কেম্‌ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে বাঙ্গালার গোপীচন্দ্রের উপর একখানি বাঙ্গালা নাটক রক্ষিত আছে। বেহুলার কথা, শ্রীমন্ত সদাগরের কথা, কালকেতুর কথা ও ধর্ম্মমঙ্গল-গাথার মত, রাজা গোপীচন্দ্রের গাথা বাঙ্গালার একটি নিজস্ব জিনিস; বাঙ্গালার বাহিরেও ইহার বহুল প্রচার হইয়াছে, সুদূর পাঞ্জাব ও গুজরাটে এবং মারহাট্টা দেশের লোকে এখনও গোপীচন্দ রাজার কথা শুনিয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধে গান গাহে। বাঙ্গালা-ভাষায় গোপীচাঁদের কথার উপর এ পর্য্যন্ত চারিখানি ভিন্ন ভিন্ন কাব্য বা গাথা বাহির হইয়াছে। নেপালে-পাওয়া গোপীচাঁদ-কথায় ঐ নূতন রূপটি এই কাহিনী আলোচনায় পক্ষে সাহায্য হইবে মনে হয়। নাটকখানির কথাবস্তু ভিন্ন ইহার আরও উপযোগিতা আছে। ইহার ভাষা অতি ভুল বাঙ্গালা; পড়িয়াই মনে হয়, লেখকের বাঙ্গালা ভাষার তাদৃশ অধিকার ছিল না। নেপালে কিছুকাল হইতে কতকগুলি বাঙ্গালা ও মৈথিল নাটক পাওয়া গিয়াছে, বক্ষ্যমান পুস্তক তাহাদের মধ্যে অন্যতম। নেপালে

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের মুসলমান-পূর্ব্ব যুগের বাঙ্গালার ধর্ম্মের ও রীতি-নীতির অনেক চিহ্নাবশেষ বর্ত্তমান আছে; প্রাচীন বাঙ্গালার কীর্ত্তি অনেক নেপালে রক্ষিত হইয়াছে। আমাদের পূজনীয় সভাপতি মহাশয় নেপালের দিকে বাঙ্গালীর দৃষ্টি প্রথম আকর্ষণ করেন; তিনি নেপাল হইতে বহু অমূল্য রত্ন উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বজাতিকে উপহার দিয়াছেন, বাঙ্গালী জাতির পুরাতন কথা বাহির করিয়াছেন। তাঁহার সংগৃহীত চর্য্যাপদের গানকে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নমুনা বলা যাইতে পারে। বাঙ্গালার ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্ম ও সাধারণ উৎকর্ষ-বিষয়ে নেপাল কতটা সাহায্য করিতে পারে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি। পুরাতন বাঙ্গালায় যে নাটক লেখা হইত, তাহার প্রমাণ আমরা নেপালে পাইলাম। কিছুকাল হইল, পরিষৎ "নেপালে বাঙ্গালা নাটক" নাম দিয়া চারিখানি নাটক প্রকাশ করিয়াছেন; এই নাটক চারিখানির মধ্যে একখানি বাঙ্গালায়। আর কয়খানি মৈথিলে। ১৮৯১ সালে জারমানীতে অধ্যাপক আউগুস্ট্ কোন্‌রাডি (August Conrady) "হরিশ্চন্দ্রনৃত্যম্" নাম দিয়া এইরূপ একখানি নাটক প্রকাশিত করেন; ঐ নাটকের গদ্য অংশ বাঙ্গালায়, গান ও কবিতাগুলি মৈথিলে ও পূর্ব্বী হিন্দীতে। কেম্‌ব্রিজের গোপীচন্দ্র নাটকও এই শ্রেণীর। কেম্‌ব্রিজে এই বাঙ্গালা নাটকখানি ছাড়া মৈথিলে নাটকও একখানি আছে, সুনীতি বাবু তাহার নকল লয়েন নাই। পরিষদের নিকট শীঘ্রই এই নাটক যেমন যেমন নকল করিয়া আনিয়াছেন, তেমনটী উপস্থিত করিবেন।

প্রবন্ধ পাঠের পর শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, "সুনীতি আমাদের ঘরের ছেলে, দেশে-বিদেশে নানা জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পুষ্টির জন্য নানা জিনিস সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। তিনি আমাদের ও আমাদের মাতৃভাষাকে ভুলিয়া যান নাই। অধিকন্তু যে সকল অমূল্য জিনিস আনিয়াছেন, তাহার নমুনা আজ পাইয়া প্রীত হইলাম। আজিকার প্রবন্ধে অতীত ইতিহাসের উপর আলোকপাত হইবে। তখনকার সামাজিক অবস্থার বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে। আশা করি, তিনি যখন গোপীচাঁদ নাটকের আলোচনা করিবেন, তখন অনেক বিষয় জানিতে পারিব।"

শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় প্রবন্ধ-লেখক মহাশয়কে তাঁহার প্রবন্ধের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইলেন।

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় নিজের পক্ষে, পরিষদের পক্ষে ও সকলের পক্ষে শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন, সুনীতি বাবুই বোধ হয়, বাঙ্গালীর মধ্যে প্রথম ইউরোপীয় পণ্ডিত-সমাজের নিকট ভাষাতত্ত্ববিষয়ে কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "সুনীতি বাবু যখন বিলেতে যান, তখনও তিনি এখানে বিশেষ নাম ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিলাতে গিয়া আরও কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তিনি যে এককালে বড়লোক হবেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তৎপরে তিনি প্রবন্ধের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিলেন যে, ইংরেজেরা যখন এদেশে আসে, সেই ১৬৩৩ খৃঃ হইতে দেশের ইতিহাসের সমস্ত নাম উইলসন সাহেব চেষ্টা করিয়া সংগ্রহ করেন ও দুই খণ্ডে প্রকাশ করেন।

ঐ সকল নাম এক্ষণে প্রায় পাওয়া যায় না। যে দলিলে কলিকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর দাতারাম রায় চৌধুরীর কাছ থেকে কেনা হয়, তাহাতে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮৫৯ খৃঃ ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে প্রাচীন কলিকাতার বিবরণে অনেক নাম ও তখনকার বাঙ্গালার নমুনা পাওয়া যায়। তার পর হ'তে কলিকাতার ও সঙ্গে সঙ্গে ভাষার কত পরিবর্ত্তন হয়েছে। তার পর, সুনীতি বাবু প্রসঙ্গক্রমে কেম্ব্রিজ, প্যারী প্রভৃতি নগরে যে সকল নেপালী পুথির সন্ধান পাইয়াছেন বলিলেন, তৎসম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে, নেপালী যুদ্ধের পর ১৮১৬ খৃঃ হড্‌সন্ সাহেব ডাক্তার হয়ে নেপালে যান। তিনি সেখানে রেসিডেন্সির হেডপণ্ডিত অমৃতানন্দের দ্বারা বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস ও নেপালের ইতিহাস রচনা করাইয়াছিলেন। তিনি যখন ১৯০৭ খৃঃ নেপালে গমন করেন—সেখানে ধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা পড়েন—পড়ে দেখেন যে, উহাও সাহেবার্থে অমৃতানন্দেন লিখিতং। ১৮২৬ খৃঃ বৃদ্ধ ইন্দ্রানন্দ পুথি সংগ্রহ করেন। ১৮৪৩ খৃঃ রাইট সাহেব নেপালে গেলেন। রাজা রাজেন্দ্রবিক্রম যখন রাজ্য ছাড়িয়া পলাইতে গিয়া ধৃত হইলেন, সেই সময় রাজ্যমধ্যে রাজদ্রোহ উপস্থিত হইল এবং তিনি ইংরেজের সাহায্যে তরাই-প্রদেশে উপস্থিত হন, তথায় তিনি বৌদ্ধ বিহার দখল করেন এবং মন্দির হতে বহু পুথি ফেলে দিলেন। রাইট্ সাহেব পুথিগুলি নিলেন। বেণ্ডল সাহেব সে সব পুথির ক্যাটলগ তৈয়ারী করেন। তৎপরে তিনি ১৮৮৪ খৃঃ এদেশে আসেন। নেপালের অনেক ছোট ছোট পাহাড়ের মঠে বাঙ্গালীর লিখিত অনেক গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। নেপাল ভিন্ন বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার নাই। এত ধর্ম্মবিপ্লব, এত নরহত্যা হইয়া গিয়াছে, তথাপি বাঙ্গালীরা নেপালে যাইতেন এবং তাঁহাদের কীর্ত্তি তথায় রাখিয়া গিয়াছেন। এ সকল দেখবার চোখ তৈয়ার করা দরকার। কাটামুণ্ড হইতে ১০।১২ মাইল দূরে সাঁকু সহরের মাইল খানেক দূরে বজ্রযোগিনীর মন্দিরে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার মত পাঁচ ছয় শত গান রহিয়াছে। বঙ্গদেশে হতে অনেক সিদ্ধপুরুষ তথায় যাইতেন। ছয় শত পঞ্চাশ বছর আগে ঠাকুর আনন্দবজ্র তথায় থাকতেন। ঢাকার বজ্রযোগিনী একটি বিখ্যাত স্থান। সেখানে সব ঠাকুর ছিল; তথায় কুলীন ব্রাহ্মণদের বাস। বোধ হয় পূর্ব্বে সে স্থানটী বৌদ্ধদের গ্রাম ছিল। বজ্রযোগিনীর ধ্যান হিন্দুদের দেব-দেবীর ধ্যানের মত। এইরূপে কত প্রাচীন ভাষার ও সাহিত্যের নমুনা নানা দেশে বিদেশে বাঙ্গালা দেশে ও বাঙ্গালীর দ্বারা ছড়াইয়া পড়িয়াছে ও পরে বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক উক্তরূপে উদ্ধার হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুনীতি বাবু যে এই বিষয়ে পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র।”

৮। শোক-প্রকাশ :—(ক) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্কিম বাবুর ভাই পূর্ণ বাবু ৮২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বঙ্কিমযুগের অন্যতম শেষ যোগ। তিনি একজন সাহিত্যিক ছিলেন; তাঁহার 'শৈশব সহচরী'র সহিত অনেকেই পরিচিত। তিনি প্রথম বি এ।

(খ) শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় জানাইলেন যে, অদ্যকার কার্য্য-তালিকা ছাপা হইবার পর, বঙ্গদেশের গৌরব ও মহদাশয় স্বনামখ্যাত অম্বিকাচরণ মজুমদার মহাশয় পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি বহুদিন হইতে পরিষদের সদস্য ছিলেন।

(গ) শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র এম্ এ মহাশয় বলিলেন, ডাঃ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের বিশেষতঃ চিকিৎসক-সমাজের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালায় চিকিৎসা-গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং হোমিওপ্যাথিক কলেজ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৮৭৪ খৃঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিধান অনুসারে হিন্দুমতে বিধবাবিবাহ করেন।

(ঘ) যতীন্দ্রমোহন গুপ্ত বি এল্ মহাশয় অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি ছোট গল্পরচনা ও উপন্যাস-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

(ঙ) চট্টগ্রামের ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত মহাশয় কতিপয় বাঙ্গালা গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

(চ) সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ক্যানিং লাইব্রেরীর যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বঙ্কিম-যুগের গ্রন্থপ্রকাশক ছিলেন। তিনি উৎসাহ দিয়া অনেক লেখককে সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে সকলেই দুঃখিত।

সকলে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত ব্যক্তিগণের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্ এ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সমর্থক—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদস্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র দত্ত, ৭১ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল পাল, ১৯।৭ নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়, ১২ বৃন্দাবন মল্লিকের ফাষ্ট লেন; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার নাথ, ৯।১ জহরলাল দত্তের লেন, উল্টাডাঙ্গা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই; সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার বিশ্বাস এম্ এ, সদর সাব-ডিবিশনাল অফিসার, ২ মুলেন ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, দুমকা; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ; সঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ, সদঃ—শ্রীযুক্ত গোকুলদাস দে, মোহনবাগান রো; শ্রীযুক্ত সজনীরঞ্জন লস্কর বি এ, ১৫এ হোগলকুড়িয়া গলি; প্রঃ—শ্রীযুক্ত গণপতি সরকার বিদ্যারত্ন, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত গোকুলাল মিত্র, জমীদার, হুগলী; ৬২।২।২ বীডন ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত সুধীরচন্দ্র আচার্য্য, ২৭এ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার; শ্রীযুক্ত বরেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায় এম্ এ, ৪২।২ মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, সঃ—ঐ; সদঃ—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র দাস এম্ এ, ৫।১ ফকিরচাঁদ মিত্র ষ্ট্রীট; প্রঃ—শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়, মেসার্স কে কে

মুখার্জ্জি এণ্ড কোং, ৭ সোয়ালো লেন ; শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ বি, বি এস এম্, ৯ ইডেন হাসপাতাল রোড, প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সাধু-খাঁ, ১৫১ আপার সার্কুলার রোড ; শ্রীযুক্ত মোহনলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, উকিল, ১৩।২ নাথের বাগান ষ্ট্রীট্ ; শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দাস, ১৩ প্যারীমোহন সুর লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী, সঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত কুলভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮০।১ সিকদারবাগান ষ্ট্রীট্ ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রপ্রসাদ মৈত্র, গ্রাম জৌলী, পোঃ মাঝগাঁও, জেলা জব্বলপুর ; শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধর, ৩।২ হরিপালের লেন ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ প্রামাণিক, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট্ ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল এম্ এ, সঃ—ঐ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধিকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রঃ—শ্রীযুক্ত ললিতমোহন পাল ; সঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ ; সদঃ—শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ, ২৪২ আপার সার্কুলার রোড, নন্দনবাগান ; প্রঃ—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বিদ্যাবিনোদ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সঙ্গমলাল আগরওয়ালা, ৬।এ শিবুঠাকুরের লেন।

গ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত মাণিকলাল দে, উপহৃত পুস্তক—(১) নীরবভাষা বা ধাত্রীবাণী, শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য—(২) ব্রহ্মময়ী, শ্রীযুক্ত ডাঃ চন্দ্রশেখর কালী—(৩) বৃহৎ ওলাউঠা-সংহিতা, (৪) চিকিৎসা-বিধান Vol. I.--II. (৫) ঐ Vol. III. (৬) ঐ Vol.—IV. (৭) ঐ Vol. V.—VI. (৭) সিদ্ধিপ্রদ লক্ষণচয়, শ্রীযুক্ত কালীনাথ ঘোষাল—(৮) বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও বেৎকার ঘোষাল-বংশ। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দে উদ্ভটসাগর (৯) শকুন্তলা, (১০) সীতার বনবাস, (১১) সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ নাগ - (১২) ধাতুপরিচয়, শ্রীযুক্ত "ব্রাহ্মণ-রক্ষা সভার" সম্পাদক—(১৩) পরকালতত্ত্ব, ১ম খণ্ড। The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book Depot—(১৪) Report on the Police Administration in the Bengal Presidency for the year 1921. The Director of Archaeology, Hyderabad, Deccan—(১৫) Munirabad Stone Inscription of the 13th year of Tribhuvanamala (Vikramaditya VI), (১৬) The Journal of the Hyderabad Archaeological Society for 1919 20. No. 5. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(১৭) Statistical Returns with a brief note of the Registration Department in Bengal, 1921. (১৮) Annual Report on the Police Administration of the Town of Calcutta and its suburbs for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(১৯) Epi-

graphia Indica, Vol. XVI Part V, January 1922. (২০) **Report of the Chief** Inspector of Mines in India for the year ending 31st **December, 1921.** (২১) Annual Report of the Director General of Archaeology in India 1919-20. (২২) Catalogue of the Museum of Archaeology at Sanchi, Bhopal State, 1922. The Registrar, Calcutta University—(২৩।২৪) Report of the Registration Fee Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922 (3 copies)—(২৫) Preliminary Report of the Reconstruction Committee appointed by the Senate on the 26th August 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot—(২৬) Sixtieth Annual Report of the Government Cinchona Plantations and Factory in Bengal for the year 1921-22. The Registrar, Calcutta University—(২৭) Report of the Government Grant Committee appointed by the Senate on the 9th September, 1922. The Officer-in-charge, Bengal Sectt. Book-Depot —(২৮) Annual Report of the Bengal Veterinary College and of the Civil Veterinary Department, Bengal, for the year 1921-22. (২৯) Supplement to the Report on Public Instruction in Bengal for the year 1920-21. Dr. I.J.S. Taraporewala, Ph.D,—(৩০) Selections from Avesta and Old Persian, Part I (First Series). The Agricultural Adviser to the Govt. of India, Pusa—(৩১) Scientific Reports of the Agricultural Research Institute, Pusa, 1921-22. (৩২) Report on the Diseases of Silkworms in India. The Officer-in charge, Bengal Secretariat Book-Depot—(৩৩) Annual Report of the Lunatic Asylums in Bengal for the year 1921. (৩৪) Report on the working of Hospitals and Dispensaries under the Government of Bengal for the year 1921. The Superintendent, Govt. Printing, India—(৩৫) Patent Office Journal, July to September 1922. The Registrar, Calcutta University—(৩৬) Minutes of the Senate for the year 1922, No. 21. The Officer-in-charge, Bengal Secretariat, Book-Depot—(৩৭) Report on the Administration of the Wards attached and Trust Estates in the Presidency of Bengal for the year 1328 B. S. (1921-22). শ্রীযুক্ত পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়—(৩৮) Annual Report of the Smithsonian Institution, 1920. The Secretary, Smithsonian Institution—(৩৯) Early History of the Creek-Indians and their neighbours—(৪০) Northern Ute Music. . The Secretary

Watson Museum of Antiquities, Rajkot—(৪১) Annual Report of the Watson Museum of Antiquities, Rajkot, for the year 1921-22. The Director, School of Oriental Studies, London Institute—(৪২) Report of the Governing Body and Statement of Accounts for the year ending 31st July, 1922.

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুঁথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৩৬। দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের বিবাহান্তে, দ্বারকায় যাইবার পথে, বিদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাঁহার নিকট শ্রীকৃষ্ণ, যুধিষ্ঠিরাদির বিবাহবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া যান। বিদুরের মুখে ধৃতরাষ্ট্র এই সংবাদ শুনেন এবং পরে পাঞ্চালরাজ্য হইতে দুর্য্যোধন প্রভৃতি প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহারা ধৃতরাষ্ট্রের মুখে পাণ্ডব বিবাহবার্ত্তা অবগত হয়েন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাণ্ডবগণের বিবাহের সংবাদ প্রথমতঃ দুর্য্যোধন চরমুখে অবগত হন। পরে শকুনি, দুঃশাসন ও কর্ণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গিয়া পাণ্ডবদের পরাভবের জন্য বিদুরের অজ্ঞাতে পরামর্শ করেন।

মূল মহাভারত

অন্যান্য রাজগণ এবং দুর্য্যোধন, পাঞ্চালরাজ্যে অবস্থানকালেই চরমুখে পাণ্ডবগণের সহিত দ্রৌপদীর বিবাহ-সংবাদ অবগত হন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৭। ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর পাঞ্চালরাজ্যে গমন করেন এবং দ্রুপদের অনুমতি লইয়া তিনি তাঁহাদিগকে হস্তিনায় লইয়া আসেন। যুধিষ্ঠিরাদি হস্তিনায় আসিয়াছেন শুনিয়া, কৃষ্ণ ও বলরাম আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য বিদুর, পাঞ্চালরাজ্যে গিয়া, দ্রুপদের নিকট নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, তাঁহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল। কৃষ্ণ পাঞ্চালনগরে আসিলে, আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, পাণ্ডবদিগকে হস্তিনায় যাইতে আদেশ দিলেন এবং দ্রুপদও তাহা অনুমোদন করিলেন।

মূল মহাভারত

বিদুর যখন পাণ্ডবগণকে আনিবার জন্য পাঞ্চালরাজ্যে যান, তখন দেখেন যে, অন্যান্য সকলের সহিত রামকৃষ্ণও তথায় আছেন। কৃষ্ণ ও দ্রুপদের কথামত তাঁহারা হস্তিনাপুরে আসেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৮। ধৃতরাষ্ট্র, কুরুরাজ্যের অর্দ্ধঅংশ পাণ্ডবগণকে বিভাগ করিয়া দেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

কুরুরাজ্যের অর্দ্ধ এবং পাঞ্চালরাজ্যের অর্দ্ধ অংশে যুধিষ্ঠির রাজরূপে অভিষিক্ত হন। দ্রৌপদী পাটেশ্বরী, ভীম যুবরাজ, অর্জ্জুন সেনাপতি, নকুল অমাত্য এবং সহদেব দ্বারপাল হন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৩৯। সুন্দ ও উপসুন্দ নামে দুই অসুর সহোদর ভাই। তাহারা ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করে যে, ভাই ভাই কলহ না হইলে, তাহাদের মৃত্যু হইবে না। এইরূপে তাহারা ত্রিলোকের উদ্বেগজনক হইয়া উঠিলে, ব্রহ্মার পরামর্শে দেবগণ, তিলোত্তমা-নাম্নী কন্যাকে উভয়ের নিকট প্রেরণ করেন। সেই কন্যার জন্য দুই ভাইয়ে যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করে।

সপ্তয়ী মহাভারত

চান্দ ও উপসুন্দ নামে দুই ব্যক্তি (মানব, অসুর, কি দেবতা, তাহার উল্লেখ নাই); (পাণ্ডবগণের ন্যায়) তাহাদের এক স্ত্রী। এই উভয়ের মধ্যে সময় নির্দ্দিষ্ট না থাকায়, তাহারা পরস্পর যুদ্ধ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪০। একদিন কোন এক ব্রাহ্মণের গাভী, তস্করে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল। সেই ব্রাহ্মণ, অর্জ্জুনের শরণাপন্ন হইলে, অর্জ্জুন অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গিয়া দেখেন যে, তথায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদী রহিয়াছেন। পাণ্ডবগণের মধ্যে কাহারও সহিত দ্রৌপদীর নির্দ্দিষ্ট অবস্থান-কালে যদি অপর কোনও ভাই তথায় উপস্থিত হন, তবে তাঁহাকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস করিতে হইবে, এই নিয়ম ছিল। তদনুসারে অর্জ্জুন বনবাসে গমন করেন।

সপ্তয়ী মহাভারত

দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠির অস্ত্রাগারে বিহার করিতেছিলেন। দ্বারে যুধিষ্ঠিরের পাদুকা ছিল, এক কুকুরে মুখে করিয়া তাহা দূরে নিয়া যায়। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। এমন সময় নগরে "চোর চোর" ধ্বনি উঠিল। তখন অর্জ্জুন নিদ্রোত্থিত হইয়া অস্ত্রাগারে অস্ত্র আনিতে গেলেন; দ্বারে কাহারও পাদুকা নাই দেখিয়া, তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু প্রবেশ করিয়াই দেখেন, সেখানে দ্রৌপদী ও যুধিষ্ঠির রহিয়াছেন। অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া অর্জ্জুন প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলে, যুধিষ্ঠির কুকুরজাতিকে শাপ দিলেন,—দরজা হইতে পাদুকা সরাইয়া নিয়া, তুই যেমন কনিষ্ঠ ভাইকে আমার শৃঙ্গার দেখাইলি, সেই পাপ জন্য কুকুরজাতির শৃঙ্গার সকলের প্রত্যক্ষীভূত হইবে। পরে অর্জ্জুনকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া প্রাণত্যাগ-সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত করিলেন এবং পুরোহিত ধৌম্যের ব্যবস্থায় তিনি দ্বাদশ বর্ষ বনবাস করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

পঞ্চম বিশেষ অধিবেশন

২২এ পৌষ ১৩২৯, ৬ই জানুয়ারী ১৯২৩, শনিবার, অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ শ্রীকণ্ঠ—সভাপতি।

আলোচ্য বিষয়—বৌদ্ধ-দর্শন (মনস্তত্ত্ব, বৌদ্ধন্যায়, বৌদ্ধনীতিতত্ত্ব এবং জ্ঞানবাদ ও সত্তাবাদ)।

সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিষদের অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভাপতি মহাশয়ের আহ্বানে শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার "বৌদ্ধদর্শন" নামক প্রবন্ধের মনস্তত্ত্ব ও তর্কশাস্ত্র অংশ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে পর, সভাপতি মহাশয় বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণকে মন্তব্য দিবার জন্য আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত ডাঃ শিশিরকুমার মৈত্র এম্ এ, পি এচ্ ডি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন কথা জানা গেল। বৌদ্ধদিগের বিশ্লেষণ-শক্তি যে কতদূর ছিল, তাহা নলিনাক্ষ বাবু "বৌদ্ধ-দর্শন ও মনোবিজ্ঞান"-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে সম্যক্ উপলব্ধি করা যায়। একটা কথা আমার বড় মনে লাগিয়াছে। নলিনাক্ষ বাবু স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, বৌদ্ধদর্শনটা একটা খাপ-ছাড়া জিনিস নহে। উহা হিন্দুদিগের ধারাবাহিক চিন্তারই একটি ধারা। বৌদ্ধযুগটা জ্ঞানের যুগ। বৈদিকযুগে কর্ম্মের প্রাধান্য ছিল। তাহার পর একটা প্রতিক্রিয়া হইয়াছিল। এই প্রতিক্রিয়া আমরা উপনিষদে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাই। বৌদ্ধদর্শনও এই প্রতিক্রিয়ারই ফল। যে জ্ঞানের প্রবাহ উপনিষদে বহিতে আমরা দেখিতে পাই, উহাই অপ্রতিহতগতিতে বৌদ্ধযুগে চলিয়া গিয়াছে। যে শাঙ্কর-বেদান্ত বৌদ্ধদর্শনের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছে, তাহাও সেই একই জ্ঞানের ধারা হইতে উৎপন্ন। এমন কি, শাঙ্কর-বেদান্তকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদ বলিলে বিশেষ ভুল হয় না। একমাত্র জ্ঞানকে স্বীকার করিলে, একপ্রকার সঙ্কীর্ণতা আসিয়া পড়ে, যাহা হইতে বৌদ্ধদর্শন এবং শঙ্করের মত, এই দুইএর কোনটাই, সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। কাজে কাজেই আবার জ্ঞানকে ছাড়িয়া, অন্য কিছুকে আঁকড়াইয়া ধরিবার চেষ্টা আমরা রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থে দেখিতে পাই। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন আলোচনা করিলেও আমরা ঠিক এইরূপ জ্ঞানের জগৎ হইতে মুক্তি পাইবার নানা প্রকার চেষ্টা দেখিতে পাই।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বলিলেন, "প্রবন্ধের প্রথম অংশ শুনিবার আমার সুযোগ হয় নাই। লেখককে আমি জানি। তাঁহার রচনার বিশেষত্ব এই যে, তিনি কোন বিষয়ে প্রগাঢ়রূপে না জানিলে লেখেন না—এ ভাবের রচনা বিরল হইয়া আসিতেছে। কোন বিষয়ের

আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে যখন তাঁহার ধারণা ঘনীভূত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত সংযত সংহত হইয়া দক্ষতার সহিত বিষয়টিকে সজ্জিত করিয়া বলেন। তিনি হিন্দু বা ভারতীয় চিন্তার পৌর্ব্বাপর্য্য এবং ভাবের প্রাচুর্য্য এই প্রবন্ধে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বৌদ্ধদর্শন না জানা থাকায়, নব্য ন্যায়ের প্রাখর্য্য উপলব্ধি করিতে পারি না। ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া মতের সংঘর্ষ চলিতেছে—তাহা এই প্রবন্ধে জানিতে পারা যায়। আমরা এবিষয়ে সম্পূর্ণ গ্রন্থ চাই—বৌদ্ধ-যুগের একটা আলোচনার স্তর সম্পূর্ণ দেখিতে চাই। প্রবন্ধলেখককে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।"

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় সূত্রাকারে অনেক কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ যে ভারতছাড়া, তাহা কেহ বলেন নাই। এই বলিয়া প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিলেন।

শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার মৈত্র মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ　　　　শ্রীচুণীলাল বসু
সহকারী সম্পাদক।　　　　সভাপতি।

—o—
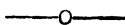
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন

২৩এ পৌষ ১৩২৯, ৭ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য-নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন। ৪। সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন। ৫। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৬। প্রবন্ধ-পাঠ—(ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয়-লিখিত "পরিভাষা" (General Physics and Acoustics) এবং শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয়-লিখিত "চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা।" ৭। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়ের সমর্থনে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইলে পর, পরিষদের সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হইল।

৪। বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ পাঠ স্থগিত রহিল।

৫। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় পরিষদের পুথিশালা হইতে প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন। গ-পরিশিষ্টে এই পুথির বিবরণ প্রদত্ত হইল।

এই প্রসঙ্গে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষৎ সমস্ত কবির রচিত মহাভারত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদে অনেক মহাভারত রহিয়াছে। সঞ্জয়ের মহাভারতও আছে। আর একখানি মহাভারত কোচবিহারে আছে; তাহার ভাষা বাঙ্গালা নহে—অসমীয়া। এখনও এই মহাভারতে কাহার ভণিতা আছে, তাহা জানিতে পারা যায় নাই; জানিবার চেষ্টা হইতেছে। রঙ্গপুর শাখা-পরিষৎ অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ (আদিকাণ্ড) বাহির করিয়াছেন। পুথিখানি অতি বৃহৎ। উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে রঙ্গপুর শাখার সংগৃহীত পুথিগুলির বিবরণ দিতে পারা যাইতেছে না। মূল পরিষৎ এবিষয়ে চেষ্টা করিলে ভাল হয়। পরিষৎ হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের যতগুলি কবির পুথি সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা লইয়া সকল পুথির পাঠ মিলাইয়া ও পাঠান্তর দিয়া, এই দুই মহাকাব্য প্রকাশ করিবার ব্যবস্থা করিলে দেশের জাতীয় ইতিহাসের বহু অমূল্য উপকরণ সংগ্রহ করা হইবে।

৬। (ক) শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি মহাশয় তাঁহার লিখিত পরিভাষা (General Physics and Acoustics) নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

তৎপরে (খ) শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন সাহা বি এ, বি ই মহাশয় "চুম্বক ও তাড়িত-বিজ্ঞানের পরিভাষা" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয় উভয় পরিভাষা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিলেন। (এই আলোচনা পরে পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে)। তৎপরে তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে পরিষদের পক্ষে ধন্যবাদ দিলেন এবং বলিলেন যে, পরিষৎকে শক্তির কেন্দ্র করিয়া পরিভাষাসম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হওয়া আবশ্যক। বঙ্গভাষাকে সম্পৎশালী করিতে হইলে পরিভাষা প্রচুরপরিমাণে হওয়া উচিত।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় বলিলেন, "আমি বৈজ্ঞানিক নহি। এই প্রবন্ধ দুইটি শুনিয়া অনেক জ্ঞান হইল। প্রবন্ধলেখকগণ ইংরেজি শিখিয়া বাঙ্গালায় পরিভাষা লিখিতে শিখিয়াছেন। এমন দিন আসিবে যখন ইংরেজি না পড়িয়া সকলে পরিভাষা শিখিতে পারিবে এবং সেই সকল পরিভাষা দিয়া বই লেখা হইবে।—তখন মিস্ত্রীকে কল-কারখানার নাম শিখাইতে হইলে গ্রামে বাঙ্গালা স্কুলে পড়াইতে এবং পরে "practical training" দিতে হইবে। পরিভাষাকে কটমট করিলে চলিবে না—সহজবোধ্য করিতে হইবে এবং অবোধ্য সংস্কৃতানুযায়ী করিলেও চলিবে না। বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক পাঁচ জন বিশেষজ্ঞ একমত হইয়া বিচারপূর্ব্বক এই শ্রেণীর পরিভাষা করিবেন, তবেই সকলের গ্রাহ্য হইবে। কোন কথার অর্থ বুঝাইতে হইলে, বন্ধনীর মধ্যে ইংরেজি

ব্যবহার না করিয়া সেই জিনিসের চিত্র দিয়া তাহা বুঝাইতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি প্রবন্ধ-লেখকদ্বয়কে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিলেন।

৭। বিবিধ।—(ক) শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় জানাইলেন যে, পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও "চণ্ডীদাস" প্রভৃতির সম্পাদক নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি এ মহাশয় সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির উপর এই স্বর্গীয় প্রবীণ সাহিত্যিকের জন্য শোক-প্রকাশের ব্যবস্থা করিবার ভার অর্পিত হউক।

(খ) সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, আগামী ৭ই মাঘ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের সাঙ্খ্যদর্শনের প্রথম বক্তৃতার দিন নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র বাবুর অসুবিধা হওয়ায়, ঐ দিন উক্ত বক্তৃতা হইবে না। আগামী ১৩ই মাঘ শনিবার ও পরবর্ত্তী ৩টি শনিবার তাঁহার ধারাবাহিক বক্তৃতা হইবে।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ জানাইলেন। তৎপরে সভা ভঙ্গ হয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীচুণীলাল বসু
সভাপতি।

ক—পরিশিষ্ট

প্রস্তাবিত সাধারণ-সদস্যের তালিকা

প্রস্তাবক—শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমর্থক—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ বি এ, সদস্য—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণশেখর বসু, ১৪ পার্শীবাগান লেন; শ্রীযুক্ত প্রমোদকুমার সেন, এসিষ্টাণ্ট ইনেস্পেক্টর, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ, সঃ—ঐ, সদঃ—শ্রীযুক্ত সুধেন্দু-ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ২৭ বাদুড়বাগান লেন; শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এ, বি এল্, ১৪ ইণ্ডিয়ান মিরার ষ্ট্রীট; শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর সান্যাল, ডোমকল-আজিমগঞ্জ, মুরশিদাবাদ, প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায় এম্ এস্‌সি, সঃ—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, সদঃ—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-নাথ শেঠ এম্ এ, ৩৯।১ বলদেওপাড়া রোড। প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ত-দর্শনতীর্থ, ১০ পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট্; প্রঃ—শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ মুখোপাধ্যায়, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ঝাঁঝা; শকুন্তলা মাইন, ই আই রেলওয়ে, প্রঃ—শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রসেবক নন্দী; প্রঃ—শ্রীযুক্ত রামকমল সিংহ; সদঃ—শ্রীযুক্ত রাধাচরণ মুখোপাধ্যায় বি এ, পঞ্চকোট রাজের প্রাইভেট্ সেক্রেটারী, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত দক্ষিণা-চরণ ভট্টাচার্য্য, ম্যানেজার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, ক্যাশিয়ার, পঞ্চকোটরাজ, কাশীপুর, মানভূম; প্রঃ—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সরকার, সঃ—ঐ; সদঃ—শ্রীযুক্ত হরিসাধন কুণ্ডু, ৬ মনোমোহন বসু লেন।

খ—পরিশিষ্ট

উপহারপ্রাপ্ত পুস্তকের তালিকা

উপহারদাতা—শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল—উপহৃত পুস্তক (১) মর্ম্মবাণী।

গ—পরিশিষ্ট

পরিষদের পুথিশালায় রক্ষিত প্রাচীন পুথির বিবরণ

কাশীদাসী মহাভারত

৪১। দ্বাদশ বর্ষ তীর্থভ্রমণের সংকল্প করিয়া অর্জ্জুন, অনেক তীর্থভ্রমণের পর, একদিন হরিদ্বারে যান। তথায় গঙ্গাজলে নামিয়া তর্পণ করিতেছেন, এমন সময় কৌরবা নাগের কন্যা উলুপী তাঁহাকে পাতালে লইয়া যায় এবং অর্জ্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পুরোহিত ধৌম্য, অর্জ্জুনকে দ্বাদশবর্ষ বনবাস এবং তন্মধ্যে একবর্ষ পাতালে থাকিতে আদেশ দেন। তদনুসারে অর্জ্জুন প্রথমেই পাতালে গেলে, মণিমন্ত নামে নাগ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কাতরভাবে বলে যে, মণিকর্ণ নামে আমার এক পুত্র আছে; উলুপী-নাম্নী কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার সন্তান হইতেছে না। আপনি উক্ত বধূকে একটি পুত্র দান করুন। মণিমন্তের প্রার্থনায় অর্জ্জুন এক বৎসর তথায় বাস করেন এবং তাঁহার ঔরসে ও উলূপীর গর্ভে ইরাবন্ত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করে।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪২। মণিপুরে চিত্রভানু নামে রাজা। তাঁহার চিত্রাঙ্গদা-নাম্নী কন্যাকে অর্জ্জুন বিবাহ করেন এবং ইঁহার গর্ভে অর্জ্জুনের বভ্রুবাহন নামে পুত্র হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

পাতাল হইতে বাহির হইয়া অনেক বন উপবন ভ্রমণান্তে অর্জ্জুন এক সরোবর দেখিলেন। সেই সরোবরের জলমধ্যে এক অনিন্দ্যসুন্দরী কন্যা (নাম নাই) তপস্যা করিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসায় জানিলেন, সেই কন্যা পতি অভিলাষে তপস্যা করিতেছে এবং মহাদেবের নিকট বর পাইয়াছে যে, অর্জ্জুন তাহার স্বামী হইবেন। অর্জ্জুন নিজ পরিচয় দিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন এবং তাহার গর্ভে বভ্রুবাহন নামে পুত্র উৎপন্ন হইলে, তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়, তবে মূলে নাম চিত্রবাহন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৩। অর্জ্জুন, অনেকানেক তীর্থভ্রমণ করিয়া, অবশেষে প্রভাসতীর্থে উপস্থিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ সেই সংবাদ অবগত হইয়া, প্রভাসে আসিয়া, অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইলেন। অর্জ্জুন বহু তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন বহুতীর্থ পরিভ্রমণ করিয়া, দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক কৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৪। সুভদ্রা, অর্জ্জুনকে দেখিয়া অনুরাগে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। সত্যভামাকে তিনি বলেন যে, অর্জ্জুনের সহিত আজই মিলন করাইয়া না দিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে সত্যভামা, অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার গান্ধর্ব্ব বিবাহ দেন। পরদিন কৃষ্ণ প্রভৃতি সকলে অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ জন্য বলরামকে ধরিয়া বসিলেন, কিন্তু তিনি একেবারে নারাজ। তিনি দুর্য্যোধনকে পাত্র স্থির করিয়া, তাঁহার নিকট দুত পাঠাইলেন। দুর্য্যোধন বরবেশে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। তখন কৃষ্ণের আজ্ঞায় অর্জ্জুন সরস্বতীতীরে সুভদ্রাকে হরণ করেন। যাদবগণ যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হয়। কৃষ্ণের অনুরোধে বলরাম শান্ত হইলে দুর্য্যোধন হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাগমন করেন এবং সুভদ্রার সহিত অর্জ্জুনের বিবাহ হয়।

সঞ্জয়ী মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া কৃষ্ণের নিকট তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষ্ণ, অর্জ্জুনকে তাহার পরিচয় দিয়া বলিলেন,—তোমার যদি ইহাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে আমি রথ দিতেছি; তাহাতে চড়িয়া ইহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাও। অর্জ্জুন, কৃষ্ণের কথামত কাজ করিলে, বলরাম, অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন। পরে কৃষ্ণের সান্ত্বনায় নিবৃত্ত হইয়া তিনি অর্জ্জুনের সহিত সুভদ্রার বিবাহ দেন।

মূল মহাভারত

অর্জ্জুন, সুভদ্রাকে দেখিয়া, কামবশীভূত হন। কৃষ্ণ, তাঁহার ভাব লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে ঠাট্টা করেন। তখন অর্জ্জুন কি উপায়ে সুভদ্রাকে পাওয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে, কৃষ্ণ হরণ করিয়া লইবার পরামর্শ দেন।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৫। ময় দানব, তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, এবং পক্ষিরূপী মন্দপাল ঋষির চারিটী শাবক, এই ছয়টী প্রাণী খাণ্ডবদাহের সময় রক্ষা পাইয়াছিল।

সঞ্জয়ী মহাভারত

ইন্দ্র, খাণ্ডবে অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিয়া গেলেন যে,

দেবমাতা সুরভি, মহামুনি লোমশ, দানবেন্দ্র ময় ও বিশ্বকর্ম্মা, এই চারিজনকে রক্ষা করিয়া, আর সকলকে ইচ্ছামত সংহার কর।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।

কাশীদাসী মহাভারত

৪৬। কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের নিকট অগ্নি আসিয়া খাণ্ডবদাহে সাহায্য করিতে বলিলে, তাঁহার উপযুক্ত অস্ত্রের অভাব জানাইলেন এবং অগ্নি তখন গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় তূণ, রথ, সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা প্রভৃতি আনিয়া দেন।

সঞ্জয়ী মহাভারত

খাণ্ডবদাহে সন্তুষ্ট হইয়া অগ্নি, অর্জ্জুনকে, গাণ্ডীব ধনু, রথ ও অক্ষয় তূণ দান করেন।

মূল মহাভারত

কাশীদাসীর ন্যায়।
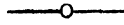
ষষ্ঠ বিশেষ অধিবেশন

৩০এ পৌষ ১৩২৯, ১৪ই জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার অপরাহ্ণ ৫।০টা।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ—সভাপতি।

বক্তৃতার বিষয়—নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি। বক্তা—শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ মহাশয়ের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি এ এটর্ণি মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বি এ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

সভার কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে সভাপতি মহাশয় জানাইলেন যে, প্রবীণ সাহিত্যিক এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। তৎপরে তিনি মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশার্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতিকে অনুরোধ করিলেন এবং আগামী সোমবার মৃত মহাত্মার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পরিষৎ কার্য্যালয় বন্ধ রাখিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া এই প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

তৎপরে তিনি তাঁহাকে সভাপতি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য প্রস্তাবক ও সমর্থকগণকে

ধন্যবাদ দিয়া, শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় বি ই মহাশয়কে তাঁহার "নেপালে প্রাপ্ত একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিতে অনুরোধ করিলেন।

শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। (এই প্রবন্ধ উনত্রিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ৪র্থ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে)।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ হইতে অনেক নূতন বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে; ইহা প্রকাশিত হইলে, এ বিষয়ে আলোচনার সুবিধা হইবে।

সম্পাদক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিএ মহাশয় সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিলেন এবং পরিষদের সহিত একযোগে কাজ করিবার জন্য ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন বাবুর পরবর্ত্তী প্রবন্ধ পাঠের দিন সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।

তৎপরে সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।
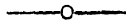
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন

৭ই মাঘ ১৩২৯, ৩১এ জানুয়ারী ১৯২৩, রবিবার, অপরাহ্ণ ৫টা।

শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ—সভাপতি।

আলোচ্য-বিষয়—১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ পাঠ। ২। সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচন। ৩। পুস্তকোপহারদাতৃগণকে কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন। ৪। প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ। ৫। প্রবন্ধ-পাঠ—শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীয় ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অনুলিখন" নামক প্রবন্ধ। ৬। বিবিধ।

শ্রীযুক্ত রায় কুঞ্জলাল সিংহ সরস্বতী মহাশয়ের প্রস্তাবে, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ, ডি লিট্ মহাশয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাণীনাথ নন্দী সাহিত্যানন্দ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

১। সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, গত অধিবেশনগুলির কার্য্য-বিবরণ লিখিত না হওয়ায়, উহাদের পাঠ স্থগিত রাখা হইবে।

২। ক—পরিশিষ্টে লিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া পরিষদের সাধারণ-সদস্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

৩। খ—পরিশিষ্টে লিখিত উপহার-প্রাপ্ত পুস্তকগুলি প্রদর্শিত হইল এবং প্রদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইল।

৪। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গ—পরিশিষ্টে লিখিত প্রাচীন পুথির বিবরণ পাঠ করিলেন।

৫। সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইলেন যে, অদ্যকার প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয় কলিকাতায় উপস্থিত নাই। তাঁহার উপস্থিতিতে প্রবন্ধের আলোচনার সুবিধা হইত। এই বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করিতে আহ্বান করিলেন।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ সিংহ এম্ এস্ পি এস্ (লণ্ডন) মহাশয়-লিখিত "আরবী ও পারসীয় ভাষায় লিখিত বাঙ্গালা অক্ষরলিখন" নামক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধ পঠিত হইলে পর, শ্রীযুক্ত ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল ঘোষাল মহাশয়গণ প্রবন্ধ-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এই সকল আলোচনা তাহার সহিত সংযুক্ত হইবে।

শ্রীযুক্ত সুনীতি বাবু বলিলেন যে, পূর্ব্বে যে অক্ষরলিখন-সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহা পুনরুজ্জীবিত করা দরকার।

তৎপরে সভাপতি মহাশয় প্রবন্ধলেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, প্রবন্ধলেখক মহাশয় বহুদিন হইতে এ বিষয়ে মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বহু পরিশ্রমসহকারে এই প্রবন্ধ দিয়াছেন। প্রবন্ধের মন্তব্য চূড়ান্ত নহে। বিষয়টি খুব কঠিন। নূতন বিষয় প্রচলনের পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন বিতণ্ডার আবির্ভাব হইবেই। নূতন অক্ষর চালাইতে সময় আবশ্যক হইতে পারে এবং তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনও আছে। কিন্তু তাহা যত সহজে ও বিজ্ঞানসম্মতভাবে হয়, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রবন্ধটি ছাপা হউক এবং আলোচনা হউক। সুনীতি বাবুর প্রস্তাবিক অক্ষরলিখন-সমিতির পুনর্গঠন করিয়া তাহার কাজ হউক এবং সমিতির মন্তব্য সময় সময় প্রচারিত হউক।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, তাঁহার বক্তব্য তিনি সমিতির নিকট লিখিয়া জানাইবেন; সমিতি থাকা বিশেষ প্রয়োজন।

৬। বিবিধ—শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার পাল মহাশয় বর্ত্তমান বর্ষের সংশোধিত আনুমানিক আয়-ব্যয়-বিবরণ বিজ্ঞাপন করিলেন।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দানের পর সভা ভঙ্গ হইল।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
সহকারী সম্পাদক।

শ্রীপূরণচাঁদ নাহার
সভাপতি।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ঊনত্রিংশ খণ্ডের

নাম-সূচী